উপক্রমণিকা।

মদগ্রজ মহাকবি ৺ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের রূপক প্রণালী অবলম্বন পূর্ব্বক সুললিত গদ্য পদ্য পূরিত "বোধেন্দুবিকাস" নামক যে নাটক বিরচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা ছয় অঙ্কে সমাপ্ত হইয়াছে, এইক্ষণে আমি এই প্রথমভাগে তাহার প্রথম তিন অঙ্ক মুদ্রাঙ্কন করিয়া সাধারণ সমাজে প্রকাশ করিলাম. এই মহোপদেশপূর্ণ পরমানন্দপ্রদ নাটক প্রথমতঃ মাসিক প্রভাকরে প্রকাশিত হয়, পরে পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবার নিমিত্ত কবিবর ইহার কোন কোন স্থান পুনর্ব্বার সংশোধন, পরিবর্ত্তন এবং নূতনরূপে রচনা করেন, মূলগ্রন্থে যেরূপ আছে, তাহা অপেক্ষা প্রত্যেক বিষয়ের স্বভাব বর্ণনা করাতে গ্রন্থখানি অনেক বৃহৎ হইয়া উঠিয়াছে, সুতরাং একভাগে সমুদায়াংশ প্রকাশ করা বিবেচনাসিদ্ধ হইলনা, বিশেষতঃ তাহাতে আবার কাল বিলম্ব হইবার সম্ভাবনা. এই নাটকের উদ্দিষ্ট বিষয়টী বাহিরের নহে, তাহা আন্তরিক, সুতরাং অত্যন্ত কঠিন বলিতে হইবেক, ফলতঃ সেই আত্ম-তত্ত্বজ্ঞান যত দূর পর্য্যন্ত সহজে প্রকাশ করা যাইতে পারে, কবিবর পাঠকবৃন্দের উপকার নিমিত্ত তাহাতে প্রযত্ন প্রকাশ ও পরিশ্রম করণে ত্রুটি করেন নাই। যাঁহারা এই নাটকের অভিনয় প্রদর্শনে অনুরত হইবেন, তাঁহাদিগের কার্য্যের সমাধানার্থ প্রত্যেক [illegible] উক্তির শেষভাগে অতি সংক্ষেপে লিখিত হইয়াছে।

এই তত্ত্বজ্ঞান-প্রদ নাটককে সর্ব্বসাধারণ পাঠক মহাশয়দিগের আদরণীয় করণার্থ অগ্রজ মহাশয় অসাধারণ কবিত্ব ও পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, এই পুস্তকের ভূমিকায় তিনি কিরূপ অভিপ্রায় লিখিতেন, তাহা তাঁহারই মনে ছিল, যাহাহউক বিদ্যামোদী কবিতাপ্রিয় পাঠকমণ্ডলী আদরপূর্ব্বক এই প্রথম ভাগ গ্রহণ করিলে আমি দ্বিতীয়ভাগ প্রকাশে সমধিক যত্নবান হইব।

শ্রীরামচন্দ্র গুপ্ত;

সংবাদ প্রভাকর সম্পাদক।

স্বভাবের কিবা ধর্ম্ম, বিচিত্র তোমার কর্ম্ম,
কেমনে তাহার মর্ম্ম, করিব গ্রহণ ?॥
এই মাত্র জানি আমি, তুমি সর্ব্ব অন্তর্যামি,
তুমি নিত্য সর্ব্বস্বামি সত্য সনাতন।
কৃপাকর নাম হর, কৃপাকর কৃপা কর,
দীন হীনে বর কর, দয়া বিতরণ॥
হোয়ে নাথ [illegible], চিদাকাশে প্রভা কর,
[illegible] কর বিমোচন।
নিজ-জ [illegible] মনের মালিন্য হর,
পা[illegible] কর, পতিতপাবন॥
[illegible] সুপ্রণয়ে বান্ধ হৃদ,
[illegible] করিয়া যতন।
[illegible] করি দান, পরিহরি অভিমান,
তোমাতেই মন প্রাণ, করি সমাপন॥
মুদিয়া যুগল আঁখি, যখন ঘুমায়ে থাকি,
তখন তোমায় [illegible] করি দরশন।
ভ্রমপাশ হর হর, [illegible]
[illegible]॥
জয় জয় জয় [illegible]।
জয় [illegible]॥
নির্ব্বিকার [illegible] রঞ্জন।
[illegible]॥

প্রস্তাবনা।

শুন সভা সদয়! [illegible] সমুদয়॥
[illegible]
নবরস কাব্য সুধাময়। [illegible] মহামোহ [illegible]॥
বিবেকের জয়।
যেরূপে হইল, জ্ঞানচন্দ্রের উদয়॥

নান্দী পাঠ পূর্ব্বক সূত্রধারের আলাপ-বচন।

পদ্য।

কীর্ত্তিবর্ম্ম নামে রাজা, সদা কীর্ত্তিমান।
দেবলোকে দীপ্যমান, যার যশ গান॥
সর্ব্বগুণে গুণময়, তেমন কি হয়?।
দারিদ্র্যদলন-দক্ষ, দীনদয়াময়॥
তাঁর সেনাপতি দ্বিজ, শ্রীমান্ গোপাল।
সমরে অমরজয়ী, বিক্রম বিশাল॥
ভয়ে কাঁপে কলেবর, স্থির নাহি রয়।
যম সম হেরে যাঁরে, শত্রু সমুদয়॥
স্বজন সেরূপ হয়, সুখি নিরন্তর।
চাঁদ হেরে, সুখি যথা, চকোর নিকর॥
মহাবেগে হস্তী, অতি বেগে, নাহি অনুরূপ।
যাঁর পদে প্রণত, নিরত যত ভূপ॥
বিপক্ষ লস্কর বক্ষ, করি বিদারণ।
নরসিংহ সম পায়, বিখ্যাত যেজন॥
বিপক্ষ সলিলে মগ্না, বসুন্ধরা, ছিল।
বরাহমূর্ত্তির ন্যায়, যেজন তুলিল॥
হবি-স্থানে অরি-কুল, করী সম রঙ্গে।
প্রতাপের অনলেতে, নিরন্তর দহে॥
বীর ধীর সাধু সে, গোপাল সেনাপতি।
নৃত্য গীতে আমাদের দিলেন অনুমতি॥

সেনাপতি গোপাল।

প্রথমেতে কিছুদিন, হই নাই পরাধীন,
হরষিত ছিল তায় মন।
না মোজে বিষয় দুখে, কেবল কোরেছি সুখে
ব্রহ্মানন্দ রস-আস্বাদন॥
কীর্ত্তিবর্ম্ম নরপতি, করিলেন অনুমতি,
শত্রু-কুল সংহার কারণ।

তৎপ্রসঙ্গ সমাধা করিতে পারি। আমি সুশ্রাব্য সুভাব্য অতি নব্য বঙ্গভাষা-ভূষিত গদ্য পদ্য-পরিপূরিত "বোধেন্দু বিকাস" নাটক অভ্যাস করিয়াছি, আজ্ঞা করিলেই এখনি প্রকাশ করি, যিনি অভিনিবেশ পূর্ব্বক সেই নাট্য শ্রবণ করিবেন, তিনি সানন্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন, তাহাতে সংশয় মাত্রই নাই

নেপথ্যে গোপাল।

ওহে সূত্রধার! তবে, ভাল, তুমি কবে তাহা অভ্যাস করিয়াছ? আমি শুনিয়াছি তাহার মত সাধু-সন্দর্ভ প্রায় আর নাই, না হবে কেন? তুমি আমারদের মহারাজের নটরাজ, তুমি সকল রসের রসিক নট। হে অধিকারি! তোমার কল্যাণ্ হোক্, কল্যাণ্ হোক্। এইক্ষণে সেই শান্তি-সুধা-বৃষ্টি করিয়া শ্রীমন্মহারাজের শুচিত্ত-চকোরকে তৃপ্ত কর, তৃপ্ত কর। সকলের ক্ষুধা হর, ক্ষুধা হর। আপনার বস্ত্র পর, বস্ত্র পর। এই লও প্রসাদ ধর, প্রসাদ ধর। শীঘ্র বেশ কর, বেশ কর। অদ্যই সমুদয় শেষ কর, শেষ কর।

নট।

যে আজ্ঞা মহাশয়। আশীর্ব্বাদ করিয়া প্রসন্ন-চিত্তে শ্রবণ করুন। এখনি আরম্ভ করি। কিন্তু গীতবিদ্যা, এ বড় কঠিন ব্যাপার, এক জনের কর্ম্ম নহে, কি জানি যদি লয় না হয়, তবে কাহারো মন মগ্ন করিতে পারিবনা, সকল আমোদ ভঙ্গ হইবে। যাই গৃহে গিয়ে গৃহিণীকে ডেকে আনি, স্ত্রী পুরুষে একত্র হোয়ে নাটক আরম্ভ করি।

নেপথ্যাভিমুখে দৃষ্টি পূর্ব্বক।

হে প্রিয়তমে নটি! চিকন শাটি পোরে পারিপাটী সজ্জায় এখানে এসো।

নটীর প্রবেশ।

গীত।

রাগিণী লুম্‌ঝিঁঝিট। তাল একতালা।

অসময়ে কেন এলে আমারে,
ভাবে এসময় হে? ।
অবলা সরলা বালা, কত জ্বালা সয় হে? ।
প্রাণে কত জ্বালা সয় হে? ॥
তুমি নট [illegible] নট, অঘট-ঘটনা-ঘট,
মুখে সত্ত কথা রট, কাজে, কি, তা হয়েছে? ।
সখা, কাজে, কি, তা হয় হে? ॥ ১
সময়ে সকলি সাজে, অসময়ে লাঠি বাজে,
কাল-ভেদে কাজে কাজে, সুধা বিষময় হে।
সখা, সুধা বিষময় হে ॥ ২

স্বভাব সরল অতি, তুমি নও শঠ হে।
সরলতা-তীর্থক্ষেত্রে বাঁধিয়াছ মঠ হে ॥
বটি আমি, নটী তব, তুমি প্রাণ নট হে।
শান্তিরূপ কাটি-তৃণ, কেন কর নষ্ট হে? ॥

গীত।

রাগিণী [illegible]। তাল আড়খেমটা।

কেমনে, বল প্রাণেশ, পশিবে হৃদয়ে সঞ্চার [illegible]
মোহমেঘে ঢেকে গেছে, অখিল সংসার হে।
এই অখিল সংসার হে।

পাইয়ে অনিত্য দেহ, নিত্য-ভ্রমে করে স্নেহ,
[illegible] আপন দেহ, না করে বিচার হে।
কেহ না করে বিচার হে।

মনেতে পূর্ণিমা কত, মন করে মনোমত,
অনিত্য দেখি সত, মায়ারি বিস্তার হে।
মহামায়ারি বিকার হে ॥

অধিকারী।

হে প্রিয়তমে! হে প্রাণাধিকে! হে প্রণয়িনি! এই গোপাল সামান্য পুরুষ নহেন; অতি ধার্ম্মিক-পুণ্যাত্মা, ইনি যদিও মহাবীর-পুরুষ, তথাচ শান্তিরসের রসিক হইবেন বিচিত্র কি? মহাপ্রলয় কালে যে মহাসমুদ্র অতি উচ্চ পর্ব্বত পর্ব্বত চূড়া লঙ্ঘন পূর্ব্বক আকাশ পর্য্যন্ত প্রখর তরঙ্গ-রঙ্গ বিস্তার করত আপনার অনির্ব্বচনীয় অদ্ভুত লহরীমালা প্রচার করিয়াছিলেন, অধুনা সেই মহাসিন্ধু জলনিধি কি আশ্চর্য্যরূপে ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়াছেন! আর তিনি স্বীয় সীমার অতিক্রম পুরঃসর প্রলয় উৎপাদন করেন না। হে হৃদয়রঞ্জিনি প্রসন্নবদনি! আর দেখ, ভগবান্ নারায়ণ ভূভার-মোচনার্থ অংশরূপে অবতার হইয়া কতবার কতপ্রকার ভীষণতর ব্যাপার ব্যূহ বিস্তার করত পরিশেষে পুনর্ব্বার স্বয়ং শান্তিরসে নিমগ্ন হইয়াছেন। হে নীল নীরজ নয়নি! আর দেখ, পরশুরাম যিনি পূর্ব্বে অতিশয় নির্দ্দয় নিষ্ঠুর এবং নির্ব্বিবেকী হইয়া স্বীয় ভুজোদ্ধৃত কুঠার দ্বারা মহাবলপরাক্রান্ত ক্ষত্রিয় কুলের শিরশ্ছেদন পূর্ব্বক শোণিত-সমুদ্রের সলিল দ্বারা একবিংশতি বার পিতৃলোকের তর্পণ করিয়াছিলেন; বালক বৃদ্ধ কিছুই বিবেচনা করেন নাই, অতি দুরাত্মার ন্যায় নির্দ্দয়তা পূর্ব্বক সকলকেই সংহার করিয়াছেন। সেই পরশুরাম অবনীর ভারাবতারণ করণানন্তর এককালেই ক্রোধশূন্য হইয়া পুনরায় শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। হে প্রাণবল্লভে! এই মহামান্য সেনাপতি শ্রীগোপাল সংপ্রতি সর্ব্বতোভাবেই কৃত-

কার্য্য হইয়াছেন। শান্তিরসের আস্বাদনে তৃপ্ত হইয়া দেহের এবং সময়ের সার্থকতা করিবেন। ইনি অতি তেজস্বী, গগনে উদয় করিয়া সেই প্রকারে নীহারবর্ণ দেবের উদয় করিলেন, যে প্রকারে বিবেক মহাশয় সংগ্রামে মহামোহকে জয় করিয়া প্রবোধসুধাকরের উদয় করিয়াছেন।

গীত।

রাগিণী দেশ। তাল [illegible]।

অজ্ঞান-তিমির দল, কোথা রবে আর।
সুধাংশু সরল কলা, স্বভাবে সঞ্চার॥
মুদিত বিপক্ষ ভয়, রিপু-চয় পরাজয়,
আলোকে পুলকময় অখিল সংসার॥
গগনে করিলে ঘন, শশি-শোভা আচ্ছাদন,
নাশে যথা সমীরণ, সেই অন্ধকার॥
যেখানে শশি নিরন্তর, স্থিরতর শোভাকর,
মনোহর নবধর, সুধার আধার॥
সেরূপ করিয়া ক্রম, বিবেক পবন সম,
মহামোহ মেঘতম, করিল সংহার।
পরিপূর্ণ জ্ঞানজ্যোতি, প্রকট প্রদীপ্ত অতি,
প্রবোধ-পীযূষপতি, প্রভাবে প্রচার॥

—❖—

[বিবেক কর্ত্তৃক মহামোহের পরাজয়, এই শব্দ শ্রুতি-বিবরে প্রবেশ মাত্রেই নেপথ্য(১) হইতে কামদেব কোপভরে কহিতেছেন।]

অরে ও-পাপাত্মা নরাধম নটাধম! তুই কে রে! তুই কে রে! রে মূঢ় ও অজ্ঞান! তুই কোথা শুনেছিস্ কি সাহসে বলিতেছিস্? দূর-দূর, দূর দুরাচার। আমারদিগের বিশ্ব-বিজয়ী কুলস্বামি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অজেয় মহামোহ অতি দুর্ব্বল অসমর্থ সহায়-শূন্য সাহস-শূন্য দীন হীন ক্ষীণ উৎসাহ-বিহীন মলিন বিবেক তাঁহাকে পরাজয় করিবে? তুই যে উন্মত্ত-প্রলাপের ন্যায় কথা কহিতেছিস্।— তুই কে রে! তুই কে রে?

নট।

প্রিয়ে শুনিলে তো, ইনি ভুবন মোহকারী শ্রীমান্ কামদেব। ত্রিভুবন মত্ত করিয়া, এই তত্ত্বহীন কন্দর্প দর্প প্রকাশ করিতে আসিতেছেন। এই দেখ সুরা-পানে উন্মত্তচিত্ত, তরুণ অরুণের ন্যায় নয়ন-যুগল আরক্ত হইয়াছে। ইহাঁর বামভাগে যিনি, ইনি সর্ব্বমোহিনী অতি রূপবতী পতিপ্রাণা রতি সতী। মদনের নিকট সদর্পে, প্রকট-রদনে, প্রকোপ প্রকাশে বোধ হয়, ইনি আমার প্রতি অত্যন্তই কুপিত হইয়াছেন। অতএব আমরা এস্থান হইতে এখনই প্রস্থান

(১) নৈপথ্য—যে স্থানে নটেরা বেশ বিন্যাস করে সেই স্থান।

প্রকৃতি প্রধানা সতী, শুন রতি রসবতি,
সবিশেষ বলি সমাচার ॥
আত্মার আরোপ সংঘটন।
আসঙ্গের ভাল প্রকরণ ॥
সেই মায়া-বিশ্বময়ী, মন নামে বিশ্বজয়ী,
করিলেন সন্তান সৃজন ॥
সে মনের মহিমা অপার।
সৃষ্টিকর্ত্তা এই অখিল সংসার ॥
নিবৃত্তি, প্রবৃত্তি নামা, দুই নারী গুণধামা,
করিলেন দুই পরিবার ॥
প্রবৃত্তির আমরা সন্তান।
মহামোহ সবার প্রধান ॥
বিবেকাদি ভ্রাতা-চয়, নিবৃত্তির পুত্র হয়,
কভু তারা নহে বলবান ॥

রতি

সুরাটিকাচ্ছন্দ।

যদি একের সন্তান, যদি একের সন্তান?।
এক বংশে, এক অংশে, সবাই প্রধান ॥
তবে, সবাই প্রধান। ১

তবে রাগে কোরে ভর, তবে রাগে কোরে ভর।
ভেয়ে ভেয়ে দ্বন্দ্ব কোরে, কেন ভাঙো ঘর? ॥
ছিছি, কেন ভাঙো ঘর? ॥ ২

এ যে, দুখের ব্যাপার, এ যে, দুখের ব্যাপার।
ঘরে ঘরে, দ্বেষাদ্বেষে, ভাল হয় কার ॥
কবে, ভাল হয় কার?। ৩

তবে ঐক্য কোরে রও, তবে ঐক্য হোয়ে রও।
এপ্রকারে, পরস্পরে, নষ্ট কেন হও? ॥
ছিছি, নষ্ট কেন হও? ॥ ৪

পঞ্চশর।

ত্রিপদী।

ভ্রাতা আর জ্ঞাতিগণ, লইতে পৈতৃক
সবে করে সমান যতন।
যেখানে বিষয় আছে, বিবাদ তাহার ক
আগে যেন করেছে গমন ॥
এক বস্তু অভিলাষে, সর্ব্ব-শেষে সর্ব্বন
সমুদায় ছারেখারে যায়।
কুরু, পাণ্ডু দুই কুল, একেবারে হত
কত রাজা নষ্ট হোলো তায় ॥
সুন্দ, উপসুন্দ বীর, সুরূপসী রম
রতি-রস ভোগের কারণ।
দুই ভেয়ে অস্ত্র ধরি, পরস্পর যুদ্ধ ক
উভয়েই ত্যেজিল জীবন ॥
প্রাণ-প্রিয়ে প্রণয়িনি, শুন শুন বিনোদি
বিষয় বিবাদ ছাড়, নয়।
আমাদের মাতা সুয়ো, বিমাতা বাপের।
দুয়োপুত্র, প্রিয় কোথা হয়? ॥
মায়ের আদর যথা, বাপের আদর ত
এই কথা সকলেই কয়।
জনকের প্রিয় হই, নিয়ত নিকটে র
কাজে কাজে স্নেহ অতিশয় ॥
পিতার অর্জ্জিত ধন, এই দেখ ত্রিভুব
আমাদেরি অধিকার সব।
বিবেকাদি পাপ-সূত্র, জনকের ত্যাজ্য-পুত্র
সম্পদের কি আছে সম্ভব? ॥
দ্বেষপাশে হোয়ে বদ্ধ, করিতেছে অভিসন্ধি
সকলেই হয়েছে গোপন।
কোনরূপ মন্ত্র ধরি, আমাদের নাশ করি
বধিবেক পিতার জীবন ॥

রতি।

পদ্য।

আহা একি নিদারুণ, ওহে প্রাণনাথ।
শুনিয়া তোমার কথা, কাণে দিই হাত ॥
কি হয়, কি হয়, নাথ, মনে এই ভয়।
পাপিদের আচরণে, গায়ে এলো জ্বর ॥
উহু উহু, মরি মরি, কাঁপিছে হৃদয়।
হায় হায় হায়! তারা, এমন্ নিদয় ॥
এমন নিষ্ঠুর আর, নাহি ত্রিভুবনে।
পিতৃ-হত্যা মাতৃ-হত্যা, করিবে কেমনে? ॥
যেমন করেছে আশা, ফল তার পাবে।
ভুগিবে পাপের ভোগ, অধঃপাতে যাবে ॥
জীয়ন্তে নরক-ভোগ, হবে সর্ব্বনাশ।
মুখে দিবে কুড়িমুষ্ঠি, বুকে যাবে বাঁশ ॥
বিপক্ষের আশা যদি, এরূপ প্রকার।
বল বল বল বঁধু, উপায় কি তার? ॥

মুখামুখী হইয়া উভয়ের কথোপকথন।

(প্রথম চরণে কামের উক্তি)
(দ্বিতীয় চরণে রতির উক্তি)

পদ্য।

ইহার নিগূঢ় প্রাণ, বীজ এক আছে।
গোপন করিছ কেন, অধীনীর কাছে? ॥
নারীজাতি স্বভাবত, ভয়শীলা হয়।
আমিতো তেমন্ নই, কেন কর ভয়? ॥
প্রকাশ হইলে বীজ, মন্দ পাছে ঘটে।
আমি তবে অবিশ্বাসী, বটে প্রাণ বটে? ॥
তা নয়, তা নয় ধনি, তা নয়, তা নয়।
তাই বটে, তাই বটে, জেনেছি নিশ্চয় ॥

[কা] দিব্বি-কোরে বলি তবে, গায়ে দিয়ে হাত।
[র] আহা মরি, কত রঙ্গ, জান প্রাণনাথ ॥
[কা] সেতো প্রাণ বলিবার, সময় এ নয়।
[র] জানিলাম প্রাণ তুমি, বড়ই নিদয় ॥
[কা] কেন কর প্রাণপ্রিয়ে, এত অভিমান?।
[র] জানা গেল তুমি যত, ভালবাসো প্রাণ ॥
[কা] এতই ব্যাকুল কেন, শুনিতে বচন?।
[র] করিছে আমার প্রাণ, কেমন্ কেমন্ ॥
[কা] এই কথা নিয়ে যেন, নাহি হয় গোল।
[র] আমি বুঝি দেশে দেশে মেরেথাকি ঢোল? ॥
[কা] নারীলোক পেটে কথা, রাখিতে না পারে
[র] যে যার তেমন্ মেয়ে, মনে কর তারে ॥
[কা] রমণীকে বলা নয়, নীতিশাস্ত্রে কয়।
[র] তবে বুঝি, তুমি তুমি, তুমি আমি, নয়? ॥
[কা] তুমি আমি, আমি তুমি, তাহে কি সংশয়
[র] মুখে বল, তুমি আমি, কাজে তাহা নয় ॥
[কা] সেরূপ কখনো নয়, আমার প্রকৃতি।
[র] তবে কেন ভেদ কর, পুরুষ প্রকৃতি? ॥
[কা] কিছুমাত্র ভেদ নাই, আমার অন্তরে।
[র] তবে কেন ভেদ-কথা, রাখিছ অন্তরে? ॥
[কা] বলি বলি, করে প্রাণ, নাহি ফোটে মুখ।
[র] বল বল, না বলিলে, ফেটে যায় বুক ॥

মীনকেতু।

পয়ার।

এই মাত্র কলেবর, আছে স্বরূপসি।
আমাদের কুলে এক, জন্মিবে রাক্ষসী ॥
"বিদ্যা(১)" নামে, সে পিচাশী, কুলসংহারিণী
জন্মমাত্রে হবে বড়, প্রমাদকারিণী ॥

---

(১) বিদ্যা—সংসার বিমোচনকারিণী অথবা কারাকারিত চিত্তবৃত্তি।

ফলে কিছু ভয় নাই, বিপদ হবেনা।
ডাকিনীর জন্ম কভু হবেনা হবেনা॥
কেমনে বিপক্ষগণ, হইবে প্রবল?।
হতভাগাদের সেটা, দুরাশা কেবল॥"

রতি।

মোহিনীচ্ছন্দ।

হা-ধিক্, হা-ধিক্, ধিক্, ধিক্ থাক তারে হে।
ধিক্ ধিক্ ধিক্, সে, বিবেক, দুরাচারে হে॥
সে রাক্ষসী, জন্ম লবে, কিরূপ প্রকারে হে?।
মেয়ে হোয়ে, কেমনেতে, সকল সংহারে হে?
ওমা, ওমা, কোথা যাব, কব আর কারে হে?
এমন নিদয় কর্ম্ম, করিতে কি পারে হে?॥
আঁঙুল মটকিয়া আমি, শাঁপ দিই তারে হে।
গর্ভপাত হোয়ে সেটা, যাক্ ছারেখারে হে॥
যম এসে, ঘাড়-ভেঙে, থাক্ তার মারে হে।
প্রসব করিতে যেন, কখনো না পারে হে॥

উন্মাদিনীচ্ছন্দ।

বুক্ ফেটে, রক্ত উঠে, মরুক্, মরুক্, মরুক।
মুখে, রক্ত উঠে মরুক্॥
এখনিই, ওলাউঠা, ধরুক্, ধরুক্, ধরুক্।
এসে, ওলাউঠা ধরুক্॥
মাগিদের, হাতে থেকে, খাড়ু সরুক্, সরুক্।
শাঁকা, খাড়ু, সরুক্, সরুক্॥
আলোচাল্, খেয়ে তারা, ঠেঁটি পরুক্, পরুক্।
তারা, ঠেঁটি পরুক্, পরুক্॥
চিরকাল, খেষজ্বরে, জ্বরুক্, জ্বরুক্, জ্বরুক্।
জ্বরে, জ্বরুক্, জ্বরুক্, জ্বরুক্॥
হাড়ে মাটি, বাড়ে দুব্বো, ভিটে ঘুঘু চরুক্।
ভিটে, ঘুঘু চরুক্ চরুক্॥

কাম।

পয়ার।

প্রজাপতি বলেছেন, এরূপ বচন।
অনর্থের মূল সেই, বিবেক রাজন॥
উপনিষদের(১) সহ, করিবে বিহার।
জন্মিবে তাহার গর্ভে, কুমারী, কুমার॥
কুলের নাশক তারা, শুনহ প্রেয়সি।
ভাই, বুন, দুটো হবে, রাক্ষস, রাক্ষসী॥
প্রবোধ নামেতে ছেলে, বিদ্যা নামে মে[য়ে]
ফেলিবে দুজন তারা, দুই কুল খেয়ে॥
প্রবৃত্তির, নিবৃত্তির, না রাখিবে প্রাণ।
ভক্ষণ করিবে খোবে, দুয়েব সন্তান॥
পিশাচ, পিশাচী, দুটো সকলি খাইবে।
আপনার পিতৃকুলে, কারে না রাখিবে॥
না রহিবে, পিও দিতে, বংশে কোন জন।
আমাদেব শোকে শেষ, মরিবেন মন॥

রতি।

গীত।

রাগিণী সুহিনী। তাল কাওয়ালি

মরি মরি, ওহে বঁধু, রাখো রাখো প্রাণ,
অভেদে আপন দেহে, দেহ দেহ স্থান হে,
কলেবর জরজর, ভয়ে কাঁপে থর থর।
ওহে স্মর, ধর ধর, কর কর ত্রাণ হে।
বিষাদে মনের দুখে, অনল জ্বলিছে বু[কে]
কথা নাহি স্বরে মুখে, গেল গেল প্রাণ [হে]।

(আলিঙ্গন দানে অমনি মূর্চ্ছা)

(১) ব্রহ্মজ্ঞানের কারণ বেদভাগ।

ছিস্। হাঁরে—কদাচারি অবিচারি অনর্থকারি ঘোর-বিকারি! আমরা পাপকারি? পাপাচারি? ও দুরাত্মা হিত কথা শোন, পূর্ব্বতন সনাতন শাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিতদিগের এই উক্তি। "গুরু যদি কার্য্যাকার্য্য ন্যায্যান্যায্য বিবেচনাবিহীন হন, তবে তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিবে" আমারদিগের পিতা "মন" অতি মত্ত, তত্ত্বজ্ঞান-শূন্য, অহঙ্কারের অধীন হইয়া জগতের পতি আত্মাকে বদ্ধ করিয়াছেন, তোদের জ্যেষ্ঠ দুরাত্মা মহামোহ সেই বন্ধনকে পুনঃ পুনঃ দৃঢ় করিতেছে, আমরা তাহা ছেদন করিয়া তোদের সর্ব্ব গর্ব্ব খর্ব্ব করিব।

কামদেব।

চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া।

হে কান্তে!

পয়ার।

চেয়ে দেখ, চাঁদমুখি, বিনোদিনি রতি।
আমাদের দাদা ওই, বিবেক ভূপতি॥
বামভাগে দেখ ওই, মলিনা যুবতী।
দাদার গৃহিণী উনি, বড়বউ মতি॥
উভয়ের এক দশা, অতিশয় ক্ষীণ।
যেন অতি দীন হীন, এমনি মলিন॥
তুষারে তুষারকর, কান্ত যে প্রকার।
নিজকান্তা কান্তি সহ, করেন বিহার॥
সেইরূপ শোভাহীন, বিপক্ষ দম্পতি।
ধন, মান,হারা হোয়ে, ফিরেছে সম্প্রতি॥
এ প্রকার কদাকার, চেনা ভাব দেখে।
ভুগিছে পাপের ভোগ, শিখিলনা ঠেকে॥
সব কর্ম্ম দেখে শেখে, বুদ্ধিমান যেই।
ঠেকে শেকে সেই জন, বুদ্ধি যার নেই॥
ঠেকে, দেখে কিছুতেই, নাহি শেখে যেই।
নিতান্ত জানিবে ধনি, হতভাগা সেই॥
যাহোক্ত হোক্ প্রিয়ে, কহিলাম সার।
এখানেতে থাকা নয়, থাকা নয় আর॥
মোহিত হয়েছে মন, মহামোহ মোহে।
চুই অঙ্গে এক হোয়ে, যাই চল দোঁহে॥

(তদনন্তর কাম এবং রতি রঙ্গভূমি হইতে প্রস্থান করিলেন।)

বিবেক এবং মতির রঙ্গভূমি আগমন।

বিবেক (১)।

পরমেশ্বরের প্রতি গীত।

কি হবে,কি হবে,ভবে, কি হবে আমার হে।
কত দিনে পাব আমি, প্রবোধ-কুমার হে? ॥

ধূয়া

এসে এই মায়াপুরে, অন্ধকারে মরি ঘুরে,
এখনো গেলনা দূরে, ত্রিতাপ-আঁধার হে।
বৃথা-সুখ পরিহরি, গদগদ-ভাব ধরি,
রসনায় হরি হরি, কবে কবে আর হে?॥

(১) বিবেক—জগৎ মিথ্যা, ব্রহ্মই সত্য এইরূপ বিবেচনা।

দেহ, পতন নাহি হবে, রতন সম রবে,
মনে বুঝি, জেনেছ নিতান্ত॥
এই, প্রবল রিপু-দল, সবল হোয়ে দল,
বল করি, নিজে হও শান্ত।
মিছে, আলস্য পরিহর, পবিত্র-ভাব ধর,
ভাবভরে, ভাব ভবকান্ত॥

মতি(১)।

পরমেশ্বরের প্রতি।

গীত।

রাগিণী খাম্বাজ। তাল আড়া।

সহ নাহি আর, ভবে কেহ নাহি আর।
মা পিতা তুমি বিভু তুমি সর্ব্ব সার॥
কোথা হে করুণাকর, কাতরে করুণা কর,
কৃপাময় নাম ধর, করুণা-অপার।
দুখানলে সদা জ্বলি, কার বলে হব বলী,
তোমা বিনা কারে বলি, কে আছে আমার॥১
ভবক্ষুধা করে কৃশ, কর হে পরম-ঈশ,
মোহ-বাসনা-বিষ, বারিনিধি পার।
হরহর তাপ হর, জগতের পাপ হর,
তবে বুঝি মহেশ্বর, মহিমা অপার॥২
কেমনেতে স্থির থাকি, মনেরে বুঝায়ে রাখি,
যে দিগে ফিরাই আঁখি, দেখি অন্ধকার।
হৃদয়-আকাশে আসি, রবি ছবি ভাস ভাসি,
অজ্ঞান-তিমির রাশি, করহ সংহার॥৩

(১) মতি—শুদ্ধ সত্বগুণযুক্তা বুদ্ধি। যাহার এরূপ বুদ্ধি তাহার মনে বিবেকের উদয় সহজেই হয়। একারণ বিবেক ও মতি পরস্পর স্ত্রী-পুরুষ-ভাব, সুতরাং একের অভাবে একের অবস্থান হইতে পারেনা। বিবেক থাকিলেই মতি থাকিবে, মতি থাকিলেই বিবেক থাকিবে।

এই দেখি এই সব, পরে এই সব শব,
বুঝিতে না পারি তব, এ ভব ব্যাপার।
ভ্রম যেন নাহি হয়, মোহ যেন নাহি রয়,
দূর কর সমুদয়, মায়ার-বিকার॥৪
নিজ দেহ দেখে স্থূল, মনের হইল ভুল,
নাহি ভাবে সর্ব্বমূল, তুমি মূলাধার।
আত্মভাব রেখে দূরে, না গিয়ে সন্তোষপুরে,
কামনাকাননে ঘুরে, করে হাহাকার॥৫
প্রকাশিয়া নিজ স্নেহ, অধিকার করি দেহ,
মনেরে প্রবোধ দেহ, এসে একবার।
পেলে তব শ্রীচরণ, মোহিত হইবে মন,
আশারোগ নিবারণ, তবে হবে তার॥৬
মনেতে বিরাজ কর, মনের মালিন্য হর,
এই মন কলেবর, বিদিব তোমার।
স্বরূপ স্বভাব ধরি, দরশন দেহ হরি,
জনম সফল করি, হেরে সে আকার॥৭
তব রূপ ধ্যানে ধরি, জ্ঞানেতে তোমায় স্মরি,
আর যেন নাহি করি, আমার আমার,
অসার সংসার এই, সার ইথে কিছু নেই,
মন যেন ভাবে এই, তুমি মাত্র সার॥৮

সভ্যগণের প্রতি।

গীত।

রাগিণী বেহাগ। তাল আড়া

এই আছে, এই নাই, এইতো শরীর।
তবে কিসে এ জীবনে, জানিয়াছ স্থির?॥
দেহেতে লাবণ্য শোভা, ক্ষণমাত্র মনোলোভা
যেমন কমলদলে, ঢলঢল নীর
জলে দেখ বিম্ব যত, দেহে প্রাণ সেই মত
আকাশে প্রকাশে প্রভা, যেমন অচি

অনিত্য বিষয়াসবে, মত্ত হও কেন সবে,
সত্য-সুধা পান কর, হোয়ে অতি ধীর ॥ ৩

বিবেক।

বক্তৃতা

দুরাচার কন্দর্পের কি দর্প? সর্প রূপে ফোঁস ফাঁস পুর্ব্বক তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছে, এই সর্প কিসের মুল? বিষের মুল, মহান্ধ মহামোহ জানেনা, যে, আমি ঈশের মুল টানিয়া তাহার প্রেরিত কুটিল ক্রূর কন্দর্প সর্পের সকল দর্প এখনিই চূর্ণ করিব।

মালতীলতাচ্ছন্দ।

প্রিয়ে, শুন্‌লে, তো, শুন্‌লে, তো,
শুন্‌লে।

হ্যাদে বটু, পাপে পটু, কত কটু, বল্‌ছে।
কি বল্‌ছে, কি বল্‌ছে, কি বল্‌ছে ॥
অনাচারে, একেবারে, অহঙ্কারে, জ্বল্‌ছে।
ঐ জ্বল্‌ছে, ঐ জ্বল্‌ছে, ঐ জ্বল্‌ছে ॥
অম্বভাবে, বুঝি ভাবে, নিজভাবে, চল্‌ছে।
ঐ চল্‌ছে, ঐ চল্‌ছে, ঐ চল্‌ছে ॥
খেয়ে মদ, গদগদ, দুটি পাদ, টল্‌ছে।
ঐ টল্‌ছে, ঐ টল্‌ছে, ঐ টল্‌ছে ॥
মিথ্যা-রথে, মিথ্যা-পথে, মিথ্যা-মতে, চল্‌ছে।
ঐ চল্‌ছে, ঐ চল্‌ছে, ঐ চল্‌ছে ॥
মহ-ধন্দে, দেহ-বন্ধে, চিদানন্দে, ছল্‌ছে।
ঐ ছল্‌ছে, ঐ ছল্‌ছে, ঐ ছল্‌ছে ॥
মায়া-বশে, এনে দশে, মায়ারসে, গল্‌ছে।
ঐ গল্‌ছে, ঐ গল্‌ছে, ঐ গল্‌ছে ॥
জানেনা, যে, সত্যতরু, গোপনেতে, ফল্‌ছে।
ঐ ফল্‌ছে, ঐ ফল্‌ছে, ঐ ফল্‌ছে ॥

প্রিয়ে, দেখ্‌লে, তো, দেখ্‌লে, তো,
দেখ্‌লে।

হ্যাদে বটু(১), পাপে পটু, কত কটু, বল্‌ছে।
কি বল্‌ছে, কি বল্‌ছে, কি বল্‌ছে ॥

প্রিয়ে, শুন্‌লে, তো, শুন্‌লে, তো,
শুন্‌লে।

মতি।

হে নাথ! কন্দর্পের দর্প। ও কিসের দর্প? ও কীশের দর্প, ছি ছি, ও কথায় কর্ণপাত করা উচিত হয় না।

বক্তৃতা।

চপলামালাচ্ছন্দ।

এখানে পাপি বটু, কথা কটু, বলেতো,
বলুক্, বলুক্, বলুক্, যত, বল্‌তে পারে।
বল্‌তে পারে।
যাবেছে, ছারেখারে, অহঙ্কারে, জ্বলেতো,
জ্বলুক্, জ্বলুক্, জ্বলুক্, যত, জ্বল্‌তে পারে।
জ্বল্‌তে পারে ॥
স্বভাবে, তত্ত্ব-ভুলে, মত্ত হোয়ে, চলেতো,
চলুক্, চলুক্, চলুক্, যত, চল্‌তে পারে।
চল্‌তে পারে

(১) বটু।—বিপ্রনন্দন। ব্রহ্মচারী এবং বালক, এই স্থলে বালক শব্দ হইবে।

ম] বল নাথ, এ জগতে, মূর্খ বলি কারে।
বি] নিজ-কার্য্য নষ্ট করে, মূর্খ বলি তারে॥
ম] বল নাথ, এ জগতে, খল বলি কারে?।
বি] পরের যে মন্দ করে, খল বলি তারে॥
ম] বল নাথ, এ জগতে, সাধু বলি কারে
বি] পরের যে ভাল করে, সাধু বলি তারে॥
ম] বল নাথ, এ জগতে, বীর বলি কারে?।
বি] জিতেন্দ্রিয় যেই জন, বীর বলি তারে।
ম] বল নাথ, এ জগতে, বদ্ধ বলি কারে?
বি আশার অধীন যেই, বদ্ধ বলি তারে॥
ম] বল নাথ, এ জগতে, মুক্ত বলি কারে?
বি] মায়ায় যে, মুগ্ধ নয়, মুক্ত বলি তারে॥
ম] বল নাথ, এ জগতে, সার বলি কারে?
বি] ঈশ্বরের ভক্ত যেই, সার বলি তারে॥

বিবেক।

ললিত চৌপদীছন্দ।

জাননা কি হবে শেষ, হিত বাক্যে কর দ্বেষ,
নাহি লহ উপদেশ, একি ঘোর দায়রে।
কার ভাবে ভাব বঞ্চ, পঞ্চাধীন হোলে পঞ্চ,
তখন এ সব তঞ্চ, রহিবে কোথায় রে॥
প্রপঞ্চ ভূতের রাজ্য, কর তায় যত কার্য্য,
কিছু তার নহে ধার্য্য, সকলি বৃথায় রে।
তুমি ক্ষীণ, বোধহীন, স্বভাবেতে সদা দীন,
বিফলে সুখের দিন, যায় যায় যায় রে॥
না করিলে নিজ কর্ম্ম, সম বোধ ধর্ম্মাধর্ম্ম,
না বুঝিলে সার মর্ম্ম, হায় হায় হায় রে।
কে আমার, আমি কার, আমার কে আছে আর,
যত দেখ আপনার, ভ্রম মাত্র তায় রে।
আত্মার আত্মীয় কই, আত্মার আত্মীয় কই,
আত্মার আত্মীয় নই, আত্ম কই কায় রে।
ইন্দ্রিয় যাহার বশ, ছোটে যশ দিগ্‌দশ,
পরম পীযূষ রস, সুখে সেই খায় রে॥
নিজ নাভি পদ্ম গন্ধে, মৃগকুল ঘোর দ্বন্দ্বে,
যেমন মনের ধন্দে, নানা দিগে ধায় রে।
সেইরূপ অনুদ্দেশ, করে রত্ন তাহে দ্বেষ,
ভ্রমিতেছ দেশ দেশ, অবোধের প্রায় রে॥
কেমন তোমার ভ্রম, মিছামিছি কেন শ্রম,
করিছ যে পরিক্রম, ফল নাহি তায় রে।
আর কেন কর হেলা, ভাঙিল দেহের খেলা,
অতএব এই বেলা, ভাবহ উপায় রে॥
সংসার বিস্তার হাট, দেখিতে সুন্দর ঠাট,
নাটুয়ার ঘোর নাট, সদাই নাচায় রে।
ঠাট নাট বুঝে যারা, নেচে নাহি হয় সারা,
পুতুল নাচায় তারা, পুতুল না চায় রে॥
এ ব্রহ্মাণ্ড যার ভাণ্ড, কে বুঝে তাহার কাণ্ড,
হাটেতে ভাঙ্গিয়া ভাণ্ড, কি খেলা খেলায় রে।
ক বথা কামনা কল্প, ফাঁদিলে লোভের গল্প,
সেই গল্প নহে অল্প, নাহি তার সায় রে॥
বার বার ফিরে আসা, আসায় বাড়ায় আশা,
বাঁধিলে ভোগের বাসা, কর্ম্মভোগ তায় রে।
বিষয় ভেবে মকরন্দ, বিষয়ে করিছ দ্বন্দ্ব,
দীপধারী নিজে অন্ধ, দেখিতে না পায় রে।
না জানিয়া আপনারে, আপন ভাবিছ কারে,
জাননা যে এসংসারে, শত্রু পায় পায় রে
অতি খল, অবিমল, মহাবল, রিপুদল,
দেবে শেষ রসাতল, ছল যদি পায় রে।
কার বলে তুমি চল, কার বলে তুমি বল,
বিশ্বাস কি আছে বল, মেঘের ছায়ায় রে।
না রহিলে নিজ পদে, ঢুলিলে অজ্ঞান মদে,
ডুলিলে পাপের হ্রদে, ভুলিলে মায়ায় রে।
আমি যাহা ভাল কই, তুমি তাহা কর কই,
মিছা মিছি হই হই, শোন লাগে গায় রে॥

গায়ের জ্বালায় জ্বলি, ডাক্ ছেড়ে তাই বলি,
ছাই ভেরে দলাদলি, তোমায় আমায় রে ॥
আমি বলি ঘরে, চল, বনে, যাই তুমি বল,
শিখালে এমন ছল, বল কে তোমায় রে ?।
আমার বচন লও, আমার নিকটে রও,
নিরুপায় কেন হও, থাকিতে উপায় রে ॥
যত্ন করি প্রাণ পণে, সুখ ফল অন্বেষণে,
বিষয় বাসনা বনে, ভ্রমিচ বৃথায় রে।
ভয়ানক এই বন, সঙ্গে নাই লোক জন,
ফিরে যাই ওরে মন, আয় আয় আয় রে ॥

মতি।

হে নাথ! জিজ্ঞাসা করি, আমার সন্দেহ ভঞ্জন কর, যদি সেই আত্মা স্বয়ং পরমেশ্বর, নিত্য সত্য, নির্লেপ, যাঁহার প্রভাব মাত্রেই এই অখিল-সংসার বিস্তাররূপে প্রচার হইয়া প্রকাশ পাইতেছে, তবে পাপিষ্ঠ কামাদি কি প্রকারে বদ্ধ করিয়া তাঁহাকে মহামোহ-সাগরে নিক্ষেপ করিতেছে?।

বিবেক।

ত্রিপদী

পুরুষ যদ্যপি হয়, ধীর শান্ত অতিশয়,
ন্যায়শীল নীতিজ্ঞ পণ্ডিত।
সমুদয় গুণাধার, যার সম নাহি আর,
নিজ-গুণে ভুবন বিদিত ॥
তার মন কোন ছাদে, ললনা-ছলনা-ফাঁদে,
যদি গিয়া পড়ে একবার।
বুদ্ধি তার লোপ পায়, ধৈর্য্য যায় জ্ঞান যায়,
নাহি থাকে শান্তির সঞ্চার ॥
কামিনী কুহক জাল, কপট কটাক্ষ কাল,
হয় অতি অনর্থের মূল।
ভিতরের সার যত, একেবারে করে হত,
স্থূলে মূলে কোরে দেয় ভুল ॥
আপনার মনোমত, বিড়ম্বনা করে কত,
কতরূপে প্রমাদ ঘটায়।
কখনো মধুর স্বরে, মন হরে মুগ্ধ করে,
কত ছলে, হাসায় কাঁদায় ॥
বারবধূ বঞ্চনায়, কামুকের ঘটে দায়,
যে প্রকার হয় ব্যতিক্রম।
মায়াবশে সেইরূপ, হেরিয়া অসৎ রূপ,
আত্মার হয়েছে আত্মভ্রম ॥
যেমন সহস্রকর, প্রভাকর দিনকর,
আচ্ছাদিত হন অন্ধকারে।
এই আত্মা সেই মত, প্রকাশে প্রভাব হত,
জ্যোতিহীন মায়ার বিকারে ॥
যদি তিনি অবিনাশ, প্রভাব না হয় হ্রাস,
তবু দেখ মায়ার কৌশল।
মন-রূপ রজ্জু ছাঁদে, ফেলিয়া শরীর ফাঁদে,
চিদানন্দে করেছে চঞ্চল ॥
যেমন কুসুম জবা, আপন লোহিত প্রভা,
স্ফটিকেরে করে বিতরণ।
সেরূপ আপন রসে, আনিয়া আপন বশে,
আত্মরূপ করিয়াছে মন ॥
মনের নির্ম্মিত ঘর, নবদ্বার কলেবর,
ভূতের ভবন এই বাস।
সর্ব্বসার বলি যাঁরে, রত তিনি অহঙ্কারে,
এই বাসে করিছেন বাস ॥
এক ব্রহ্ম সর্ব্বঘটে, সম্ভাবনা কিসে ঘটে,

যদি প্রিয়ে কহ এই কথা।
সেই এক সর্ব্বগত, সর্ব্বঘটে সেই মত,
জলে স্থলে সূর্য্যছায়া যথা॥
এ সব মায়ার মেলা, এ সব মায়ার খেলা[†],
ভেলা ভেলা মায়ার কৌতুক
মন-সুত-অহঙ্কার, পিতামহ আত্মা যার,
তার বশে পেতেছেন দুখ॥
হোয়ে মূল এত ভুল, কল্পনায় যেন স্থূল,
অবিদ্যা-নিদ্রায় অচেতন।
হায় হায় কব কায়, অভিভূত হোয়ে তায়,
দেখিছেন কতই স্বপন॥
এই আমি, এই দেহ, এই যে আমার গেহ,
এই এই সকলি আমার।
এই পিতা, এই মাতা, এই পুত্র, এই ভ্রাতা,
এইতো আমার পরিবার॥
এই ভূমি, এই ধন, এই সেনা, এই জন,
আমার বান্ধব এই সব।
এ সবার কর্ত্তা আমি, কুলীন কুলের স্বামী,
ধনে মানে আমার গৌরব॥
আপনি স্বভাব[‡] তিনি, স্বভাবের কর্ত্তা যিনি,
তাঁর এই স্বভাবে অভাব।
প্রকৃতিরা হেন ক্রম, প্রকৃতিরা করে ভ্রম,
প্রকৃতির প্রবল স্বভাব॥
যাঁর নাই অন্ত, আদি, জনম, মরণ আদি,
তাঁর হয় যাতনা সম্ভোগ।
দৃঢ়পাশ করি ছেদ, ঘুচাই এসব খেদ,
কিসে তার হইবে সুযোগ?॥

* ব্রহ্মানন্দরূপ।

† মায়া।

‡ স্বভাব।

মতি
মোহিনীচ্ছন্দ

মায়া-মাগী, বড় মাগী, বুঝিলাম প্রাণ হে।
কোরেছে কেমন দেখ, বিষম বন্ধান হে॥
গোপনে পিশাচী করে, এমন সন্ধান হে।
ভিতরের ভাব তার, না হয় সন্ধান হে॥
মায়ার কি মায়া[§] নাই, এমনি পাষাণ হে।
পতিরে বঞ্চনা করে, বেশ্যার সমান হে
কেমনে পাবেন আত্মা, পাশে পরিত্রাণ হে।
কে এসে করিবে তাঁরে, প্রবোধ প্রদান হে॥

বিবেক।

লজ্জায় অমনি অধোবদন।

মতি।

হে নাথ! এ কি? এ কি? এ কি? অকস্মাৎ কেন এমন হোলে, তোমার ভাব দেখে কেমন কেমন বোধ হচ্ছে। আহা! আহা! প্রসন্ন-বদন কেন বিষণ্ণ হোলো? কেন মুখখানি হেঁট কোরে রাখলে? কেন হাত দিয়া চক্ষু দুটি ঢাকলে? এত লজ্জা কেন? লজ্জা কেন? ধনি, এ কি? এ কি?

বিবেক।

বলি এমন কিছু নয়-এমন কিছু নয়, হরিবোল হরি, হরিবোল হরি। আত্মার বন্ধন মোচন! তা হোতে

§ কৃপা।

পারে হোতে পারে? এমন্ কিছু নয়, এমন্ কিছু নয় হরে রাম-হরে রাম, তা হোতে পারে, তা হোতে পারে।

আরো অধোমুখ।

মতি।

পদ্য।

আহা কেন হেঁট হোয়ে, চোখে দিলে হাত।
যেন কত অপরাধ, করিয়াছ নাথ॥
কাঁচুমাচু মুখখানি, আমা-পানে চেয়ে।
কথা যেন কহিতেছ, থতমত খেয়ে॥
আচম্বিতে কেন হেন, ভাবের সঞ্চার?
কি ভাব কি ভাব, মান, কি ভাব তোমার?॥
বিশেষ নিগূঢ় ভাব, কি আছে এমন?।
অধীনী দাসীর কাছে, করিছ গোপন?॥
এ বড় হাসির কথা, ওহে গুণরাশি।
অধরে বঞ্চনা করে, কোরে থাকে হাসি?॥
সাগরে বঞ্চনা যদি, কোরে থাকে জল।
স্বাদেরে বঞ্চনা যদি, করে সুধাফল॥
নাসারে বঞ্চনা যদি, কোরে থাকে বাস।
কোরোনা আমায় তবে, স্বভাব প্রকাশ॥

বিবেক।

তবে বলি, তবে বলি। তুমি কিছু তেমন নও, তুমি কিছু তেমন নও। তা জানি, তা জানি, তবে বলি, কিন্তু বল্‌তে বড় ভয় ভয় করে। কি জানি, যদি কপাল-দোষে হিত বল্লে বিপরীত হয় ফলে তুমি কিছু তেমন নও, প্রিয়ে বল্‌তে বড় ভয় করে, ভয় করে কিন্তু না বল্লেও নয় তবে বলি, তবে বলি, বলি সেই উপনিষদ্দেবী প্রিয়ে তুমি আমার হৃদয়ের রতন, তবু সেই উপনিষদ্দেবী উপনিষদ্দেবী।

মতি।

হে নাথ! হে শিরোভূষণ! বলি এমন কেন কর? এত লজ্জাই কেন? তোমার ভয়ের বিষয় কি আছে? তুমি আমার ভর্ত্তা, সকল বিষয়ের কর্ত্তা, সর্ব্বস্ব ধন, তোমা ভিন্ন এ অধীনীর আর কে আছে? আমি তোমার দাসীর দাসী, আমাকে যাহা মনে কর তাহাই করিতে পার। আমার দেহ প্রাণ, ধন মন, সকলি তোমার শ্রীচরণে। আর এ প্রকারে এ দুঃখিনীরে কেন ব্যাকুল কর, আমারে আর কাতর করা উচিত হয় না। তুমি নির্ভয়ে আমার নিকট মনের গুপ্ত কথা ব্যক্ত কর, কুলগুরু তোমার মঙ্গল করুন, মঙ্গল করুন। তোমার মনোরথ পূর্ণ হোক্, পূর্ণ হোক্।

বিবেক

হে প্রিয়ে! তুমি যদি সদয় হৃদয়ে প্রসন্ন হইয়া আমাকে সাহস প্রদান করিলে, তবে আমি কৃতকার্য্য

চটবট হইব, তাহাতে সংশয় মাত্রই নাই, তবে শুন। প্রফুল্লচিত্তে নিগূঢ় কথা বলি, অভিমান* এবং ঈর্ষা† প্রভৃতি দোষ সকল পরিষ্কার পূর্ব্বক যদিস্যাৎ কিঞ্চিৎ কাল ধৈর্য্যকে অন্তঃকরণের আসনে স্থান প্রদান কর, তবে এখনি চিরবিরহিণী মানিনী উপনিষদ্দেবীর সহিত আমার সঙ্গম হয়। সেই সাধ্বী এক্ষণে অসূয়াতে ব্যাঙ্গনা, অতি দুঃখিনী অনাথার ন্যায় মলিন দশায় কালযাপন করিতেছেন, তাঁহার অঙ্গ সঙ্গ মাত্রেই জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয়ের অভাব হেতু প্রবোধচন্দ্র নামক পুত্রের জন্ম লাভ হইবে, এ বিষয়ে তোমার স্বপত্নী শান্তি প্রভৃতির বিশেষ অভিমত আছে, হে প্রিয়ে পাছে তুমি অভিমান কর, মনবেদনা পাও, এই আশঙ্কায় আমি এতক্ষণ ভীত ছিলাম, লজ্জিত ছিলাম, ঐ প্রবোধচন্দ্র স্বরূপ কুমারের কল্যাণে চির-বিপক্ষ মহামোহ ও তাহার দল বল, অনুচর সহচর সকলকেই সংহার পূর্ব্বক জগতের আদিকর্ত্তা সর্ব্বব্যাপী অদ্বিতীয় পরম ব্রহ্ম পরমাত্মাকে বিষয়ানুরাগাদিরূপ দৃঢ়রজ্জু বন্ধনের যাতনা হইতে মুক্ত করিতে পারিবই পারিব।

মতি।

বলি ঐতো? বলি ঐতো? বলি ঐতো? আমি তেমন মেয়ে নইতো। বলি ঐতো? হে প্রিয়, যে নারী স্বেচ্ছাচারিণী অনর্থকারিণী উন্মাদিনী হয়, সেই নারীই ধর্ম্মকর্ম্মে উৎসাহী স্বামির অভিমত ব্রতের বিরুদ্ধাচরণ করে। সৎকার্য্য সাধন বিষয়ে কেন অমন কর, অমন কর? যদি শত্রুকুল ক্ষয় হয়, তবে উপনিষদ্দেবীকে চিরকাল রমণ কর, রমণ কর। যদি কুলপ্রভুর উদ্ধার হয়, তবে তুমি অবিচ্ছেদ তাহাতে গমন কর, গমন কর। বঁধুহে, যেরূপে হয় বিপক্ষদের দমন কর, দমন কর।

স্বামির মঙ্গলেই দাসীর মঙ্গল, স্বামির সুখেই দাসীর সুখ, তুমি যাহা করিবে আমার হৃদয় তাহাতে সন্তুষ্ট।

বিবেক।

হে প্রিয়ে, যদি অনুকূলা অনুমতি করিলে, তবে আমি উ-

* অভিমান,—প্রণয়কোপ

† ঈর্ষা—অসহন

বদ্দেবী অঙ্গীকার করণ কারণ ইন্দ্রিয়াদির বশীকরণার্থ প্রথমে শমদমাদিকে নিযুক্ত করি।

(এই রূপ কথোপকথোন করিয়া দুই জনে রঙ্গভুমি হইতে প্রস্থান করিলেন।)

প্রথম অঙ্ক।

বিবেক মহারাজের এবম্প্রকার যুদ্ধের অনুষ্ঠান এবং সূচনা শ্রবণ পূর্ব্বক মহারাজ মহামোহ দেশ, কাল, পাত্র-বিচার করত স্বপক্ষরক্ষণ এবং বিপক্ষ বিনাশন নিমিত্ত দম্ভাদিকে কার্য্যে উদ্যুক্ত করিলেন।

দম্ভ।

গীত।

রাগিণী খাম্বাজ। তাল একতালা।

আমার তুলনা কি হয়। আমি অতুল্য অক্ষয়
তমোগুণে তমোরূপী, সম সম নয়।
সর্ব্বোপরি করি গর্ব্ব, ইন্দ্র, চন্দ্র, অতি
তুচ্ছ বিধি, হরি শশী, আমি সর্ব্বময়॥
আমার সহিত তুলে, তুলনা করিলে তুলে,
লঘু হোয়ে রবি, শশী, গগনেতে রয়॥

অরে ও মূঢ় লোক সকল! তোরা সকলে আমার চরণতলে প্রণত হ। আমি ত্রৈলোক্য জয় করিয়াছি, আমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। আমার তুল্য মহাপুরুষ আর কেহই নাই, আমার পদধূলি যে ব্যক্তি ভক্তি পূর্ব্বক মস্তকে ধারণ করিবে, সেই ব্যক্তি পবিত্র হইবে।

সাক্ষাৎ জগীশ্বর মহারাজ মহামোহ এই মাত্র আমাকে আজ্ঞা করিলেন, 'হে প্রাণাধিক দম্ভ! বাপু, তোমার কুশল হোক, কুশল হোক। হিতাহিত বিবেচনা বিহীন দুর্ভাগ্য বিবেক আমার দিগের কুলনাশের নিমিত্ত অমাত্যের সহিত স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়া প্রবোধচন্দ্রের উদয়ের জন্য সমুদয় তীর্থধামে শম দম প্রভৃতিকে প্রেরণ করিয়াছে। অতএব তুমি এই দণ্ডেই কামাদি সেনাপতি এবং আর আর মহাবল যোদ্ধাদিগের সহিত সংযুক্ত হইয়া বারাণসী, বৃন্দাবন, কুরুক্ষেত্র, হরিদ্বার, অযোধ্যা, শ্রীক্ষেত্র কামাখ্যা, চন্দ্রনাথ, এবং সেতুবন্ধরামেশ্বর প্রভৃতি সকল তীর্থে গমন ও ভ্রমণ পূর্ব্বক শত্রুদিগের সংহার কর। ব্রহ্মচারী, গৃহী, বানপ্রস্থ এবং যতি, এই চতুর্ব্বিধ আশ্রমি-গণের আশ্রমে ধর্ম্মকর্ম্মাদির বিঘ্ন কর। শীঘ্রই গিয়া ধর্ম্মের ও তৎসংক্রান্ত কর্ম্মের মর্ম্মে বিষমতর বেদনা প্রদান

কর, তোমার গাত্রের চর্ম্মের ঘর্ম্মে যেন ধর্ম্মের দল তৃণের ন্যায় ভাসিয়া যায়।, আমি সেই আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া সংপ্রতি কাশী-বাসী হইয়া এখানকার সমস্ত লোককে অধীন করিয়াছি, তাবতেই আমার বশ হইয়াছে।

চপলাগতিচ্ছন্দ।

কাঁহা শম, কাঁহা দম,
পাখড়া, পাখড়া, পাখড়া।
ওনকো, পাখড়া, পাখড় পাখড়॥
নৈ ছোড়েগা, হাড় তোড়েগা,
হাম্ বড়া হ্যায় বাঁকড়া।
বাবা হাম্ বড়া হ্যায়, বাঁকড়া॥
আবি যাকে, মারো তাকে,
চোঁড় চোঁড় কে, আখড়া।
বাবা, চোঁড় চোঁড় কে আখড়া॥
কাঁহা যাগা, কাঁহা ভাগা,
মরা যাগা, মাকড়া।
বাবা, মারা যাগা মাকড়া॥

অন্যদিগে মুখ করিয়া।

মালিনীচ্ছন্দ।

কোথা গেল বিবেক বুড়ো, কোথা গেল বোকড়া,
কোথা গেল মতি রাঁড়ী, কাঁকে কোরে ধোকড়া,
আমারে দেখিলে তারা, ভয়ে হবে কোঁকড়া।
কারাগারে তোরে পেষে, খেতে দেব ওকড়া॥

আর একদিগে চাহিয়া।

বাপ, মার, আশীর্ব্বাদে, আমি কিসে হার্ব্ব?
স্বর্গ, মর্ত্ত্য, নখে তুলে, ফেলে দিতে পার্ব্ব॥
শত্রু দলে, খর্ব্ব বলে, একে একে মার্ব্ব।
মার্ব্ব মার্ব্ব, গার্ব্ব প্রাণে, একের নে মার্ব্ব॥

কার হেন সাধ্য আছে, আমার কি কর্ব্বে?
মাথার উপরে কেটা, দুটো মাথা ধর্ব্বে?
আমাদের অধিকার, শক্তি কার হর্ব্বে।
আপনার দোষে তারা, আপনারা মর্ব্বে॥
চিরকাল সমভাবে, দ্বেষ জ্বরে জ্বর্ব্বে।
নিয়ত মনের দুখে, চোখে জল ঝর্ব্বে॥
মায়াক্ষেত্র ছেড়ে তারা, কোথা গিয়ে চর্ব্বে।
চারিদিগে ফাঁকাজাল, কোন্ দিগে তর্ব্বে॥
চোর সম বন্দি হোয়ে, পায়ে বেড়ী পর্ব্বে।
পড়েছে যমের হাতে, কেমনেতে সর্ব্বে?॥

আবার অপরদিগে চাহিয়া।

আগে রৌদ্র হেনে, ছাগ দেব মেনে, ছন্দ।

এই হাত ছাড়্য়ে। গোঁপ বুক্ চাড়্য়ে॥
মৃত্যু নাড় বাড়্য়ে। ধেয়ে কোঁক ভাড়্য়ে॥
ফণি ফণা নাড়্য়ে। কোথা যাবে আড়্য়ে॥
ধরাতলে পাড়্য়ে। কাটিকাড়া ফাঁড়্য়ে।
কোসে কোসে কাঁড়্য়ে। একগাড়ে গাড়্য়ে।
বুকে পিটে দাঁড়্য়ে। দুই পাযে মাড়্য়ে।
দেশ থেকে তাড়্য়ে। দেব ভূত ঝাড়্য়ে।
কোপ তোপ ছুঁড়্বে। গুলি গোলা জুড়্বে।
ত্রিভুবন ফুঁড়্বে। ধূমে দিক্ মুড়্বে।
ধর্ম্মকর্ম্ম পুড়্বে। ধূলো হোয়ে উড়্বে।
মাথা মুড় খুঁড়্বে। বিপক্ষের তুড়্বে
ঝাড়ে ঝোড়ে ঝুড়্বে। হাড়ে হাড়ে খড়্বে।

তিন্নাধিন পাকালোনা ছন্দ ।

নোড়্বনা তো, লোড়্বো সুখে।
পোড়্বো রুকে, চোড়্বো বুকে ॥
শত্রু যদি, আসে ঝুঁকে।
থাবড়া কোসে, মার্ব্বো বুকে ॥
জোম্কে আমি, বোস্বো যবে।
চোম্কে যাবে, দেবতা সবে ॥
ধোম্কে দেব, উচ্চ রবে।
সূর্য্য, শশী, থোম্কে রবে ॥
তুচ্ছ লোকে উচ্চ ছলে।
পুচ্ছ ধরে, কুচ্ছ ছলে ॥
রঙ্গ দেখে, অঙ্গ জ্বলে।
দণ্ড দেব, ভণ্ড দলে ॥
মেল্বো আঁখি, ভঙ্গি ঠেরে।
ঠেল্বো পায়ে, মেরে মেরে ॥
খেল্বো খেলা, শক্র মেরে।
হেল্বোনাতো, ফেলবো সেরে ॥

পুনর্ব্বার আরএকদিকে মুখকরিয়া।

চৌপদীচ্ছন্দ।

বিবেকের দল যারা, সুমুখে আসুক্ তারা,
এখনি করিব সারা, বুকে মেরে সোড়্কে।
যারে আমি লক্ষ্য করি, কার তরে অস্ত্র ধরি,
কেঁপে যাবে থরহরি, কোসে দিলে কোড়্কে
প্রকাশ করিলে বল, ধরা যায় রসাতল,
খুলিই টলমল, গিরি পড়ে হোড়্কে।
দেখিলে আমার ভুর, স্তব্ধ হয় তিন-পুর,
যক্ষ, রক্ষ, সুরাসুর, ভয়ে যায় ভোড়্কে ॥
কোথা মাগো, বিষ্ণুভক্তি, আমার স্বভাব শক্ত,
ছেড়ে তার হরিভক্তি, উড়ে যাবে ফোড়্কে।
আছে ধর্ম্ম কোন দেশে, মারা-যাবে অবশেষে,
এখনি দাঁড়াক্ এসে, দাঁতে কোরে খোড়্কে।

আহা কি আহ্লাদ ! কি আহ্লাদ ! আমি কুহককার্য্য করিয়াছি, সকল প্রকার লোকেরাই আমার অভিমত ব্রতে ব্রতী হইয়াছে, কর্ম্মচারী ব্রহ্মচারী প্রভৃতি ধর্ম্মচারী জনেরা ছলনা দ্বারা নিরন্তর কেবল ব্রহ্মাণ্ডকে বঞ্চনা করিতেছে, তাবতেরি "মুখে একখানা পেটে একখানা,, কপটতা করিয়া লোকের নিকট কহে, "আমি ব্রহ্মজ্ঞানী আমি অগ্নিহোত্রী আমি তপস্বী,,। কিন্তু মনে মনে কিছুই করে না। 'আমিই ব্রহ্ম, আমার পাপ কোথা? আমি স্বেচ্ছাচারী হইয়া যাহা স্বেচ্ছা তাহাই করিব এই বলিয়া ব্রহ্মজ্ঞানিরা রমণী দিগে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম জ্ঞান সুখ-সম্ভোগকে পরম ব্রহ্মচর্য্যা এবং বারবধূ মুখমধু পানের আনন্দকে সাক্ষাৎ ব্রহ্মানন্দ জ্ঞান করিতেছে। অগ্নিহোত্রি দিগের হৃদয়ে প্রতিক্ষণেই কেবল মদনাগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে, এবং তপস্বিরা তপস্যা না করিতে করিতেই আগে-

ভাগে এই বর মাগিতেছে,যে, আমি যেন শীঘ্রই ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব লইয়া শচী প্রভৃতি স্বর্গবিদ্যাধরীগণের রতিরস সম্ভোগ করিতে পারি, ইত্যাদি।

[দূর হইতে অহঙ্কারকে দৃষ্টি করিয়া বিতর্ক।]

গঙ্গার ওপার হোতে এপারে ঐ কে আসছে? গায়ে যেন রবি ছবি ভাস্ ভাসছে। সকলকে তুচ্ছজ্ঞানে উচ্চরবে ভাষ্ ভাষছে! বাহু নেড়ে ধরা যেন শাসছে! ঐ-যে-দেখি [illegible] দলের ভণ্ডামি সব্ নাশছে? নৈলে কেন নিজভাবে উপহাসে হাস্ হাস্‌ছে? হ্যাদে, ঐ কে আস্‌ছে? কে আসছে? বোধ হয়, ইনি দক্ষিণরাঢ়দেশ হইতে আগমন কোর্‌তেছেন। ইঁহারি নিকট আমার পিতামহ অহঙ্কারের সংবাদটা পাওয়া যাইতে পারে।

[পূজার আসনে উপবেশন পূর্ব্বক নাকে হাত।]

অহঙ্কার।

[সভা প্রবেশ পূর্ব্বক নিজ গরিমা।]

গীত।

রাগিণী বেহাগ। তাল আড়া।

আমি সহজ-ত নয়। জীবের সহজ তনয়॥
সৃষ্টি, স্থিতি, লয়, আমার প্রভাবেতে হয়।
সবার প্রধান আমি, কুলীন কুলের স্বামী,
কে আছে, কাহার কাছে, দিব পরিচয়?॥
আমার যে কত মান, নাহি তার পরিমাণ,
অভিমানে অনুমান, ম্রিয়মাণ হয়।
কে বুঝিবে কলিতার্থ, মম জন্ম সত্যার্থ,
অপদার্থ অপার্থ, হেরি সমুদয়॥
মায়ামায় এ সংসারে, দয়া নাহি করি যারে,
সেই জীব একেবারে, মাটি হোয়ে রয়;
রথ নাহি স্মরে মুখে, নিয়ত মনের দুখে,
বঞ্চিত মহিত-সুখে, থাকিতে বিষয়॥
বিধি, হরি, হর, কেবা, আর যত দেবী-দেবা,
না করে আমার সেবা, স্থির কেবা রয়?।
জলচর, স্থলচর, ভূচর, পবনচর,
[illegible] চরাচর, আমা ছাড়া নয়॥
আমার চেতনে তাই, অচেতন কেহ নাই,
অচেতন সব ঠাঁই, দেখ বিশ্বময়।
[illegible] হোলে [illegible] নাহি হয় কামী,
তবে আর, আমি আমি মুখে কেবা কয়?॥
[illegible] অহঙ্কার, তবে বল অহং কার,
[illegible] প্রকৃতি, পার, নিরূপিতে লয়।
[illegible] প্রধানা স্থূল, জগতের, আমি মূল,
আমা হোতে যত কুল, হতেছে উদয়॥
[illegible] পরিক্রম, পরিক্রম, ক্রমে আমি করি ক্রম।
এ ক্রমের ব্যতিক্রম, কখনো কি হয়?
[illegible] কারণ-বৃষ্টি, প্রত্যক্ষ করাই দৃষ্টি
[illegible] জনে এই সৃষ্টি, মিছে [illegible] কয়?

বক্তৃতা।

[সভাগণের প্রতি।]

লঘুত্রিপদী।

রূপে, গুণে, মানে, ধন-পরিমাণে,
আমার সমান কেবা

দেখ শত শত, দাস দাসী কত,
সতত করিছে সেবা ॥
দারা, সুত, ভাই, দুহিতা জামাই,
পরিবার দেখ যত।
জ্ঞাতিগণ যারা, অনুগত তারা,
কুলীন কুটুম্ব কত ॥
টাকা দিয়া পালি কত দিই গালি,
কখনো করিনা রাগ।
মুখের ধমকে, সকলে চমকে,
কেঁচো হোয়ে থাকে নাগ ॥
জনক আমার [illegible] আধার,
ভূষিত-[illegible]।
কেমন সুকৃতি, আমি কোয়ে কৃতী,
ঢেকেছি তাঁহার নাম ॥
কুলের প্রতাপে, চোটি করি বাপে,
বড় হই অনুরাগে।
কুটুম্ব-ভোজনে, বসিলে দুজনে,
ভাত পাই আমি আগে ॥
গৃহের গৃহিণী, আমার জননী,
হাঁড়ি নাহি ছুঁতে পারে।
দারা তার চেয়ে, কুলীনের মেয়ে,
ভাত বেড়ে দেয় তারে ॥
কত বলে বলী, কত ছলে ছলি,
কত কলে আমি ঢাকি।
যথায় তথায়, কথায় কথায়,
কত জনে দিই ফাঁকি ॥
দেখ এ নগরে, প্রতি ঘরে ঘরে,
আমারে কেবা না জানে
আমা সম নাই, জয়ী সব ঠাঁই,
আমারে কেবা না মানে ॥
সকলেই বশ, ভয়ভক্তি-যশ,
দশদিকে আছে গাঁথা।
হুকুমে হাজির, উজির-নাজির,
বাদশার কাটি মাথা ॥
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত কুলপুরোহিত,
আর যত দ্বিজ আছে।
পেলে পরে সাড়া, দূরে হয় খাড়া,
ভয়েতে আসেনা কাছে ॥
ঘুরালে নয়ন, কাঁপে ত্রিভুবন,
সকলি আমাতে সাজে।
আমি লোক গুরু, আমা হোতে গুরু,
কে আছে ভুবন মাঝে ॥
আমার সমান, পণ্ডিত প্রধান,
আর কি কখনো হবে?।
সকলে অশুচি, শুধু আমি শুচি,
একাকী রয়েছি ভবে ॥
নিজ বলে বল, নিজ দলে দল,
আপনা আপনি জানি।
কেমন ঈশ্বর, আমি সর্ব্বেশ্বর,
আমি বোলে কারে মানি?।
সুখের সময়, সুখের উদয়,
আমা হোতে হয় সব।
নিজে আমি [illegible], সবদিগে দড়,
কিসে হব পরাভব?॥
মনে যদি করি, সুরবিদ্যাধরী,
এইখানে আনি বোসে।
যদ্যপি পাছাড়ি, গগনে আছাড়ি,
রবি, শশী পড়ে খোসে ॥
কোথা সুররাজ, কোথা তার বাজ,
গোঁপে যদি দিই চাড়া?।
সহিত অমর, করি জোড়-কর,
এখনি হইবে খাড়া ॥

অসাধ্য আমার, কিছু নাই আর,
সকলি করিতে পারি।
থেকে এই পুরে, যাই সাধ পুরে,
ক্ষীরোদসাগর-বারি॥
দেবতার স্থল, দিই রসাতল,
ধরা জ্ঞান করি শরা।
দেখো দিয়ে কর, আমার উদর,
চারি পোয়া, গুণে ভরা॥
গুণ আছে জাই, প্রকাশিয়া তাই,
হয়েছি প্রধান ধনী।
সকলেই কয়, সব দিকে জয়,
সদা জয় জয় ধ্বনি॥
এই দেখ নাম, এই দেখ ধাম,
এই দেখ বালাখানা।
এই দেখ পাখা, মখমলে ঢাকা,
কারিগুরি তায় নানা॥
এই দেখ বাড়ী, এই বড় বাড়ি,
এই দেখ গাড়ী ঘোড়া।
এই দেখ সাজ, এই দেখ কাজ,
এই দেখ জামা জোড়া॥
এই দেখ ছাতি, এই দেখ হাতী,
এই দেখ সপ্ মোড়া।
এই দেখ জন, এই দেখ ধন,
সব আছে ঘরজোড়া॥
কেমন্ পুকুর, কেমন্ কুকুর,
কেমন্ হাতের কোড়া।
কেমন্ এ ঘড়ি, কেমন্ এ ছড়ি,
কেমন্ ফুলের তোড়া॥
দেখনা কেমন্, চিকন-বসন,
পেয়েছি আমিই সবে।
মনের মতন, এমন রতন,
আর কি কাহারো হবে?॥
সবে আঁখি পাড়ে, আমারে ও ঝাড়ে,
দোষ দিতে পারে কেটা।
আলো দেখে ঝাড়ে, কট্টু বাতি নাড়ে,
ঝাড়ের কলঙ্ক সেটা॥

তীর্থবাসি সর্ব্ব সাধারণের প্রতি

আমোদিনীচ্ছন্দ।

আমায় ছুঁস্‌নে, কেউ ছুঁস্‌নে, কেউ ছুঁস্‌নে রে
সর্ সর্ সর্ সর্। তোরা, সর্ সর্ সর্ সর্॥

যত সব দুরাচার, করিতেছে অনাচার,
অতিশয় কদাচার, কেহ নহে নর।
ভূত, প্রেত, সমুদয়, মানুষ কাহারে কয়,
কাজেতে মানুষ নয়, মিছে কলেবর॥
কারে করি সম্বোধন, অপবিত্র সর্ব্বজন,
ঘোরপাপি, অভাজন, নরকের চর।
ঘৃণা হয় গায়-বাসে, উঁকি উঠে, বমি আসে,
বাতাসে ছুটেছে গন্ধ ভর্ ভর্ ভর্ ভর্॥
ওরে, ভর্ ভর্ ভর্ ভর্॥
আমায় ছুঁস্‌নে, কেউ ছুঁস্‌নে, কেউ ছুঁস্‌নে রে
সর্ সর্ সর্ সর্। তোরা, সর্ সর্ সর্ সর্॥

[অপরদিগে মুখ করিয়া।]

জুটিয়াছে হট্ট যত, খট্ট মট্ট [illegible] কত,
নাহি জানে ভট্ট-মট্ট, শাস্ত্র [illegible]।
বৃহস্পতি কৃত আহা!, মধাম-আগম যাহা,
কেহ কি করেনি তাহা, চক্ষের গোচর?॥

মীমাংসা শাস্ত্রের সার, অধিকার তাহে কার,
সামুদ্রিক, আর আর, মত-ঈশ্বরতর।
প্রভাকর-মত যত, কেহ নোস্ অবগত,
দূর্ দূর্ দূর্, দূর্ পশু, মর্ মর্ মর্ মর্॥
তোরা, মর্ মর্ মর্ মর্॥
আমায় ছুঁস্‌নে, কেউ ছুঁস্‌নে কেউ ছুঁস্‌নে রে
সর্ সর্ সর্ সর্। তোরা, সর্ সর্ সর্ সর্।

আবার অন্য দিগে মুখ করিয়া
বিকট ভঙ্গিতে।

যে দিগেতে ফিরে চাই, নরপশু দেখি তাই,
কারো কিছু বিদ্যা নাই, পেটের ভিতর।
কার কাছে করি খেদ? নাহি ছেদ, নাহি ভেদ,
ঘাটিয়া অলীক বেদ, ব্যস্ত পরস্পর॥
যত ধূর্ত্ত পাপভাগী ঈশ্বরের অনুরাগী,
কেবল ধনের লাগি, ব্যাকুল-অন্তর।
বকল বেদান্ত পোড়ে [illegible] মত গোড়ে,
ঘুরিতেছে নেড়ে চেড়ে, ফর্ ফর্ ফর্ ফর্॥
মুখে, ফর্ ফর্ ফর্ ফর্॥
আমায় ছুঁস্‌নে, কেউ ছুঁস্‌নে, কেউ ছুঁস্‌নে রে
সর্ সর্ সর্ সর্। তোরা, সর্ সর্ সর্ সর্॥

অন্য দিগে মুখ করিয়া
পুনর্ব্বার হাস্য পূর্ব্বক
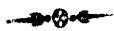
হ্যাদে এটা, ব্রহ্মচারী, [illegible] আসর জারি,
শঠতা শিখেছে ভারি, [illegible] বর্ব্বর।
কেরে ষণ্ড, এ পাষণ্ড? ভক্তিগর্ব্বে অতি ভণ্ড
শাস্ত্র করে লণ্ড ভণ্ড, যেন দণ্ডধর॥
এটা কেটা, জ্ঞান-চাষা, বিড় বিড় মুখে ভাষা,
আঙুলেতে যুক্ত-নাসা, হাঁসা-দিগম্বর।
ঊর্দ্ধ দিগে বাহু নেড়ে, চেঁচাতেছে ডাক্ ছেড়ে,
হ্যাদে ধেড়ে, কেরে দেড়ে, তেড়ে গিয়ে ধর॥
ওরে, ধর্ ধর্ ধর্ ধর্॥
আমায় ছুঁস্‌নে, কেউ ছুঁস্‌নে, কেউ ছুঁস্‌নে রে
সর্ সর্ সর্ সর্। তোরা, সর্ সর্ সর্ সর্।

অন্য দিগে মুখ করিয়া
উপহাস পূর্ব্বক

হ্যাদে পোড়া, কেরে গোঁড়া? ভীলোক কপাল-
জোড়া, নিয়ে যত লুভীনোড়া, ভরিয়াছে ঘর।
ধর্ম্মশীল যেন বক, মালা করি ঠক্ ঠক্,
ঠকাতেছে যত ঠক্, বোলে হরি হর॥
কেন করি দরশন?, এখানেতে যত-জন,
নরকের নিকেতন, পাপের আকর।
কপট ইহারা খল, কেমন করিয়া ছল,
ফেলিছে নয়ন জল, দর্ দর্ দর্ দর্।
ফেলে, দর্ দর্ দর্ দর্॥
আমায় ছুঁস্‌নে, কেউ ছুঁস্‌নে, কেউ ছুঁস্‌নে রে
সর্ সর্ সর্ সর্, তোরা, সর্ সর্ সর্ সর্

[ক্ষণকাল পরে অজ্ঞাত-দম্ভের আশ্রম দর্শন করিয়া বিতর্ক]

উত্তরবাহিনী-গঙ্গাতীরে ঐ কোন্ ব্যক্তির আশ্রম দৃষ্ট হইতেছে? সুদৃশ্য উচ্চ বংশদণ্ডের উপর সুচিক্কন নির্ম্মল ধবল বস্ত্র সকল উড়িতেছে। আহা! কি মনোহর উপবন! আশ্রমকে বেষ্টন করিয়া বিচিত্র শোভা

বিস্তার করিতেছে। প্রফুল্ল-ফুলের সুসৌরভ মৃদু-মন্দ মলয়ানিলে সঞ্চালিত হইয়া ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত আমোদিত করিতেছে। ঐ, যে, দেখি, সুখের সামগ্রী সকলি রহিয়াছে। এ স্থান পবিত্র বটে, দুই তিন দিন এখানে বাস করিলেও করা যাইতে পারে।

[পরে আশ্রমের ভিতরে প্রবেশ পূর্ব্বক বকুল-বৃক্ষের ছায়ায় দণ্ডায়মান হইয়া বাম কটিতে বাম-হস্ত রাখিয়া দক্ষিণ-হস্তের দুটি অঙ্গুলিতে গোঁপ বিন্যাস করিতে করিতে চিন্তা।]

হাঁ ঐ যুবা-পুরুষটি, যে সাক্ষাৎ দম্ভের ন্যায় মূর্ত্তিমান, বিলক্ষণ সুলক্ষণ-যুক্ত সুপুরুষ বটে। শরীরে সুচিহ্ন সকলি দেখিতেছি, ব্রহ্মানুষ্ঠানেরো ত্রুটি নাই, পায়ে পায়ে আস্তে আস্তে নিকটে যাই।

[পরে কিঞ্চিৎ নিকটে গিয়া ঈষৎ হাসিয়া জিজ্ঞাসা।]

কেমন্ তোমার মঙ্গল্তো ?

দম্ভ।

নাসিকা হইতে অঙ্গুলি চালিয়া ভঙ্গিমা-দ্বারা হুঙ্কার শব্দে নিবারণ। হুঁ হুঁ হুঁ-ও দিগে।

দম্ভের ভৃত্য।

ভিতরে কেন? ভিতরে কেন! বাহিরে যাও, বাহিরে যাও। তোমার সকল শরীরে ময়লা, ঐ ধূলো। স্নান করনি, পা ধোওনি, আমার প্রভুর এ পবিত্র আশ্রম। এখানে কি এমন্ কোরে আস্তে আছে? তোমার গায়ের ঘাম যদি উড়ে প্রভুর গায়ে লাগে তবে তিনি কোপ-দৃষ্টে চাইলে পরেই তুমি এখনি পুড়ে ভস্ম হবে।

অহঙ্কার

কি, এত আস্পর্দ্ধা! এত অভিমান? এত সাহস! আমি ভস্ম হব! আমি অপবিত্র? কি! ওরে, এটা কি ম্লেচ্ছের দেশ? এরা অতি ব্যলীক, অধার্ম্মিক, আমি বিশ্বপুজ্য, সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ, মহাকুলীন চূড়ামনি, আমার আগমন, আমার পদার্পণ যাহা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ভাগ্য বোলে স্বীকার করে।—এরা কি নরাধম; কি মহাপাপি; নিতান্তই ভাগ্যের দোষ, আমার চরণ-পূজা না কোরে দম্ভ করে! অমান্য করে! আমাকে বলে বাহিরে যা।—আমাকে বলে অপ

বিত্র। কি ! কি ? যত দূর্ মুখ্, তত দূর্ কথা ?

দম্ভ।

সেফালিকাচ্ছন্দ।

বুড়া হোলে বুদ্ধি যায়, মিছে কিছু নয়।
কি সাহসে, কাছে আসে নাহি করে ভয় ?॥
নাহি জানে আমাদের, কুলপরিচয়।
এর্ কথা, কাণ্পেতে, শোনা ভাল নয়॥
নিতান্ত অজ্ঞান এটা, জ্ঞান নষ্ট ঘটে।
ঘোর অহঙ্কারে অন্ধ, তাই বটে বটে॥
স্বকীয়-স্বভাব-দোষ, অনলেতে জ্বলে।
আমার্ আশ্রমে এসে, ম্লেচ্ছদেশ বলে ?॥
রাগেতে শরীর পোড়ে, মূর্ত্তিখানা হেরে।
দেখ্ দেখ্ দেখ্ গিয়ে, কেরে ? এটা কেরে ?॥
কদাকার আগা, মুড়ো, এ কোন হরির্ খুড়ো।
কোথা থেকে এসে বুড়ো, কথা কয় ঠেরে ?।
দেখ্ দেখ্ দেখ্ গিয়ে, কেরে ? এটা কেরে ?॥

নিজ মুখে বলা নয়, আপন মহিমা।
কত দূর বড় আমি, কে জানিবে সীমা॥
আপনি আসিয়া ব্রহ্মা, ভাবে গদগদ।
স্বর্গ হোতে জল এনে, ধুয়ে দেয় পদ॥
মস্তকের চুল দিয়া, পুঁছায় চরণ।
বুকের উপরে করি গোময় লেপন॥
আপনার সুপবিত্র হৃদয় আসনে।
মাথা খাও, খাও বোলে, বসায় যতনে॥
বুড়োটার্ কাছে এই, পরিচয় দেবে।
দেখ্ দেখ্ দেখ্ গিয়ে, কেরে ? এটা কেরে॥
কথাগুলো কড়া কড়, স্বভাব বিষম্-চড়া,
গঙ্গার ঘাটের মড়া, ছুঁয়্নেকো এরে।
দেখ্ দেখ্ দেখ্ গিয়ে, কেরে ? এটা কেরে ?॥

আমাদের কুলে যত, গুরুজন আছে।
সমভাবে প্রিয় আমি, সকলের কাছে॥
সকলের সার ধন, মন বলে যারে।
সে মন আমায় ছেড়ে, থাকিতে কি পারে ?॥
যার মনে নাহি হয়, আমার উদয়।
বৃথায় শরীর তার, শব সম হয়॥
বৃষকাট কাঁকে ঝোলে, আজ্, কাল্ মরে
আমার নিকটে এসে, আস্ফালন্ করে ?॥
ফের্ যদি চেড়ে উঠে, দেব তবে সেরে।
দেখ্ দেখ্ দেখ্ গিয়ে, কেরে ? এটা কেরে ?॥
নাহি জানে যোগ যাগ, নাহি কোন অনুরাগ
নাকের আগায় রাগ, ফেরে কত ফেরে।
দেখ্ দেখ্ দেখ্ গিয়ে, কেরে ? এটা কেরে ?॥

আমার দম্ভের শব্দ, ধূমের ব্যাপার।
আকাশে হতেছে তার, মেঘের সঞ্চার॥
ভ্রমে লোক গগনেতে, বজ্রনাদ কয়।
আমার হুঙ্কার সেটা, বজ্রনাদ নয়।
লোকেতে রটনা করে, চপলা বলিয়া।
আমার নিশ্বাস ছোটে, অনল হইয়া॥
মুনি, ঋষি, তেজ ধরে, আমার প্রকাশে
তুচ্ছ জনে, উচ্চ কবি গায়ের বাতাসে॥
বাহিরে দাঁড়াতে বল্, গিয়ে এক্ টেরে ?।
দেখ্ দেখ্ দেখ্ গিয়ে, কেরে ? এটা, কেরে ?॥
বুড়ো বোলে হয় দয়া, নতুবা দিতেম্ গয়া,
যদ্যপি যাচিজ্ঞা করে, ভিক্ষা কিছু দেরে।
দেখ্ দেখ্ দেখ্ গিয়ে, কেরে ? এটা কেরে ?॥

অহঙ্কার।

শাসকচ্ছন্দ।

[ক্রোধ অথচ উপহাস পূর্ব্বক।

কোথাকার্ কেটা তুই, কেটা তুই, কেটা?।
কি তোর্ বাপের্ নাম্, তুই কার্ বেটা? ॥
বল্ বল্ বল্ ছোঁড়া, কেটা তুই কেটা?।

কটু কথা, যত থাকে, বোলে সাধ্ মেটে।
ঘেঁটিবনা, থাকিস, ঘেঁটাতে, যত ঘেঁটা ॥
অভিমানে ফেটে-মরে, বেঁধে এক ফেটা।
লক্ষ টাকা স্বপ্নে দেখে, পেতে ছেঁড়া চেট ॥
মরি কি মুখের্ ছাঁদ, দেহখানি গেঁটা।
বাজারে গাদার মত, হাঁদা নাদাপেট ॥
কেটা ব্রহ্মা, কেটা বিষ্ণু, মহেশ্বর কেটা?।
আমার সৃজিত সব, জানেনাকো সেটা? ॥
মুখ্ ফুটে বলা নয়, নিজ গুণ যেটা।
জেনেছি চালাক্ বটে, বস্তুহীন এটা ॥
বাপ্ বাপ্, একি পাপ্! কচিছেলে জ্যাটা।
এঁচোড়ে পেকেছে ছোঁড়া, এ, যে, বড় ল্যাটা ॥
বয়সেতে দেখি নাই, এর্ মত ঠেঁটা।
কোথাকার্ কেটা তুই, কেটা তুই কেটা? ॥
কি তোর বাপের নাম্, তুই কার বেটা?।
বল্ বল্ বল্ ছোঁড়া, কেটা তুই কেটা? ॥

দম্ভ।

স্থিররূপে অনেকক্ষণ দৃষ্টি করিয়া।

ওরে—কি ভাগ্য, কি ভাগ্য, কি ভাগ্য! সুপ্রভাত, সুপ্রভাত, সুপ্রভাত! ওরে—ইনি আমার পরম-পূজ্য মাথারমণি। বাবার বাপ-পিতামহ স্বয়ং কুলদেব অহঙ্কার ঠাকুর। ওরে—আসন্ দে, আসন্ দে, অর্ঘ্য দে, অর্ঘ্য দে। ফুল আন্, ফুল আন্,। জল আন্, জল আন্। আমি চরণ-যুগল পূজা করি, পূজা করি।

গলায় বস্ত্র দিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া অষ্টাঙ্গে প্রণাম।

হে পিতামহ! আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন। আমি বালক, অজ্ঞান, দুর্ভাগ্য-বশতঃ এতক্ষণ আপনাকে চিনিতে পারি নাই, প্রণাম করি, প্রসন্ন হইয়া সদয়চিত্তে আমার মস্তকে চরণাঙ্গুলি প্রদান পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করুন। আমি লোভের পুত্র দম্ভ, আপনার দাসানুদাস।

অহঙ্কার

[আহ্লাদে গদ গদ হইয়া।]

ওরে তুই দম্ভ? তুই দম্ভ? আশীর্ব্বাদ করি চিরজীবি হ, চিরজীবি হ। দ্বাপরযুগের শেষভাগে তোকে এতটুকু ছেলেমানুষ দেখেছিলাম, এখন যে

উঠেছে, যুবা হয়েছিস্। আমি বুড়ো হয়েছি, চোখে আর তেমন্ তেজ্ নাই, সর্ব্বদাই ঝাপ্সা ঝাপ্সা দেখে থাকি, বয়সের ধর্ম্মে জ্ঞানেরো কিছু বৈলক্ষণ্য হয়েছে। হাঁরে ভাই! "অসত্য,, নামে তোর, যে একটি দুধের ছেলে, সেটিতো ভাল আছে?

দম্ভ।

হাঁ ঠাকুরদাদা! সে আমার এই বুকের উপরেই রয়েছে, আমি তারে ছেড়ে এক মুহুর্ত্তকাল প্রাণধারণ করিতে পারিনে, এই ছেলেটি আমার বড় "নেয়োট্,, কোনোমতেই কোল্ ছাড়া হয়না, আপনার পদার্পণে অদ্য সে বড় সন্তুষ্ট হয়েছে।

অহঙ্কার।

ও নাতি, ও ভাই। হাঁরে তোর পিতা "লোভ,, ও মাতা "তৃষ্ণা,, তাহারাও কি এখানে আছে?

দম্ভ।

হাঁ। ঠাকুরদাদা! মহারাজ মহামোহের আজ্ঞাক্রমে তাঁহারা সকলেই এখানে অবস্থান করিতেছেন।

অহঙ্কার।

হে ভাই! ব্যাপার-খানা কি? মহামোহের নাকি অতিশয় অমঙ্গল ঘটনার সম্ভাবনা হইতেছে? আমি তাহা শ্রবণ করিয়া বিশেষ সন্ধান লইবার জন্য এখানে আসিয়াছি। মহারাজ এখন কোথায়! কিরূপ অবস্থায় আছেন! কি কি অনুষ্ঠান করিতেছেন?

দম্ভ।

দাদা মহাশয়! আমারদিগের কুলসংহারে-উদ্যত-বিবেক এই বারাণসীতেই বাস করিয়া বিদ্যা এবং প্রবোধের জন্ম-প্রদান করিবে, তাহার অনুষ্ঠান করিতেছে, সে এরূপ নিশ্চয় করিয়াছে, এই স্থান কামক্রোধাদির প্রাদুর্ভাব-রহিত, ব্রহ্মপুরী, এইখানেই বাস করিয়া কৃতকার্য্য হইব। এই সমাচার শ্রবণ করিয়া অস্মদাদির কুলস্বামি মহামোহ ইন্দ্রলোক পরিত্যাগ পুরঃসর কাশীধামে আসিয়া সর্ব্বারম্ভে বাস করিবেন। প্রভু এখানে রাজত্ব করিলে বিবেক কখনই প্রবল হইয়া তিষ্ঠিতে পারিবেনা, আমরা যুদ্ধ করিয়া তাহার দল বলকে বিনাশ করিব,

তাহা হইলেই বিদ্যা ও প্রবোধের জন্ম হইতে পারিবেনা। ফলে একটা ঘোরতর-ভয়ঙ্কর যুদ্ধদ্বারা অনেক কষ্ট-ভোগ করিতে হইবে।

অহঙ্কার।

[আসনে বসিয়া গালে হাত দিয়া]

পদ্য।

ওরে ভাই, ভাবি তাই, বিষম বিষয়।
এ, যে, বিষম বিষয়।
সহজ-তো নয়, বড়, সহজ-তো নয়॥
মনে হোলো ভয়, বড়, মনে হোলো ভয়।
কি হয়, কি হয়, রণে, কি হয়, কি হয়।

বিদ্যা, আর, প্রবোধের, জন্ম যদি হয়।
তবেইতো একেবারে আমাদের ক্ষয়॥
শুনে শুনে, মনে মনে, হোতেছে সংশয়।
বিপক্ষ বিনাশ করা, শক্ত অতিশয়।
কেমনে বারণ করি, জ্ঞানের উদয়।
এত দিনে বুঝি আর, কুল নাহি রয়॥
অতি পাপি, মহাপাপি, পাপি সমুদয়।
কাশীতে মরিলে কেহ, জন্ম নাহি লয়॥
ভবের বন্ধন তার, কাটিবে নিশ্চয়।
একেবারে মুক্ত হোয়ে, পায় জীব লয়॥
ভবভয়হর হর, ভব যারে কয়।
মনোভব যার নামে, ভয়ে পরাজয়॥
সেই ভব কাশীনাথ, সদানন্দময়।
পাপি তাপি মূঢ়জনে, সদাই সদয়॥
আপনি জীবের হোয়ে, হৃদয়ে উদয়।
"তত্ত্বমসী" মন্ত্র দেন, মরণ সময়॥
এখানে কেমনে তবে, শত্রু করি জয়।
ওরে ভাই, ভাবি তাই, বিষম বিষয়॥
এ, যে, বিষম বিষয়।
সহজ-তো নয়, বড, সহজ-তো নয়।
মনে হোলো ভয়, বড় মনে হোলো ভয়।
কি হয়, কি হয়, রণে, কি হয়, কি হয়॥

দম্ভ।

পদ্য।

কি ভয়, কি ভয়, দাদা, কি ভয়, কি ভয়।
কেটা পাবে তত্ত্বমসী, মত সমুদয়॥
সকলেই প্রতিগ্রহ, করেছে স্বীকার।
বেশ্যার ভবনে করে, দিবসে বিহার॥
কামের অধীন হোয়ে, মাতিয়াছে ভোগে।
যদি করে রতি-কেলি, সুরাপান যোগে॥
লোভের অধীনে সবে, মিছে কথা কয়।
হবেনা হবেনা, কভু, জ্ঞানের উদয়॥

[এমত সময়ে সভাসদনে কলকল কলরব]

মহামোহের কোন সেনা।

ওহে পুরবাসিগণ! তোমরা সাবধান হও, সাবধান হও। রাজপথ সকল পবিত্র কর, মঙ্গলাচরণ ও আনন্দধ্বনি কর। রত্নরাজী-রাজিত রাজসিংহাসন সকল সুগন্ধি কুসুমে ও সুষ্টচন্দনে সুবাসিত কর। সমস্ত নগর সুন্দর শোভায় সুশোভিত কর। জলপ্রণালী-পুঞ্জের দ্বার সমুদয় মুক্ত কর, ভাগীরথী, অসী এবং বরুণা নদী হইতে সুশীতল নির্ম্মল-জল সকল গৃহেই পতিত হউক, সিংহদ্বার মনোহর মণির-দ্বারা খচিত কর।

অট্টালিকার উপরিভাগে অতি উচ্চ জয়পতাকা সকল উড্ডীয়মান কর, পূজ্যপাদ ভুবনেশ্বর শ্রীমন্মহামোহ আগত প্রায়, ঐ আসিতেছেন।

দম্ভ

ঠাকুরদাদা মহাশয়! মহারাজ নিকটবর্ত্তী হইলেন, চলুন্ আমরা উভয়ে অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে সম্মান পূর্ব্বক আহ্বান করি।

অহঙ্কার।

চল ভাই শীঘ্রই চল।

[তদনন্তর অহঙ্কার এবং দম্ভ উভয়েই রঙ্গভূমি হইতে নির্গত হইলেন।]

ইতিমধ্যে মহামোহের একজন অগ্রগামী প্রবেশক উপস্থিত।]

এই আমাদের মহারাজ আসিতেছেন।

মহারাজ মহামোহের স্বকীয় সৈন্য সামন্ত অভিব্যাহারে সমুদয় রাজসম্পত্তি সহকারে সপরিবারে রঙ্গভূমিতে আগমন]

মহামোহ*।

সভা প্রবেশ পূর্ব্বক সভাগণের প্রতি।]

সংগীতচ্ছলে বক্তৃতা।

[মৃদুমৃদু হাস্যবদনে]

রাগিণী সুহিনীবাহার। তাল মধ্যমান।

এই অখিল সংসার, ভাবিলে অসার,
বল কি ভেবেছ সার?।
জাননা যে জীব তুমি, সব নিরাকার॥

ধূয়া।

একাকারে ব্যাপ্ত ভব, একাকারে লুপ্ত সব,
একাকারে আমি রব, হব একাকার।
না মানিয়া একাকার, যদি মানো একাকার,
একাকারে, সে আকারে, না রহে আকার॥ ১
রূপ, রস, আদি পঞ্চ, তাহাতে করিয়া তঞ্চ,
মানিছ উপাসা-পঞ্চ*, প্রভেদ-প্রকার।
এত নহে ভ্রম অল্প, শাস্ত্রে শুনি মিছে গল্প,
মনেতে করিয়া কল্প, পূজিছ সাকার॥ ২
অশ্বমুণ্ড, গজমুণ্ড, চারিমুণ্ড, পাঁচমুণ্ড,
না বুঝিয়া মাথামুণ্ড, গড়িছ আকার।
মাটি, জল, সহকারে, স্বহস্তে-গড়েছি যারে,
কেমনে করিব তারে, অনাদি স্বীকার?॥ ৩
ভ্রমে যত পাপি-নরে, স্বভাবে অভাব ধরে,
মাটিতে নিক্ষেপ করে, নানা উপচার।
কেবলি হতেছে ভ্রষ্ট, দেখে পষ্ট যত নষ্ট,
নিজ দেহে দেয় কষ্ট, থেকে অনাহার॥ ৪
বঞ্চনাবৃক্ষের বীজ, প্রতারক যত দ্বিজ,
কেবল শিখেছে নিজ, আহার বিহার।

---

* মহামোহ।—মনের অত্যন্ত ভ্রম।

* উপাসাপঞ্চ।—গণেশ, দিনেশ, রমেশ, উমেশ, আদ্যাশক্তি ভগবতী।

ইঁহারদিগের উপাসক পঞ্চপ্রকার।—যাঁহারা গণেশের উপাসক, তাঁহারা "গাণপত্য" যাঁহারা সূর্য্যের উপাসক, তাঁহারা "সৌর" যাঁহারা বিষ্ণুর উপাসক, তাঁহারা "বৈষ্ণব" যাঁহারা শিবের উপাসক, তাঁহারা "শৈব" এবং যাঁহারা শক্তির উপাসক, তাঁহারা "শাক্ত-শব্দে" বাচ্য হয়েন।—ইহারদিগোই পঞ্চপ্রকার সাকারবাদি উপাসক কহে।

নিজতত্ত্বে বোধশূন্য, স্বভাবত অতি ক্ষুদ্র,
উপবাসে কোথ পুণ্য, তবে দুরাচার? ॥ ৫
হোয়ে তুমি জগদন্ধ, কখনো, বা, রহ স্তব্ধ,
কখনো বা মানো শব্দ, কভু বর্ণাকার।
•কোথা শব্দ*,কোথা কর্ণ,কোথা চক্ষু কোথা বর্ণ†,
সে বর্ণ বিবর্ণ শুধু, মনেরি বিকার ॥ ৬
যদি বল বিভু "বীজ," বল কোথা তার বীজ,
সে বীজে কি হয় নিজ, ফলের সঞ্চার?।
বর্ণযোগ মিছে ইন্দু, মিছে নাদ‡ মিছে বিন্দু§
সন্তরণে মহাসিন্ধু, কিসে হবে পার? ॥ ৭
যদি বল সত্য "বেদ," তাহে কি ঘুচিবে খেদ,
করে বেদ, ব্রহ্ম-ভেদ, লিখিয়া ওঁকার॥।
অকার¶ বেদের উক্তি সাধনে কি হয় মুক্তি,
কেমনে মানিব যুক্তি, উকার(১) মকার(২)'॥ ৮
প্রকৃতি প্রাকৃত জানি, সেই জ্ঞানে হই জ্ঞানী,
কিরূপে তাহারে মানি দৃশ্য নাহি যার?।
অদৃশ্য বলিব যারে, মনে কি মানিব তারে,
একাকারে নিরাকারে, ভেবি নীরাকার ॥ ৯
মেনে শাস্ত্র অনুরোধ, হিতবাক্যে করে ক্রোধ,
কিছুমাত্র নাহি বোধ, আধেয় আধার।

স্বভাবের একি রিষ্টি, কার প্রতি কর দৃষ্টি,
সে কি করে এই সৃষ্টি, হোয়ে নিরাকার? ॥ ১০
দৃশ্যাদৃশ্য যত সব, মূল তার অনুভব,
নাহি এক ভবধব, বিফল বিচার।
সদা অন্ধ সহকারে, রহে অন্ধকারাগারে,
অন্ধ কি জানিতে পারে, কোথা অন্ধকার? ॥ ১১
স্নান কর গঙ্গানীরে, মর নানা দেশ ফিরে,
মিছে মিছি কেন শিরে, বহ ভ্রান্তি-ভার।
পতিতপাবনী যদি, হয় এই গঙ্গানদী,
তোমা চেয়ে কুম্ভীরাদি, বহুপুণ্যাধার? ॥ ১২
কিসে তুমি কর ভয়, কিসে তুমি হবে লয়,
কিসে বা আচার রয়, কিসে অনাচার?।
এই যে শরীর তব, অপবিত্র কিসে কব,
মনেতে সঞ্চিত সব, মন মূলাধার ॥ ১৩
আঁতচোঁসা, পত্রচোসা, মগুলোসা যত ফোঁসা,
খেয়ে পুষ্প, কুশী কোশা, করে কি আচার?।
মনে মনে কি বাসনা, পূজা বদে শবাসনা,
বৃথা এই উপাসনা, নিজ অপকার ॥ ১৪
এই সব দুর্গণ, কেবল পাবার মন,
করে শাস্ত্র বিরচন, অশেষ প্রকার।
এটি পুণ্য, এটি পাপ, বোলে দেয় নানা তাপ,
হায় ইকি মনস্তাপ, কব কারে আর? ॥ ১৫
ইহকাল ভোগসূত্র, ভোগ ছাড়া নাহি কুত্র,
ভোগ-হেতু দারা পুত্র, যত পরিবার।
যতদিন বেঁচে থাকি, ততদিন নাহি ফাকি,
মুদিলে যুগল আঁখি, কেহ নহে কার ॥ ১৬
অতএব বাক্য ধর, দুখে কেন কাল হর,
সকলেই হবে পর, হোলে শবাকার।
যোগে দেহ অনুযোগ, সুখে কর সুখভোগ,
জীবনান্তে ভোগাভোগ, কিছু নাই আর ॥ ১৭

---

* "শব্দ।—ব্রহ্ম"।
† "বর্ণ।—ব্রহ্ম"।
শব্দকে ও বর্ণ অর্থাৎ অক্ষরকে বেদে ব্রহ্ম বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।
‡ নাদ।—শক্তি।
§ বিন্দু।—ব্রহ্ম।
॥ ওঁ।—প্রণব। ব্রহ্ম।
ভগবান। শঙ্করাচার্য্য ইহার ভাষ্যেতে বাহুল্যরূপ বর্ণনা করত পরিশেষ ব্রহ্মাপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন।
¶ অ।—সত্বগুণি বিষ্ণু।
(১) উ।—তমগুণি রুদ্র
(২) ম।—রজগুণি ব্রহ্মা।

[অন্যদিগে মুখ করিয়া কিঞ্চিৎ
গাম্ভীর্য্য পূর্ব্বক]

সংগীতচ্ছলে বক্তৃতা

রাগিণী আলেয়া। তাল মধ্যমান

এই শরীর-রতন, হইবে পতন।
নিজভাবে ভাবি হোয়ে, কররে যতন॥
এই শরীর রতন, হইবে পতন।
না হইল সুখ লাভ, মনের মতন॥

ধূয়া।

আপন আপন-বন, নিশির-স্বপন সব,
গোপন কি আছে তত্ত্ব, তত্ত্ব-প্রকরণ।
পেয়েছ ভোগের দেহ, তার প্রতি কর স্নেহ,
পরে আর নাহি কেহ, মুদিলে নয়ন॥
প্রকৃত প্রকৃতি-গুণ, বিকৃতি কি তাহে পুন,
আকৃতি দেখিয়া কর, সুকৃতি-সাধন।
দেহ ছাড়া আত্মা এক, নাই নাই, মিছে ভেক,
দৃষ্টিহীনে অভিষেক, ভোলানারে মন॥
পেয়েছ উজ্জ্বল আঁখি, তার কাছে কোথা ফাঁকি,
বুঝিতে কি আছে বাকী, সার বিবরণ?।
স্বভাবে রাখিয়া দৃষ্টি, দেখ দেখি এই সৃষ্টি,
সৃষ্টিছাড়া অনাসৃষ্টি, সৃষ্টির কারণ॥
গ্রহ, তারা, তিথি, রাশি, কাল, দণ্ড, রাশি রাশি,
রীতিমত আসে যায়, করিয়া ভ্রমণ।
স্বভাবের এই ধারা, স্বভাবেতে বদ্ধ তারা,
স্বভাবে অভাব-ভাব, হয় কি কখন?॥
এতো-নহে ভার বোঝা, সহজেই যায় বোঝা,
সোজাপথ ছেড়ে করে, কুপথে গমন
পরলোকে স্বর্গভোগ, ভ্রমে ভোগে কর্ম্মভোগ,
করিতেছে মিছে যোগ, যত মূঢ়গণ॥
শোন্ শোন্ নরলোক, কোথা তোর পরলোক
অজ্ঞান-মদের ঝোঁক, প্রলাপ-বচন?।
পরকালে কর্ম্মফল, কেবল ধূর্ত্তের ছল,
আকাশ-তরুর ফল, অলীক যেমন॥
গগনের নাহি মূল, তাতে নাহি ফোটে ফুল,
পুরাণের লেখা-ভুল, মিছে দরশন*।
সাধে আমি বলি রূঢ়, বল্ বল্ ওরে মূঢ়,
কোথা পেলি ধর্ম্ম গূঢ়, আত্মনিরূপণ?॥
যাহা নাই, তাই আছে, শুনেছিস্ কার কাছে,
মিছে কাচে, কাচ কাচে, মূর্খ যত জন।
কোথা তোর দিব্যজ্ঞান, ধ্যান নয় এ, যে, ধ্যান
নয়নে না হয় কেন, আত্মা-দরশন?॥
ভ্রমে যত হরে কাল, আপনার করে কাল,
জীবনান্তে পরকাল, অলীক-কথন।
পদ্মপাতে যথা জল, নাহি পায় বাসস্থল,
সেইরূপ ভাবি-ফল, কর্ম্মেতে ঘটন॥
প্রকৃতির কিবে লীলে, দুগ্ধেতে অম্বল দিলে,
পরিণামে হয় যথা, দধির সৃজন।
বায়ু, বহ্নি, ধরা, জলে, পরস্পর যোগ-বলে,
স্বভাবে সেরূপ সদা, হতেছে চেতন॥
অজ্ঞান মানব চয়, এই দেহ জড় কয়,
জড় নয়, জড় নয়, দেহ সচেতন।
বৃহস্পতি করি যুক্তি, করেছেন এই উক্তি,
অন্য আর নাই মুক্তি, মুক্তিই মরণ॥
আকার প্রকার রব, সম সব, অবয়ব,
সমান জনম মৃত্যু, সমান গঠন।
সম ছেদ, সম ভেদ, কিছু নাই, ভেদাভেদ,
সম সুখ, সম দুখ, রমণ গমন॥
তবে কেন ভণ্ড নরে, মিছে ভেদাভেদ ধরে,
কল্পনা করিয়ে করে, বর্ণ নিরূপণ?।

* দরশন।—দর্শন, ।—ন্যায়, সাংখ্য, পাতঞ্জলাদি ষড় দর্শন।

এই বড়, এই ক্ষুদ্র, এই দ্বিজ, এই শূদ্র,
ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা ওরে, ও হয় যবন॥
সাধে আমি হই ক্রুদ্ধ, বোধেরে করিয়া রুদ্ধ,
এ অশুদ্ধ, আমি শুদ্ধ, এ ভেদ কেমন?।
কত দূর অভিমান, অজ্ঞানের এই ভান,
কেমন পাষাণ প্রাণ, প্রেমহীন-মন॥
অরসিক হোয়ে বসে, দ্বেষ-বশে বোলে বসে,
এ হয় পাপের অন্ন, কোরোনা ভোজন
না খেলেতো নাহি ত্রাণ, খেলে পরে থাকে প্রাণ,
দেহে করি বল দান, বাঁচায় জীবন॥
নরাধম কর্ম্মচেটো, হেন "অন্ন" বলে এঁটো,
ব্রহ্মরূপে করে যেই, জীবের পালন।
দুঃখে বহে চক্ষে ধারা, হোয়ে সবে ভেদহারা,
বলে এই পরদারা, কোরোনা হরণ॥
পর-বোধ আছে যার, সেই ভাবে পরদার,
পর নহে কেহ কার সকলি আপন।
সকলেরি এক গতি, সকলেরি এক মতি,
সকলেরি মনে রতি, সহিত মদন॥
পরস্পর নহে পর, স্বভাবের অনুচর,
স্বভাবে অভাব যার, সে করে বারণ।
ভোগে ভেদ যদি রবে, পশু, পাখি, সবে তবে,
স্বেচ্ছামত কেন তবে, করিবে গমন?।
মাটি নহে কারো মন, প্রেম-অন্ধ যত জন,
বলে এই পরধন, কোরোনা গ্রহণ।
পাগলেরা এই কথা, বলিতেছে যথা তথা,
বাচাল হইয়া করে, শাস্ত্র-আলাপন॥
প্রাণে আর নাহি সয়, দিলে সত্য পরিচয়,
পাগলে পাগল কয়, একি কুলক্ষণ?।
নাস্তিকে নাস্তিক ভাষে, শুনিয়া প্রকৃতি হাসে,
তাহারা আস্তিক যদি, নাস্তিক কেমন?॥
জয় জয় বৃহস্পতি, চার্ব্বাক-চরণে নতি,
বৌদ্ধমত সত্য অতি, শাস্ত্র-সনাতন।
অদৃশ্য পদার্থবৃন্দ, প্রত্যক্ষেরি মিথ্যাবাদী,
হেরিবনা হেরিবনা, তাদের বদন॥

[আর একদিগে মুখ করিয়া খল্ খল্ শব্দে হাসিতে হাসিতে ভঙ্গিমা দ্বারা।]

হাঃ—হাঃ—হাঃ—এরা কে গঙ্গার্ ধারে? এতো বড় হাসির ব্যাপার্! হারে ও আঙুল্ নেড়ে কি ভেঙাচ্ছে? বিড়ির্ বিড়ির্ কি ঘেঙাচ্ছে। আরে ঐ কুলের বাড়ী কি ঠেঙাচ্ছে। এই বিট্‌লে মাটি নিয়ে কি গোড়চ্ছে? ওখানে ও কি পোড়চ্ছে! ভিড়িং ভিড়িং, ধিড়িং ধিড়িং, পিড়িং পিড়িং, এরা কি সেতার বাজাচ্ছে?

রোহিণী পয়ার।

হায় হায়, হায়, এরা, ঘোর পাপযুক্ত।
অবিদ্যার পাশ হোতে, কিসে হবে মুক্ত?॥
হতবুদ্ধি যত জন্তু একদল ভুক্ত।
নাহি জানে সার শাস্ত্র, বৃহস্পতি উক্ত॥
হায় আমি বেণাবনে, কেন ফেলি মুক্ত?।
থাকিতে পায়স, পিঠে, খেয়ে মরে শুক্ত॥

[আর একদিগে নিরীক্ষণ করিয়া শ্লাঘাপূর্ব্বক।]

মোহিনীচ্ছন্দ।

অকাটা আমার কথা, কার সাধ্য কাটে সে?।
আমার নিকটে কার, জারিজুরি খাটে সে,
সমুখ-বিচার-যুদ্ধে, কে আমারে আঁটে রে
প্রমাণের বাণ দেখে, সকলেই হাঁটে সে।

মিছে ধর্ম্ম, মিছে মর্ম্ম, কর্ম্ম কেন চাটে রে?।
কখনো কি ফল হয়, বসহীন কাটে রে?॥
বঞ্চক বামুন-গুলা, ফেরে কত হাটে রে।
দিয়েছে ভোগের লাগা, ভোগারূপ হাটে রে॥
বাচালতা কোরে শুধু, ফেরে মজলিসাটে রে?।
সকলে সেজেছে শাঙ নাট্যার নাটে রে॥
সত্যপথে কেহ আর [illegible] নাহি হাঁটে রে।
ভূষণদোষে নামিয়াছে, মিথ্যানন্দ ঘাটে রে॥
মরুক্, চরুক্, পরুক্, আপনারা খাটে রে।
সুখে আমি রাজা হবি বোসে রাজপাটে রে॥

কলি এবং [illegible] সহিত চার্ব্বাকের
রঙ্গভূমিতে আগমন।

চার্ব্বাক*।

[সভামধ্যে [illegible] পূর্ব্বক সকলকে তুচ্ছ
করিয়া অতি উচ্চস্বরে বক্তৃতা।

দিল্লোলাসচ্ছন্দ।

ধর্ম্মপথে হোয়ে ভোর, কেন পাও দুঃখ ঘোর,
নয়নের অগোচর, নাই কিছু, নাই কিছু।
স্বেচ্ছাচার স্বর্গভোগ, সেই যোগে দেহ যোগ,
পরকালে ভোগাভোগ, নাই কিছু, নাই কিছু॥
শরীরের মাঝে শূন্য, [illegible] কেন হও ক্ষুণ্ণ,
কোথা পাপ কোথা পুণ্য, নাই কিছু, নাই কিছু।
ভ্রমে কর কার সেবা, তোমার উপাস্য কেবা,
শাস্ত্রমতে দেবা দেবী, নাই কিছু, নাই কিছু॥
ধর্ম্ম বল কিসে বল, [illegible] ধর্ম্মফল,
পরে আর ফলাফল, নাই কিছু, নাই কিছু।
তন্ত্র নিজে পাপ-তন্ত্র, [illegible] নিজ-যন্ত্র,
জপ হোম, পূজা, মন্ত্র, নাই কিছু, নাই কিছু॥
মনে কেন রাখ খেদ, ভণ্ড লোকে মানে বেদ,
আত্মমতে ভেদাভেদ, নাই কিছু, নাই কিছু॥

বীরবিলাসিনীচ্ছন্দ।

সমুদয় এই বিশ্ব, স্থূলরূপে হয় দৃশ্য,
অপরূপ কতরূপ, বস্তু সমুদয় হে,
বস্তু সমুদয়।
এই ভব ভোগ্য তব, ভোগে কেন পরাভব,
স্বভাবে শোভিত সব, স্বভাবেই হয় হে,
স্বভাবেই হয়॥
সকলি স্বভাব-অংশ, স্বভাবে সকলি ধ্বংস,
সমুদ্রের বিম্ব যথা, সমুদ্রেই লয় হে,
সমুদ্রেই লয়।
ঋতু, মাস, তিথি, বার, আসে যায় বারবার,
স্বভাবের পরিবার, স্বভাবে উদয় হে,
স্বভাবে উদয়॥
রবি আর শশধর, স্বভাবত নিরন্তর,
স্বভাবের বশ হোয়ে, করে আলোময় হে,
করে আলোময়।
বহ্নি, বারি, ধরা, জল, শস্য, বীজ, বৃক্ষ, ফল,
ভোগের কারণ সব, সুখের আলয় হে,
সুখের আলয়॥
নয়নের অগোচর, আছে এক সৃষ্টিকর,
নহে দৃশ্য, ছাড়া বিশ্ব, বল কোথা রয় হে,
বল কোথা রয়?।
কিকহিব আহা আহা, কেমনে মানিব তাহা,
আঁখির অদৃশ্য যাহা, কিছু কিছু নয় হে,
কিছু কিছু নয়॥
কলেবর মনোহর, কেবল ভোগের ঘর,
সেই কর্ম্ম সদা কর, যাতে সুখোদয় হে,
যাতে সুখোদয়।

*চার্ব্বাক—নাস্তিক বিশেষ।

পদে পদে পরিতাপ্, প্রাণ যায় বাপ্‌বাপ্,
আহার-বিহারে পাপ্, পাপিলোকে কয় হে,
পাপিলোকে কয়॥

যত সব বুদ্ধিমোটা, কপাল জুড়িয়া ফোঁটা,
সুখপথে মেরে খোঁটা, দুঃখবোঝা-বয় হে,
দুঃখ বোঝা বয়।

ইন্দ্রিয়ের রেখে মর্ম্ম, সাধন করিব কর্ম্ম,
দূর্ দূর্ দূর্ ধর্ম্ম, তারে কিসে ভয় হে,?
তারে কিসে ভয়?॥

শাস্ত্রকার ভঁাড় যত, লিখিয়াছে নানামত,
তাদের অলীক-মত, প্রাণে নাহি সয় হে,
প্রাণে নাহি সয়।

করি যোগ গাত্রে গাত্রে, স্বর্গভোগ স্পর্শমাত্রে,
সুধাস্বাদে পাত্রে পাত্রে, পূর্ণানন্দময় হে,
পূর্ণানন্দময়॥

সমভাব সব অঙ্গে, সমভাব সব সঙ্গে,
রসাভাস রস-রঙ্গে, কর কালক্ষয় হে,
কর কালক্ষয়।

চুরি নয়, হত্যা নয়, অধিকন্তু, সুখ হয়,
ইথে যারা পাপ কয়, তারা দুরাশয় হে,
তারা দুরাশয়।

ভেদজ্ঞান মহারোগ, কেবলি পাপের ভোগ,
ইচ্ছাগতে কর ভোগ, মনে যাহা লয় হে,
মনে যাহা লয়॥

বিবেক বৈরাগ্য আদি, যত সব প্রতিবাদি,
ছেড়ে রব, ক্রমে সব, কর পরাজয় হে,
কর পরাজয়

ফুটিল মানসকলি, মোহিত আনন্দ-অলি,
কলিযুগে মহাবলী, মহামোহ জয় হে,
মহামোহ জয়॥

চার্ব্বাকের শিষ্য।

[সংশয়চ্ছেদনার্থ গুরুর প্রতি প্রশ্ন।]

হে গুরো! যথার্থ শাস্ত্র বলিয়া কাহাকে মান্য করিব? এবং কিরূপ আচার করিয়া জীবনযাত্রা যাপন করিব? যদি অভিলষিত-দ্রব্য ভোজন ও পান এবং স্বেচ্ছানুরূপ-কর্ম্ম দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে চরিতার্থ করাই পরমার্থ হয়, তবে এই সমস্ত তীর্থবাসি জনেরা কেন এতকাল সাংসারিক-সুখ পরিহার-পুরঃসর শীত গ্রীষ্মাদি ঋতুদিগের ঘোরতর যাতনা সহ্য করত পরাকাদি* ব্রত-দ্বারা এত কষ্টে এত দুঃখে সময়, দেহ, এবং আয়ু-ক্ষয় করিতেছে? ইহারা ভাবতেই কহিতেছে, এই সংসার কেবল অসার, দুঃখের আধার, ইহাতে সুখমাত্রই নাই।—এই সাংসারিক সুখ সর্ব্বতোভাবেই ত্যাগ করা কর্ত্তব্য। সংসারাসক্ত জীব ইন্দ্রিয়ের অধীন, বিষয়-ভোগানুরাগ-বশতঃ পাপ সঞ্চয় করে, সুতরাং তত্ত্বজ্ঞানলাভ করিয়া মুক্ত হইতে পারেনা,

---

* পরাক—প্রায়শ্চিত্তবিশেষ, যাহাতে দ্বাদশ দিন উপবাস করিতে হয়।

মরণান্তে নারকী হইয়া পাপের দণ্ড ভোগ করে ইত্যাদি।

নৃপতি

হে বাপু! তুমি কি জাননা, অর্থশাস্ত্রই যথার্থ শাস্ত্র, অর্থকরী-বিদ্যাই প্রকৃত বিদ্যা, ইতিহাসাদি যে শাস্ত্র, সে তাহারি অনুরূপ-অন্তর্গত মাত্র। বেদাদি শাস্ত্র সকল শাস্ত্রই নহে। শুদ্ধ প্রবঞ্চনা, ছলনা, চাতুরী ও মিথ্যাবাক্যে পরিপূর্ণ, প্রলাপিদিগের প্রলাপ মাত্র। দুর্জ্জন বঞ্চকেরা আপনাপন প্রভুত্ব স্থাপন ও প্রবঞ্চনা-পূর্ব্বক অর্থ-সংগ্রহ করণ কারণ কতকগুলীন অর্থহীন প্রমাণ-হীন আকাশভেদি বচন রচন করিয়া নিরন্তর অবোধ-লোকদিগে বঞ্চনা করিতেছে, এবং আপনারা আত্মদোষে প্রত্যহই প্রত্যক্ষ-সুখে বঞ্চিত হইতেছে। হে বৎস! দেখ, ইহারদিগের একখানি দোষ নহে, ইহারা বঞ্চক, মিথ্যাবাদি, ভ্রান্ত এবং মূর্খ। মুক্তি কাহাকে বলে তাহা জানেনা, মৃত্যুর নাম মুক্তি, মুক্তি আর একটা স্বতন্ত্র গাছের ফল নহে। কি ভ্রান্তি! কি চাতুরী! ইহারা মিথ্যারূপে মৃত-ব্যক্তির প্রেতত্ব কল্পনা করে। এক মুখে দুই কথা কয়, একবার বলে কাশীতে মরিলেই মুক্তি হয়, গঙ্গায় মরিলেই মুক্তি হয়, আবার চমৎকার দেখ, যাহারা এই বারাণসীধামে প্রাণত্যাগ করিতেছে, গঙ্গার-তীরে নীরে দেহ পরিহার করিতেছে, তাহারদিগেরি প্রেত বলিতেছে, শ্রাদ্ধ তর্পণ বিধান করিতেছে। ধূর্ত্তেরা এক বিষয়েই দুই প্রকার প্রমাদের কথা উল্লেখ করে. অতএব ইহারদের কথা কি শুনিতে আছে? এই মিথ্যা কথায় কি কাণ দিতে আছে?

পয়ার।

যাগ করে, ব্রত করে, ক্রিয়া করে যত।
মিছে ভ্রমে, মিছে শ্রমে, আয়ু করে গত॥
কর্ত্তা, ক্রিয়া, দ্রব্যের, হইলে পরে নাশ।
যাগাদি যাজকের যদি, হয় স্বর্গবাস॥
দাবানলে দগ্ধ হয়, তরু যে সকল।
সে সকল গাছে তবে, ফোটে পারে ফল॥
পোড়া গাছে ফল যদি, সম্ভাবনা হয়।
এদের কথায় তবে, করিব প্রত্যয়॥
মৃতজনে জল দেয়, দেয় তায় গ্রাস।
মরা গরু কখনো কি, খেয়ে থাকে ঘাস?
মৃতনর তৃপ্ত হয়, তর্পণের জলে।
তেল পেলে নেবা দীপ, কেন নাহি জ্বলে?
কুহকী জনের মনে, কি কুহক আছে।
একেবারে জগতেরে, অন্ধ করিয়াছে॥
যে বিদ্যায় নাহি হয়, অর্থ উপার্জ্জন।
যে বিদ্যায় নাহি হয়, সুখের সাধন॥

যে শাস্ত্রের কথা নহে, বিশ্বাসের স্থল।
যুক্তি সহ যোগ করি, নাহি দেখি ফল ॥
এলোমেলো লিখিয়াছে, যা এসেছে মনে।
সে লেখা প্রমাণ আমি, করিব কেমনে? ॥
ওরে বাপু প্রাণাধিক, স্থির জেনো এই।
শাস্ত্র নয়, শাস্ত্র নয়, বিদ্যা নয়, সেই ॥
বঞ্চকেরা বাঁধিয়াছে, বঞ্চনার গুণে।
ভ্রান্ত লোকে ভুলিয়াছে, ফলশ্রুতি শুনে ॥
ভুলিয়া মিঠের লোভে, শিশু যে প্রকার।
আশার অধীনে হয়, অধীন পিতার ॥
ভাবি-স্বর্গভোগ-রূপ, সন্দেশের লোভে।
যত সব মূর্খ লোক, মরিতেছে ক্ষোভে ॥
ক্রিয়াকাণ্ড-বক্তা যত, সার-বস্তুহীন।
আশায় হতেছে সবে, শাঠের অধীন ॥
সংসারেতে দুঃখ আছে, করির স্বীকার।
বিনা দুখে সুখভোগ, হোয়ে থাকে কার? ॥
আপনার হিতবোধ, মনে আছে যার।
সে কি কভু ছেড়ে থাকে, সুখের সংসার? ॥
জগতের গূঢ়ভাব, কে জানিবে স্থির।
সুখ সনে ভরা আছে, ভিতর বাহির।
সমুদ্রের জল দেখ, স্বভাবে লবণ।
মথন করিলে হয়, অমৃত সৃজন ॥
"টক" বোলে দধি কেন, ফেলে দিতে যাবে?
[illegible] মথন কর, ননী, ঘৃত, পাবে ॥
ধান নিয়ে দেখ বাবা, হাতের উপরে।
তণ্ডুল রয়েছে তার, তুষের ভিতরে ॥
[illegible] বোলে কেন তারে, ফেলে দিতে যাবে?
[illegible]-ভেনে, চাল লও, কত সুখ পাবে ॥
চিরকাল প্রিয় যেই, প্রিয় সেই রয়।
[illegible]-দোষে কখনো কি, অপ্রিয় সে হয়? ॥
নানা দোষে দেহ হোলে, দোষের আধার।
এই দেহ কবে বল, প্রিয় নয় কার? ॥

রসনারে করে সদা, দশন আঘাত।
জোড়া দিয়ে কোন্‌কালে, কে ভেঙেছে [illegible] ॥
ছারখার করে অগ্নি, পোড়াইয়া ঘর।
সে আগুনে, কবে কেবা, করে অনাদর?
ভূমি নাশ করে জল, বিস্তারিয়া ঢেউ।
সে জলের অনাদর, নাহি করে কেউ ॥
কিছু দুঃখ আছে বোলে, শুন ওরে বাবা।
যেজন সংসার ছাড়ে, হাবা, সেই হাবা ॥
ইচ্ছামত সুখভোগ, আহার বিহার।
তার চেয়ে পরমার্থ, কিছু নাই আর ॥
বোধহীন [illegible], বদ্ধ ভ্রমজালে।
এ সুখ কি ভোগ হয়, তাদের কপালে? ॥
শরীর শোষণ করে, রবির কিরণে।
ঘরে ঘরে ভিক্ষা করে, পেটের কারণে ॥
উপবাসে [illegible], কঠোর সাধন।
মোক্ষের সাধনা [illegible], দুঃখের সাধন ॥
তপস্যায় [illegible], পাপে [illegible] দুখ
[illegible], কবে পাবে সুখ? ॥
বাপুরে প্রত্যক্ষ দেখ তপস্যার ফল।
[illegible] দল ॥
ইচ্ছামত ভোগ করি আমরা সকলে।
সশরীরে স্বর্গভোগ কারে আর বলে? ॥

(সন্ন্যাসী দেখিয়া।)

বল-রে সন্ন্যাসি, তুমি, কি কাজ করেছ?
[illegible] বুঝি, কি হেতু ধরেছ? ॥
[illegible] ফেরো যদি, ঘর-ছাড়া হোয়ে।
ঘর ছেড়ে, কিবা ফল, থাকো ঘর লোয়ে?
পেট নিয়ে দ্বারে দ্বারে, যদি ঘুরো বাপু।
এমন সন্ন্যাসে তোর, কাজ কিরে বাপু? ॥
ঘর ছেড়ে ঘরে ঘরে, ফিরিতে না হয়।
জনাকীর্ণে, [illegible] যদি [illegible]

তবেতো তপস্যা জানি, মানি তোর ক্রিয়া
সকলেই ঘুরিতেছে, পোড়া পেট নিয়া ॥
সেই যদি খেতে পেলো, অন্ন আর জল।
বল্ বল্ বল তবে, সন্ন্যাসে কি ফল! ॥
দেহ আছে পেটে খেয়ে, ভোগ কর ক্রিয়া।
কারো কাছে চেঁচায়োনা, পেটে হাত দিয়া ॥

(দণ্ডিদিগের প্রতি দৃষ্টি করিয়া।)

ওরে ভণ্ড, হাতে দণ্ড, এ কেমন রোগ?।
দণ্ডে দণ্ড, নিজ দণ্ডে, দণ্ড কর ভোগ? ॥
নিজ হাতে, নিজ পিণ্ড, করিয়া গ্রহণ।
লণ্ডভণ্ড হোয়ে মরো, কাণ্ড এ কেমন? ॥
মুক্তি মুক্তি, করিতেছ, যত নারী নরে
কথায় বসায়ে হাট, বেচা, কেনা করে ॥
কেহ বেচে, কেহ কেনে, কেহ করে দান;
সকলেই শুনিতেছে, কারো নাই কাণ।
সকলেই দেখিতেছে, চক্ষু কারো নাই
কোথা যুক্তি, কোথা মুক্তি, ভাবি আমি তাই।
প্রকৃতি প্রকৃতি পেলে, আকৃতির নাশ,
ভূতে ভূত মিশাইয়ে, হয় অপ্রকাশ ॥
অবিনাশী, শূন্য এই, স্বভাবেতে রয়।
বল তবে, এ জগতে, মুক্তি কার হয়? ॥
ভোগেতে প্রত্যক্ষ সুখ, আর সব শূন্য।
বল্ বল্, কোথা পাপ, কোথা তবে পুণ্য?

মহামোহ।

[আত্ম-মনোগত বাক্য শ্রবণ করিয়া আহ্লাদ পূর্ব্বক।]

আহা, আহা! এখানে কোন্ সাধু ব্যক্তির আগমন হইয়াছে? সাধু সাধু, ধন্য ধন্য, এ মহাত্মা কে-রে? চিরকালের-পর অদ্য আমি যথার্থরূপে সুখী হইলাম। ওরে এমন্ সত্যবাদী, সুধাভাষী-পবিত্র-চিত্ত সদানন্দময় সংশয়চ্ছেদক, মহাপুরুষ কি আছে রে? মরি মরি! আহা আহা! ওহে কে তুমি? কে তুমি? আমার মনের অন্ধকারকে হরণ করিলে। আহা, আমার কর্ণ-পথে কি সুমধুর অমৃত-বৃষ্টি হইতেছে! কি আনন্দ, কি আনন্দ!

(আহ্লাদে গদগদ হইয়া দৃষ্টি পূর্ব্বক।)

আরে, এই যে, দেখি।—ইনি আমার প্রাণাধিক প্রিয়তম-পরম-সুহৃৎ চার্ব্বাক। না হবে কেন? ওরে চার্ব্বাক-রে—চার্ব্বাক।

চার্ব্বাক।

(অবলোকন করিয়া হৃষ্টচিত্তে।)

হাঁ—ইনি বিশ্বপূজ্য মহারাজ মহামোহ। ভাল ভাল, বড় সুখের দিন, যাই তবে নিকটে যাই।

(নিকটে গিয়া)

মহারাজের জয় হউক্, জয় হউক্, শত্রু সব ক্ষয় হউক্, ক্ষয় হউক্। তাদের মনে ভয় হউক্, ভয় হউক্, ভয় হউক্, কালের কোলে লয় হউক্, লয় হউক্। এই সমুদয়,

মুখে পেটে ভেদ নয়, ফুটে সব কথা কয়,
নর নারী সমুদয়, মম আজ্ঞা পেলেছে ॥
মাগে তবু নোবেনাকো, শাদা ভাত ছোঁবেনাকো,
একা কেউ শোবেনাকো, মন খুব্ হেলেছে।
অধীন রয়েছে যারা, কি করিবে নাহি চারা,
সাঁতারে হাঁপায়ে তারা, স্রোতে অঙ্গ ঢেলেছে ॥
একপোদে* কোথা খোঁড়া, কোথা তার মত গোঁড়া,
মেরে তারে যত ছোঁড়া, দুই পায়ে ঠেলেছে।
যত সব তীর্থধাম, কেবল রয়েছে নাম,
বল করি রতি কাম, কোসে ঝাল ঝেলেছে ॥
লাথালাথি হাতাহাতি, ধুমধাম মাতামাতি,
স্বাধীনতা দীপে বাতি, সকলেই জ্বেলেছে।
করিতে ধর্ম্মের লোপ, গাঁথিয়া কোপের টোপ,
বাসনার সরোবরে, ছিপ্ সুতো ফেলেছে ॥

আমার নূতন চেলা, কি কব তাহার খেলা,
যত মূলা তার কাছে, মূল-মন্ত্র পেয়েছে।
যেখানে সেখানে যাই, নিয়ত দেখিতে পাই,
ছেলে মেয়ে ভাবতেই, তার মতে এয়েছে ॥
গদগদ ভাবভরে, এক রাগে এক স্বরে,
প্রকাশ করিয়া সবে, তার গুণ গেয়েছে।
এই শুভ-সমাচার, করিবারে সুপ্রচার,
দেশে দেশে দেখ তার, কত দূত ধেয়েছে ॥
ডাকে ডাকে হাঁকে হাঁকে, ফাকে ফাকে থাকে২,
ঝাঁকে ঝাঁকে লাখেলাখে, ধরাময় ছেয়েছে।
নেচে কুঁদে সবে বলে, মার্ দিয়া বাহুবলে,
প্রতিজ্ঞা-নদীর জলে, ডুব্ দিয়ে নেয়েছে ॥
বড় যারা ধনে মানে, তারাই সে মত মানে,
সবাই সবার পানে, প্রেমনেত্রে চেয়েছে।

সকল তরণি নিয়ে, চালাতেছে ... দিয়ে,
কেহবা তুলেছে পাল, কেহ দাঁড় বেয়েছে ॥
পানপাত্র হাতে ধরি, আগেতে শপথ করি,
টল টল হোয়ে শেষ, ঢুকু ঢুকু খেয়েছে।
যাতে হয় একাকার, করি তার অঙ্গীকার,
সমুদয় বিধবার, বিয়ে দিতে চেয়েছে ॥

মহারাজ জয় জয়, ত্রিভুবনে কারে ভয়,
মোহ-রসে প্রাণিগণ, সমুদয় গলেছে।
যাজক ব্রাহ্মণ যত, সকলেই অনুগত,
মুখে এক, পেটে আর, যজমানে ছলেছে ॥
ভক্তি পালায়েছে ছুটে, শুধু লয় ধন লুটে,
পাঁজি পুঁথি খুঁটেখুটে, কেটেকুটে তলেছে।
যজমান শিষ্য যারা, বিষম বেঁকেছে তারা,
গুরু, পুরোহিত দোঁহে, উটি বাপ বলেছে ॥
বিদ্যালয়ে যত শিশু, মতে তারা ... যিশু,
মনেতে বিকার নাই, একদিকে চলেছে।
মশ মশ্ জুতা পায়, ঠাকুরের ঘরে যায়,
বিছানায় ভাত খায়, রতি কত টলেছে ॥
খেয়ে খানা পড়ে খানা, কতখানা কারখানা,
বাড়িতে খানার খোলা, দিবে নিশি জ্বলেছে।
ফিরেছে সবার মতি, নাহি পূজে ভগবতী,
আগমের সময়েতে, ভগবতী চলেছে ॥
মাথে দিয়ে বাঁকা বুট্, দাঁতে কাটে বিস্কুট্,
পেট্রি-হেল ড্যাম্ হুট্, মা, বাপেরে বলেছে।
এর চেয়ে সুখোদয়, কবে আর কার হয়,
দেখ দেখ মহাশয়, আশাতরু ফলেছে ॥

আমার সেবক যত, তারা সব জেঁকেছে
হাতে করি পরাশর, গরাসর ঢেকেছে ॥

* একপোদে—চতুষ্পদ ধর্ম্মের কলিতে কেবল এক পদ মাত্র রহিয়াছে।

স্মৃতি, মনু, বেদ আদি, দূরে ফেলে রেখেছে।
কেহ না আদর করে, বড় দায় ঠেকেছে॥
প্রকাশিয়া নব-পথ, নব-মত লিখেছে।
সেই মত খাঁটি [illegible] সাহেবের, দেখেছে॥
ছিল স্মার্ত্ত, স্মার্ত্তপর, তার অর্থ ঢেকেছে।
পুনর্ভবা সুত যত, সভা [illegible] ডেকেছে॥
অপ্রমাণ যত কথা, [illegible] টেঁকেছে।
নানা যোগে [illegible] চাতেই পেকেছে॥
এক রোকে এক [illegible] ঝাঁকেঝাঁকে ঝেঁকেছে।
এক জালে রুই [illegible] চুনা পুঁটি ছেঁকেছে
অতি বেগে একরোখা, জোর বাগু [illegible]কেছে
সে [illegible] ভাবতেই বেঁকেছে॥
[illegible] সুধা সম, চেকেছে।
উপহাসে [illegible], গায়ে সব মেখেছে॥
কেমনে প্রবল হবে, সেই ডাক ডেকেছে।
শৃগালের মত সব, এক ডাক [illegible]।

মহারাজ! দল-বল খুব হাঁকছে, ক্রমে সব পাকছে, সকলেই ঝাঁকছে, আপন্ মতে ডাক্‌ছে, সুখের বিষয় তাক্‌ছে, সোদা কি কেউ থাক্‌ছে? নিজে এসে বাঁক্‌ছে, কেউ পেটে যত দিতে পারে গায়ে শেষ মাখ্‌ছে, কেউ কুটোকাটা ছাঁক্‌ছে, কচি কচি ছেলে যারা তারা এখন্ চাক্‌ছে, কেউ কিছু কি আর ঢাক্‌ছে? স্পষ্ট হোয়েই হাঁক্‌ছে, পেটের ভিতর একটি কথা কেহ নাহি রাখ্‌ছে।

হে মহারাজ! আমি যাহা যাহা করিয়াছি তাহার শতাংশের একাংশ অতি সংক্ষেপে নিবেদন করিলাম। যদি অনুমতি করেন, তবে আমার প্রধান বন্ধু একাকার-আচার্য্যকে নিকটে আনিয়া বাবাজীচক্র, ভৈরবীচক্র, এবং কুমারীচক্র প্রভৃতি বৃহৎ বৃহৎ ব্যাপারব্যূহ বিস্তার করি।

মহামোহ

বাপু হে! আমি সীমাশূন্য-সন্তোষ-সাগরে নিমগ্ন হইলাম, তোমার এত পরাক্রম, এতদিন তাহা জানিতে পারি নাই, ভাল ভাল, একা তোমা হইতেই আমার অনেক কার্য্য সিদ্ধ হইবে, তুমি এখন সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া যাহা যাহা করিতে হয় তাহাই কর।

চার্ব্বাক।

হে মহারাজ! আমরা তো প্রাণপর্য্যন্ত পণ করিয়াছি, সাধ্যের ত্রুটি কিছুই হইবে না, কিন্তু একটা বড় ভয়ঙ্কর বিষয় আছে, আমি তজ্জন্য সর্ব্বদাই অতিশয় শঙ্কা করিয়া থাকি, তাহা মনে হইলে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইতে হয়। হে প্রভো! "বিষ্ণুভক্তি" নাম্নী এক মহাপ্রভাবা যোগিনী আছে। সে বিবেকের অত্যন্ত সহকারিণী, তাহাকে দর্শন করা দূরে থা

ক্রুক্, তাহার নাম ও ভয়ঙ্কর-মূর্ত্তি-খানা স্মরণ করিলেই মরণকে নিকট বোধ হয়, যদিও বলী কলির পরাক্রমে অধুনা তাহার সর্ব্বত্র তাদৃশ আবির্ভাব নাই, প্রকাশ হইয়া সকলের নয়নপথে ভ্রমণ করিতে পারেনা, তথাচ তাহাকে প্রত্যয় নাই, কি জানি গোপনে গোপনে কখন কি সর্ব্বনাশ করে।

মহামোহ

(ভীত হইয়া ক্ষণকাল বিবেচনার পর

হে প্রাণাধিক! বটে বটে, এখন আমার মনে পড়িল সেই যোগিনীটে বড় ভয়ঙ্করী. ভাল চার্ব্বাক!—বল দেখি ভাই, জিজ্ঞাসা করি, আমারদিগের কাম ক্রোধাদি এই সকল বলবান সেনাপতি দেদীপ্যমান সত্ত্বে সে কি সাহসে, কি উপায়ে প্রকাশ হইয়া আপনার ক্ষমতা দেখাইতে পারিবে? তাহার কি এতই সাধ্য?

চার্ব্বাক।

হাঁ মহারাজ! নিবেদন করি, যদি ও ইং কাম ক্রোধাদির বাতাস তাহার পক্ষে অতিশয় হুতাশজনক বটে, কিন্তু শত্রুরা এখনো একেবারে হতাশ হয় নাই, তাহারা আশার দাস হইয়া প্রয়াসে আয়াসে উপনিষদের সহিত বিলাসে প্রবোধ-প্রকাশের জন্য প্রচুরতর প্রযত্ন করিতেছে, অতএব নীতিনিপুণ পণ্ডিত-পুঞ্জের বিবেচনা ক্রমে জয়প্রত্যাশি অতি ক্ষুদ্র শত্রুকেও সর্ব্বদাই ভয় করিতে হইবেক। কেননা তাহারা কোন এক সূত্রে পশ্চাতে প্রবল হইয়া পাদলগ্ন ক্ষুদ্র এক কণ্টকের ন্যায় মর্ম্মান্তিক কষ্টকর হইলেও হইতে পারে, অতএব আপনকার তাহার বিনাশের জন্য বিশেষ প্রকার উপায় নির্ণয় করা অতি

মহামোহ।

আমি ভাল! তাহার বিহিত উপায় করিব. এক্ষণে অতি সামান্য বিষয় লইয়া তোমরা সকলে বিদায় হইয়া অতি মনোযোগ পূর্ব্বক স্ব স্ব কার্য্য সমাধা কর. এবং সকল স্থানের কর্ম্মচারিদিগকে শীঘ্র শীঘ্র কুশলসম্বাদ লিখিয়া পত্র পাঠাইতে অনুমতি কর।

চার্ব্বাক-শিষ্য এবং কলি।

মহারাজ প্রণাম করি, অনুমতি করুন, তবে এখন আমরা বিদায় হইয়া আজ্ঞানুরূপ কার্য্য করি।

তদনন্তর চার্ব্বাক স্বীয়-শিষ্য এবং কলির সহিত রঙ্গভূমি হইতে প্রস্থান করিলেন।

মহামোহ।

চার্ব্বাক যাহা বলিয়া গেল তাহাতে নিতান্ত ঔদাসীন্য করা উচিত হয়না, শ্রদ্ধা ও তাঁহার মেয়ে শান্তি, অগ্রে এই দুজনের সংহার করি, পরে সেই সর্ব্বনাশী কালামুখী বুড়ী রাঁড়ীর শ্রাদ্ধ করা যাইবে।

দ্বারের নিকটে আসিয়া।

কো হ্যায়, কো-হ্যায়, হিঁয়া কৈ হ্যায় রে। বজ্জাৎ লোক সব হাজির হ্যায় নৈ। কাহাঁ গিয়া, কাহাঁ গিয়া, দরয়ান্ দরয়ান্, হিঁয়া আও, হিঁয়া আও।

অনন্তর দৌবারিক।

[হাত যোড় করিয়া।]

খোদাবন্দ-গরিব-নেওয়াজ্, গোলাম্ হাজির হ্যায়।

মহামোহ।

দরয়ান্, তোম্ যাকে ক্রোধ আয়োর্ লোভ্‌কো বোলা কর হিঁয়া আনে কহো, বড়া-জরুর, বড়া জরুর— জল্‌দি, লে-আও, জল্‌দি, লে আও, তোম্‌কো হাম্, খুসি হোগা,—এনাম্ দেগা।—আল্‌বত্তা বকসিস্ মেলেগা।

দৌবারিক।

জো—হুকুম মহারাজ—বহুৎ খুব।

দোঁহা।

তাঁবত্ ধরৎ জোড়্ দেও-দেও-পাতর্ পাক্ক মৎ।
ধরম্ করম্ ভবন্ ছোড়ো, ছে ছোড়ো শাস্ত্র মৎ॥
[illegible] ব্রাহ্মণ [illegible] সব্ বড়া বজ্জাৎ।
[illegible] বুটা-বাৎ॥
[illegible]
[illegible]
[illegible] দেখো, [illegible] সাৎ।
[illegible] ভাৎ॥
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] শকৎ॥
[illegible]
[illegible]

কিঞ্চিৎ কাল পরেই ক্রোধ এবং লোভকে সঙ্গে লইয়া উপস্থিত।

ক্রোধ এবং লোভের সস্ত্রীক হইয়া রঙ্গভূমিতে প্রবেশ

ক্রোধ।

[স্বকীয় স্বভাব প্রকাশ]

গীত। অথচ বক্তৃতা।

রাগিণী ঝিঁঝিট। তাল আড়া।

ওরে এরা কেরে দুরাচার।
অতি বদাকার, দেখি অতি কদাকার॥

নিরন্তর কেবল অনল শিখা প্রজ্বলিত হইতে থাকুক্। ক্ষণমাত্রে যেন নির্ব্বাণ না হয়। তোমার প্রভাবে এই দেখ, আমি কেমন্ এক ব্যাপার করি,-গোহত্যা, ব্রহ্মহত্যা, গুরুহত্যা পিতৃহত্যা, মাতৃহত্যা, ভ্রাতৃ-হত্যা পুত্র-হত্যা, স্ত্রীহত্যা, জ্ঞাতিহত্যা কুটুম্ব-হত্যা এবং ভ্রূণহত্যা প্রভৃতি যত-প্রকার হত্যা আছে,—তাহার দ্বারা সমস্ত কুল একেবারে সমূলে নিপাত করিব।—কিছুই রাখিবনা, আমার-দিগের সম্পূর্ণ প্রভাব দূরে থাক্, আবির্ভাবের উদ্রেক্ মাত্রেই মানব ও মানবী সকলে এখনিই অত্যন্ত চঞ্চল হইবে, অধৈর্য্য হইয়া কার্য্য-সাধনের পথ দেখিতে পাইবেনা।

হিংসা।

হে নাথ! লোকের এ, যে, বিষম ভ্রান্তি,—আমার নিকট কোথায় শান্তি? বিপক্ষদিগের লক্ষ লক্ষ থাকিলেও কাক্-ক্রান্তি বলিয়া লক্ষ্য করিনে। আমি এই অরির-পথ রোধ করিয়া ব্রহ্মাণ্ডময় শরীর বিস্তার করিলাম।

লোভ।

(সভা মধ্যে স্বভাব প্রকাশ।)

সংগীতচ্ছলে বক্তৃতা।

বল বল, কিসে হবে, ক্ষুধা নিবারণ
কঠোর জঠরজ্বালা, করে জ্বালাতন

ধুয়া।

সাধ কোরে দিই গাল, এত চাল এত ডাল
এক দিনে গেল কাল, কি করি এখন?।
তেল, নুন, নাই ঘরে, হাঁড়ী ঠন্ ঠন্ করে,
মুছন করিতে হবে, সব আয়োজন॥
সকলে কি মুখ-বাঁকা কোথা গেলে পাব টাকা,
কার কাছে গেলে পাবি, পেটেপুরি ধন?।
চুরি কোরে আনি কড়ি, পাছে শেষ ধরা পড়ি
দিলে দাড় হাতে খড়ি করিবে শাসন
যতই বাড়িছে বেলা, ততই ক্ষুধার ঠেলা,
আজি বুঝি কপালেতে, হোলোনা ভোজন।
চল দেখি হাটে যাই, চিঁড়ে মুড়ি যদি পাই,
কাঁচা কলা খেয়ে তবে, বাঁচাব জীবন।
এই দেখি শত শত, বড় বড় ধনি যত
আমারে করেনা কেন, ধন বিতরণ।
গোয়ালার বাড়ী ওই, ভাঁড় ভরা ছানা দই,
চুপি চুপি কেন তাই, করিনে হরণ?।
ফলবাগে যত গাছ, ফলেছে বাছের বাছ
পুকুরেতে কত মাচ, না হয় গণন
গাছে উঠে ফল পাড়ি, জড় করি কাঁদি কাঁদি
যত পারি বাড়ি নিয়ে, করিব গমন।
পুকুরের কর্ত্তা যারা, এখানেতে নাই তারা,
ছিপ্ ফেলে ধরি মাচ, কে করে বারণ।
দেখে যদি ছিপ্ সুতো, না হয়,-মারিবে জুতো,
ধূলো ঝেড়ে চোলে যাব, মুদিয়ে নয়ন।

যা হবার তাই হয়, মিছে কেন [illegible] ভয়,
পেটে খেলে পিটে সয়, [illegible] বচন।
চুরি কোরে নহে চেঁড়ি, যে দিনে হেটেছি বেড়ী
না হয় অবার [illegible] খাটিব তখন॥
বেড়ী নয়, মল [illegible] মাটি কেটে, দিন [illegible]
কারাগার, যে আমার [illegible] শ্বশুর-সদন
হ্যাদে ওই থালখান [illegible]
দুদিন-তো হবে [illegible] যাপন॥
খাবার [illegible] প্রভৃতি আছে
শুনুতে [illegible] চিকন-বসন।
সবুজ, সফেদ, [illegible] ডোরাদার বেড়ে সাল,
[illegible] খেটো মভাজন॥
[illegible] কত কামেলের মেয়া যত,
উঠে উঠে [illegible] আনিতেছে, করিয়া যতন।
এসব সুখের [illegible]
তবে কেন করি মিছে, [illegible]॥
মনের দোকান [illegible] সোনা-টাকা কোটি
বেঁধে মোট, [illegible] ওরে, মন॥

[অন্যদিগে অবলোকন পূর্ব্বক]

এই দেখি [illegible] ছুটছে ঘোড়া,
হাতী, ঘোড়া, কত কত, করেছি ভক্ষণ।
কোথায় গিয়েছে [illegible] আবার উঠেছে জ্বোলে
দেরে দেরে [illegible] বাঁচাবে এখন॥
কটাক্ষেতে [illegible] এখনি ই আন্ আন্,
খান্ খান্ কোরে [illegible] এ তিন্ ভুবন।
প্রিয়তমা তৃষ্ণা [illegible] তার প্রাণপতি,
এই দেখ বুকে [illegible] করেছি স্থাপন॥
আমাদের হোয়ে বশ, মনের বিষয়-রস,
মুহূর্ত্তে ব্রহ্মা কোটি, করিছে সৃজন।
আমার কারণে তাঁর, নিদ্রা নাই একবার,
বাসনার পথে শুধু, করেন্ ভ্রমণ॥

দেহ হোলে নিদ্রাকুল, তবু নাই তায় ভুল,
স্বপনে আপন ভাব, করেন্ জ্ঞাপন।
আমাদের ঘোর বেগ, কিসে তিনি নিরুদ্বেগ,
মন বিনা এই বেগ, কে করে ধারণ?॥
হেন সাধ্য কার আছে, কে যায় মনের কাছে,
মনেরে প্রবোধ দিয়া, কে করে বারণ?।
যদি কেউ খড়িপেতে, কোনরূপে গুণে গেঁথে,
আকাশের কত তারা, করে নিরূপণ॥
যদি কেউ এ জগতে, উপায়েতে কোনমতে,
প্রতাপে করিতে পারে, বাতাস বন্ধন;
কোনরূপে যদি কেউ, জলধির যত ঢেউ,
রোধ করি একেবারে, করে নিবারণ॥
প্রকৃতির এ সংসারে, কোনরূপ অস্ত্রধারে,
যদ্যপি করতে পারে, আকাশ-খণ্ডন।
পূর্ব্বদিগে প্রাতে রবি, প্রভাবে প্রকাশে ছবি,
সে উদয় রোধ যদি, করে কোন জন॥
এসব সম্ভব নয়, সম্ভাবনা যদি হয়,
হয় হয় হোলো হোলো, কে করে বারণ।
মনেরে যে দেবে বোধ, লাঠি ধোরে আছে ক্রোধ,
করিবে আমার রোধ, কে আছে এমন?॥

[তৃষ্ণার মুখচুম্বন পূর্ব্বক ক্ষুধায় অত্যন্ত
কাতর হইয়া, অধোদিগে মুখ করিয়া
পেটে হাত দিয়া মুখভঙ্গিমা।]

ওরে, আর, যে, বাঁচিনে, পেট্
জ্বোলে যায়, জ্বোলে যায়, ওরে কিছু
দেরে, দেরে।

পেটের নিকটে আর, কিছুতে না পাই পার,
সমুদয় অন্ধকার, করি দরশন।
ঢুকিয়াছে ভস্মকীট, না মরে ক্ষুধার ছিট,
চুমুকেতে কত আর, করিব শোষণ॥

উঠিয়াছে খাই খাই না মেটে আশার খাই,
খাঁই খাঁই রবে সবে, ছাড়িছে বচন।
ঠাঁই ঠাঁই, উঁই উঁই, যেন পর্ব্বতের চাঁই,
কোথা হোতে এসে করে, কোথায় গমন? ॥
এই দেখি, এই এই, ক্ষণপরে নেই নেই,
এ খেয়ের খেই কেটা, করে নিরূপণ? ।
কেবা বাছে পচা, সড়া, কেবা বাছে বাসিমড়া,
যত পারি তত করি, উদরে ধারণ ।
ওই যে, ঠাকুর ঘরে, বামুনেরা পূজা করে,
বহুবিধ খাদ্য নিয়া, করে নিবেদন ।
ওতো কভু শুদ্ধ নয়, এঁটো করা সমুদয়,
কতক্ষণ আগে আমি, করেছি ভক্ষণ ॥
ওদের কুলের-বধূ, প্রফুল্ল ফুলের-মধু,
কেহ নাহি পায় যার, দেখিতে বদন।
কত দিন আগে আমি, হয়েছি তাহার স্বামী,
ঘরে বোসে, মনে মনে, করেছি রমণ ॥
ওবা পেয়ে খাট্ খানা, সুখে হোয়ে আট্ খানা
পোরে কত ঠাট্ খানা, করেছে শয়ন।
সকলের অগোচরে, সময়ের অবসরে,
কত দিন শুয়ে তায়, করেছি যাপন ।
দেবপতি তারাপতি, হোলো গুরুদারাপতি,
তাহে কিছু একা নয়, কামের সাধন ।
সম্ভোগে হইল লোভ, না ভুগিলে পায় ক্ষোভ,
সেধে কেঁদে পূজে ছিল, আমার চরণ ।
আমি জাগি সব্ব আগে, কাম, ক্রোধ, পরে জাগে
না চাগালে কেবা চাগে, সবারি মরণ।
মানসের ভালবাসা, মানসেই ভালবাসা,
আমার চরণে আশা, লোয়েছে শরণ ॥
বিধি, হরি, স্মরহর, সেবা করে নিরন্তর,
আমারে না দিয়ে কিছু, করেনা গ্রহণ ॥
যমের যে পুত্র হয়, যারে লোকে যম কয়,
সে যমের উচ্চপদ, আমার কারণ
আমার সেবক যারা, দারুণ দুর্জ্জয় তারা
চতুরতা কেবা জানে, তাদের মতন
ডুব্ দিয়ে জল খায়, শিব নাহি টের পায়!
নল-দিয়ে দুধ করে, উদরে পোষণ।
রেখে বস্ত্র অবয়ব, জিব দিয়ে চাটে সব
জিলিপির ফের-ভেঙে, করিবে ভোজন
পিতা, মাতা, দেব, গুরু, সবার উপরে গুরু
নিজ এঁটো, সকলেরে করে বিতরণ।

(এ বার আর এক দিগে চাহিয়া।)

ওরে ও, কার দোকান রে? কার দোকান?

বক্তৃতা-স্থলে সংগীত।

তাল একতালা।

হায় হায় মজিল নয়ন। কি করি এখন
বল কি করি এখন?।
হেনরূপ মনোলোভা, আহা মরি কিবে শোভা
জনমে করিনি কভু, হেন, দরশন॥
হায় হায় মজিল নয়ন।
আহা এই, নদী তটে, দোকান জাকালো বটে,
একেবারে খুলেগেল, ভুলেগেল মন।
বিম্বাধর, পানতুয়া, কাঁসিত-চন্দন,-চুয়া
ভাসিছে ক্ষীরের রসে, কিবে সুগঠন ॥
পাক্ বেধে কড়া কড়া, ভাজিতেছে ছানাবড়া
পড়ে রস, টস্ টস্, সুখের-কারণ।
স্বরূপ, চিবুক-তাজা, যেন বর্দ্ধমেনে-খাজা
অথবা, কি, সরভাজা, সুচারু-দর্শন।
মরি মরি কিবে নাসা, নিখুঁতি-সন্দেশ খাসা
মনোহরা, মনোহরা, শোভিতেছে [illegible]।

পয়োধর তিলেগজা, সাজানো রয়েছে মজা,
আয় আয় বোলে মন, করে আকর্ষণ॥
দেহেতে লাবণ্য-নীর, যেন পাতা সজোক্ষীর,
ঢল ঢল সর তায়, সুখের যৌবন।
এই ক্ষীর, এই সব, সুমধুর বস্তু ভর,
হায়, আমি কতক্ষণে, করিব ভোজন!॥
রবে নিশি স্থলে খোলা; সদাই রয়েছে খোলা,
এক মনে গড়িতেছে, কত শত মন
যাহি দেখি, দানা তোলা মনে মনে মনতোলা,
শুন মন, ওজনে কত, কেজানে কেমন?॥
সদাই দেখি মন এঁচে, যদি কিছু দেয় যেচে,
অপ্রতিগ্রাহী হোয়ে তবে, করিব গ্রহণ।
নো গেলেতো নয় নয়, যেতে এই করি ভয়,
উবাধ হয়, জিলিপি, জিলিপি, যেন মন॥

হে প্রিয়ে তৃষ্ণে! তুমি আপনার পরাক্রম এরূপে প্রকাশ কর, যেন কোনমতেই কাহারো মনে তৃপ্তি ও শান্তির উদয় না হয়।

তৃষ্ণা।

গীতস্থলে বক্তৃতা।

আমার এ পোড়া পেট, কিছুতেই ভরেনা।
কিছুতেই ভরেনা॥
আমার এ পোড়া পেট, কিছুতেই ভরেনা।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড চেলে, কাঁডি কোরে দেও ফেলে,
নিশ্বাসে করিব শেষ, এক কোণে ধরেনা॥
আমার এই পোড়া পেট, কিছুতেই ভরেনা।
কিছুতেই ভরেনা॥

ক্ষান্ত নই দিনে রেতে, বসেছি পাতোল পেতে,
—ই পরিবনা, কেঁডে আমার
যত পাই পেটে ভরি, সমুদ্র শোষণ করি,
তথাচ রয়েছে খালি, উদর ভাণ্ডার॥
কিছুতে না হয় তৃপ্তি, সন্তোষের কোথা দীপ্তি,
আমার ভয়েতে তারা, নিকটেতে চরেনা।
আমার এ পোড়া পেট, কিছুতেই ভরেনা।
কিছুতেই ভরেনা॥

কোনমতে নাহি আলি, কিসে হবে আৎখালি,
দশন-ঘষণে সব, করি চুর মার।
জঠর অনলে পুড়ে, ছাই হোয়ে যায় উড়ে,
কোথায় গিয়েছে তার, চিহ্ন নাই আর॥
উদরেই সমুদয়, কোথায় উদরাময়,
পেট ফাঁপা দূরে থাক, বাপ কভু সরেনা।
আমার এ পোড়া পেট, কিছুতেই ভরেনা।
কিছুতেই ভরেনা॥

বাসনার হোয়ে বশ, খেতেছি বিষম-রস,
করেছি অখিলময়, রসনা-বিস্তার।
তোমার বিক্রম যথা, শান্তির সঞ্চার তথা,
বিষম ভ্রান্তির কথা, বিশাল ব্যাপার॥
আমার কি আছে ঘুম, কেবল ভোগের ধূম,
যত পাই, তত খাই, আশা কভু মরেনা।
আমার এ পোড়া পেট, কিছুতেই ভরেনা।
কিছুতেই ভরেনা॥

[ক্রোধ, হিংসা, লোভ এবং তৃষ্ণার মহামোহের নিকট গমন।]

মহারাজ জয়জয়কার, জয়জয়-কার। আমরা সকলেই প্রণাম করি-

তৃতীয় অঙ্ক।

শান্তি এবং করুণার রঙ্গভূমিতে প্রবেশ।

শান্তি।

(জগদীশ্বরকে প্রণাম।)

হে জগদীশ্বর পরমাত্মন্! তোমাকে প্রণাম করি, আমার প্রতি প্রসন্ন হও।

(সভ্যগণের প্রতি উপদেশ পূর্ব্বক বক্তৃতা।)

হে জীব সকল! এই সংসারকে অনিত্য জ্ঞান করিয়া নিয়তই মরণকে স্মরণ কর,—মনের সকল অভিমান হরণ কর,—সন্তোষকে মনের মন্দিরে বরণ কর,—কেবল আনন্দবীথে চরণ কর,—জীবন জীবনবিম্ব-বৎ; নিশ্বাসের প্রতি বিশ্বাস নাই, এখনিই বিনাশ হইবে, অতএব যত পার ততই সৎকার্য্য সাধন কর,—ইন্দ্রিয়গণের বশীভূত হইয়া সৎকার্য্যের সৎকার্য্য করা উচিত হয় না, পরম প্রেমের প্রেমিক হও, সকলের প্রিয় হইয়া প্রেমপাশে সকলকে বদ্ধ কর!—এই জগতীধামে কে তোমার শত্রু আছে? তুমি কাহাকে শত্রু জ্ঞান কর? তুমি বিবেচনা-দোষে আপনিই আপনার শত্রু হইতেছ, কারণ দেহের কারণ না জানিয়া দেহেতে আত্ম-বোধ করত ঘোরতর অভিমানবশতঃ কেবল রিপুদিগকে চরিতার্থ করিতেছ!—এই অভিমান, এই অহঙ্কার, এই দম্ভ, ইহারা তোমার যত শত্রু, তত শত্রু আর কেহই নাই।—যদি এই রিপু-মণ্ডিত বপুরাজ্য পারিতোষিক স্বরূপ তোমার চিরপ্রাপ্ত-ধন হইত, তবে অহঙ্কার একদিন শোভা পাইত। মৃত্যু প্রতিক্ষণেই নিজ নিকটে অবস্থান করিতেছে, এখনিই মৃত্যুঞ্জয়ের চরণ-শরণ লও।

জগতের শোভা দর্শন কর,—কি বিনোদ-ব্যাপার-ব্যূহ বিলোকিত হইতেছে! কিন্তু এই অদ্ভুত ভূতের ব্যাপার দেখিতে দেখিতে ভূতে অভিভূত হওয়া উচিত হয় না। যিনি সকল ভূতের কর্ত্তা, ভূতাতীত ভূতনা

তাঁহারি ভাবে অভিভূত হও। রত্না-কর সমুদ্রে এবং এই রত্নময়ী-বসুধা-গর্ভে যে সকল রত্নরাজি রা-জিত আছে, তৎসমূহ একত্র করি-য়া সম্ভোগ করিলেও ক্ষণমাত্র যথা-র্থ সুখের সঞ্চার হইতে পারে না। এই বিচিত্র গগণক্ষেত্র-বিরাজিত চন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু. এবং বারি প্রভৃতি কি কখনো তোমাকে চিরসুখে সুখী করিতে পারে? কেননা মানব-কৃত কার্য্যজনিত অথবা প্রাকৃতিক-সু-খকে প্রকৃত-সুখের মধ্যেই গণনা করা যায়না, যেহেতু এই সমস্ত সুখ-অবিনাশি এবং অনন্ত নহে; ক্ষণে, ক্ষণেই বিনষ্ট হইতেছে, অথচ ইহা-তে কেবল দুঃখের অংশই অধিক, ঐ সমুদয় অনিত্য-সুখের বিচ্ছেদ-কালীন যেরূপ দুঃখের উদয় হয়, তাহা শরীর এবং মনের পক্ষে কত কষ্ট-দায়ক বিবেচনা কর।—হে মানব। বিশেষ প্রণিধান পূর্ব্বক এই অসার-সংসারে সংসারসম্বন্ধীয় সুখের আশা পরিহার কর। শুদ্ধ শুদ্ধচিত্তে এক অক্ষয়, অখণ্ড, অনন্ত, সুখ সম্ভোগ কর, যাহার সহিত দুঃখের কিছুমাত্র সংস্রব নাই।

এই মোহকরী মহী-মাতার মোহিনী-মূর্ত্তি দর্শন করিয়া কেন মোহিত হও?—এই ভবরাজ্য, এই সব ভব-কার্য্য যাহার দ্বারা অবধার্য্য হইতেছে; তাহার অনিবার্য্য অত্যা-শ্চর্য্য কার্য্য তাৎপর্য্য গ্রহণ কর।—বনে এবং উপবনে পুষ্পপুঞ্জ মকরন্দ ভরে প্রফুল্লিত হইয়া সুবাস দ্বারা কি আমোদ বিতরণ করিতেছে।—হে জীব তুমি এই ফুলের আমো-দে আমোদিত হইয়া কেন অঙ্গরাগ ও ইন্দ্রিয়যাগ করিতেছ? এই বিক-শিত কুসুমের মনোহর দ্যুতি দর্শন করিয়া এবং আঘ্রাণ লইয়া ভগবা-নের ভাবে গদ্গদ হও, এবং প্রেম-রূপ-পদ্মে তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম পূজা কর।

হে মনুষ্য! তুমি এই অলীক সুখময় বসন্তকালে ভ্রমরের গুণ গুণ ঝঙ্কার, কোকিলকুলের কুহু কুহু ম-ধুর ধ্বনি শ্রবণে এবং পূর্ণেন্দু-প্রক-টিত জ্যোৎস্নোজ্জ্বলিত সুবিমল র-জনী দৃষ্টে কেন প্রমত্ত হইয়া রিপু-কে বিকল ও চঞ্চল করিতেছ?—আহা! স্থির হও স্থির হও।—কো-কিল এবং ভ্রমরের সুধাময় সংগীত

স্মরণ কর, ইহারা তোমাকে ব্যাকুল করিবার নিমিত্ত জন্ম-গ্রহণ করে নাই, তোমাকে প্রিয়ভাষের-উপদেশ দিবার নিমিত্তই শুক হইয়া সৃষ্টিকর্ত্তার গুণ-গান করিতেছে। তুমি তাহারদিগের শিষ্য হইয়া প্রিয়বচনে অমৃত-বর্ষণ কর, এবং ব্রহ্মসংগীত গান-দ্বারা আপনি মুগ্ধ হইয়া সকলকেই মুগ্ধ কর, আর এই সুনির্ম্মল রজনীতে স্থির হইয়া একাগ্রচিত্তে জ্ঞানযোগে জগদীশ্বরের ধ্যান কর।

শাস্ত্রকর্ত্তা-জ্ঞানি-লোকেরা এই বসন্তকালে ভ্রমণের বিধি বিধি করিয়াছেন। যদি ভ্রমণ করিতে ইচ্ছা হয় তবে ভ্রমণ কর, কিন্তু কোন্ পথে ভ্রমণ করিতে হয় তাহার কিছু স্থির করিয়াছ?—দেখ, জগদীশ্বর জগৎ সৃজন করিয়া সর্ব্বজীবের সুখের জন্য "প্রবৃত্তি" এবং "নিবৃত্তি, এই দুটী পথ প্রস্তুত করিয়াছেন, ইহার কারণ যাহার যে পথে গমনে অভিরুচি হইবে, সে ব্যক্তি সেই পথেই গমন করিবে। হায়, কি আশ্চর্য্য! প্রাণিমাত্রেই প্রবৃত্তি-পথ পরিভ্রমণে প্রীত হইয়া প্রকর প্রযত্ন প্রচার করিতেছে। প্রায় কাহাকেই নিবৃত্তিপথের পথিক হইতে দেখা যায়না, কেনমা প্রবৃত্তিপথে পুনরাগমনের ব্যাঘাত নাই, নিবৃত্তিপথে ভ্রমণ করিলে, আর কোনমতেই আসার আশা থাকেনা, সুতরাং ইচ্ছাক্রমে কেহই তাহাতে অনুরত হয়না। যেমন কোন মনুষ্য বিদেশ-গমনের বিচার-কালে এরূপ বিবেচনা করে, যে এ পথে যাত্রা করিলে আমি অতি সহজে অতি শীঘ্রই গৃহে আসিতে পারিব, ও পথটা অতি ভয়ঙ্কর, কি জানি পাছে কোন বিড়ম্বনা হয়, দূর হউক্, আমার পক্ষে এই পথি ভাল,, সেইরূপ আশু-সুখকর-ব্যাপার-বৃন্দ বিলোকিত না হওয়াতে তোমার মনে নিবৃত্তিপথের নিবৃত্তি জন্মিয়া কেবল প্রবৃত্তিপথের প্রবৃত্তিই উদয় হইতেছে।

আহা, কি অযোগ্য-দুর্ভাগ্য। এই উভয় পথের মধ্যে কোন্ পথ অতি উৎকৃষ্ট ও অত্যন্ত সুখকর, তাহার বিচার কেহই করেনা। ওহে জীব! তুমি আর কতদিন মায়ার কুহকে পতিত থাকিবে? এই দণ্ডেই

আপনার কুপথ দেখ। অতি অলীক ক্ষণিক আমোদকর প্রবৃত্তিরূপ কণ্টকাকুল কুপথ ভ্রমণে আর কেন প্রবৃত্ত হও? এ পথের সুখ যাহা সে সকলি অনিত্য ও পরিণামে দারুণ দুঃখদায়ক। প্রবৃত্তিপথের পথিক হইলে কখনই নিত্যসুখের উৎপাদনকারক তারক-ব্রহ্মের নিকটস্থ হইতে পারিবেনা, ভয়ানক বনচর প্রভৃতি দস্যু সকল পথিমধ্যে তোমার সর্ব্বনাশ করিবে। নিবৃত্তিপথে কাঁটা নাই, হিংস্রক জন্তু নাই, এবং দস্যু নাই। সে পথ অতি পবিত্র, কোন ভাবনার বিষয় নাই। ঐ সত্য সুখময়-সুন্দর সুপথে যাত্রা করিলে অবিলম্বেই পরমপ্রেমময় পরমপুরুষের সমীপস্থ হইবে। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে তুমি একেবারেই কৃতকৃতার্থ হইবে, ভববন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া সন্তোষ-সদনে অখণ্ড ব্রহ্মানন্দ ভোগ করিবে।

তুমি প্রবৃত্তিপথে প্রবিষ্ট হইয়া সংসার-সুখের আস্বাদনে তৃপ্ত হইতেছ, কিন্তু ইহাতে কিছুমাত্র রস নাই, বিষম-বিরস, এই পন্থা যে সংসার-কাননের চতুর্দ্দিক দিয়া গমন করিয়াছে, সেই বনে হিম, শিশির, বসন্ত, গ্রীষ্ম, বর্ষা এবং শরদ, এই ছয় ঋতু যথা-রীতিক্রমে নিয়মিত সময়ে স্ব স্ব স্বভাব প্রকাশ করিয়াথাকে বটে, তন্মধ্যে পাঁচ ঋতু তোমার পক্ষে অত্যন্ত ক্লেশকর, শুদ্ধ এক সুরভিকাল যৎকিঞ্চিৎ আহ্লাদজনক, কেননা তুমি এই কালে নব নব নয়ন-বল্লভ-পল্লবমঞ্জরীমগুলমণ্ডিত-নবনব সুচারু-সুন্দর--সুরভি--ফুল্লফুলদল--সুশোভিত-মৃদুমৃদু-- মলয়ানিল-সেবিত-মধুপানমত্ত--মধুকর--নিকর- গুঞ্জিত-কোকিলকুল-কলকুজিত-কমনীয়-কুঞ্জ-কাননে কুটিল-কুন্তলা কুরঙ্গাক্ষী-কুল-কামিনীকুল-কর-সঞ্চারণ-পুরঃসর বিহার-সুখে সুখী হইতেই ইচ্ছা কর, কিন্তু তুমি জাননা, এ বসন্ত তোমার পক্ষে কৃতান্ত সম, শ্রীমন্ত নহে।— তুমি নিতান্ত ভ্রান্ত, যাহা সুধাময় জ্ঞান করিতেছ, তাহা তোমার পক্ষে অতিশয় বিষময় নিরয়-নিলয়।

তুমি নিবৃত্তিপথ অবলম্বন কর, তাহাতে তোমার সমূহ-শিক্ষ সম্ভাবনা, এই বর্ম্মে কোন ঋতুর প্রাদুর্ভাব নাই, বর্ষাতেও হর্ষের অবধি নাই, শরদেও আমোদের হ্রাস নাই, হেমন্তেও সন্তোষের অন্ত নাই, এবং

উঠ উঠ উঠ, জীব, চড় জ্ঞানরথে।
ভ্রমণ করিতে চল, নিবৃত্তির-পথে॥

গীত।

রাগিণী বেহাগ। তাল আড়া।

তোমার ভোগের নহে, এভব বিভব,
ভাবের ভবন-ভব, স্বভাবে সম্ভব।
তুমি আমি নাহি রব, রবে মাত্র এক রব,
যত সব, তত শব, এই সব, এই শব॥ ১
ধরি হে চরণ তব, মন,হে প্রসন্নভব,
কাম আদি মনোভব, কর পরাভব॥ ২

করুণা।

পরমেশ্বরের স্তব।

হে জগদীশ্বর! তোমাকে প্রণাম করি, সদয় হও। হে করুণাময় করুণাকর! আমার প্রতি করুণা কর, —দুঃখহর, দুঃখ হর। আমাকে কৃপার আলোকে এই ভূলোকে পুলকে পূর্ণ কর। হেনাথ! নিরন্তর আমার অন্তরে থাকও, আমার মনের সঙ্গে কথা কও। তুমি অনাথবন্ধু, করুণাসিন্ধু, বিমলেন্দু, সুধাসিন্ধু,— আমাকে বিন্দুসুধা দান কর,—একেবারে ক্ষুধা হর,—আমার অপরাধ ক্ষমা কর,—প্রণিপাত রূপ উপহার ধর।

আহা! তোমার সৃজিত এই স্বভাব স্বভাবে কি শোভা প্রকাশ করিতেছে! মনের সকল সন্তাপ হরিতেছে,—জীব সকল মনের সুখে চরাচরে চরিতেছে,—বিচিত্র বিশ্ববাসে কতই অদ্ভুত-ভাব ধরিতেছে,—সকলেই সানন্দে সরলচিত্তে তোমাকে স্মরিতেছে,—প্রকৃতির ক্রোড়ে ক্রীড়া করত উষা কি চমৎকার ভূষা পরিতেছে!—চারুতরু-বিরাজিত বিকসিত-কুসুম হইতে কি মধুর মধু ক্ষরিতেছে!—ক্ষুধাতুর বিহঙ্গ, পতঙ্গ, কীটাদির উদর-সমুদ্র ভরিতেছে,—আহা! তোমার অত্যাশ্চর্য্য কার্য্য দৃষ্টে সাধু সমূহের নয়ননীরদে নিরন্তর দরদর নীরধারা ঝরিতেছে,—ভাবকগণ তোমাকে ভাবনাপথে ভাবনা করত ভয়ঙ্কর-ভবপাশ হইতে অনায়াসেই তরিতেছে।

আহা! পূর্ব্বভাগে গগনের উপর ধ্বান্তহর গুণাকর দিনকর করনিকর বিস্তার করত কি এক নয়নপ্রফুল্লকর মনোহর ভাস ভাসিতেছে।—দারুণ দুঃখের আধার-স্বরূপ অন্ধকার,য নাশিতেছে,—বোধ হয় তমিরারি তিমিরকে সহস্রকরে ধারণ না

আপন উদরে আসিতেছে,—শাসক হইয়া তোমার এই সংসার-রাজ্য শাসিতেছে।—এই মহির মহির মনের মালিন্য মোচন-মানসে পূর্ব্ব হইতে অতি অপূর্ব্বভাবে ক্রমে ক্রমে পশ্চিম-দিগে আসিতেছে।—মিত্র মিত্রের মুখ দেখিয়া দিবা কিবা হাসিতেছে! আলোক-দ্বারা তাপন আপন আগমন জ্ঞাপন করাতে সমল-কমল অমল হইয়া কমল-হৃদয়ে মধুভরে লগন প্রকাশ পূর্ব্বক প্রেমানুরাগে ভাসিতেছে,—গুণ্‌গুণ্‌রবকর-মধুকরনিকর মধুপানানন্দে মুগ্ধ হইয়া গুণ্‌গুণ্‌স্বরে তোমার অনন্ত গুণ ভাবিতেছে।

হে দয়াময়! তোমার অব্যক্ত কৌশলে এই পৃথিবী-সতী নিয়তই স্থিরভাবে রহিতেছে,—সর্ব্বংসহা হইয়া সকল ভার সহিতেছে—জগৎ-প্রাণ-পবন স্বকীয় শীতল-স্বভাবে অনবরতই শ্বণ্ শ্বণ্ শব্দে বহিতেছে,—হুতাশন আপনার প্রখর-প্রভাব ধারণ করত উত্তাপ-দ্বারা দিক্ সকল দহিতেছে,—ঐ অনলের উত্তাপ বারণ কারণ বিশ্বজীবন জীবন নদ-নদী নির্ঝর-রূপ বদন ব্যাদন করত কলকল-রব-দ্বারা "ভয় নাই, ভয় নাই, ভয় নাই" এই কথা কহিতেছে,—আহা! জলে, স্থলে অনলে, অনিলে, আকাশমণ্ডলে কি অদ্ভুত কার্য্য কলাপ উদ্ভূত হইতেছে!—ভূত সকল কি অদ্ভুতভাবে পরস্পর পরস্পরের আশ্রয় লইতেছে।

হে নির্ব্বিকার-নিরাকার-নিরাধার-মূলাধার-সর্ব্বাধার সর্ব্বসার!—তোমার প্রণীত এই অসার-সংসার যে প্রকার চমৎকার শোভার-ভাণ্ডার, তাহার উল্লেখ কি করিব আর! মরি, মরি! নমস্কার, নমস্কার,—তোমার অপার মহিমার সুসার কৃপার বিস্তার ব্যাপার বর্ণনা করিবার সাধ্য ইবা কার?—আমি স্বভাবে জ্ঞানহীন—অতি দীন—সহজে মলিন—ভজনাবিহীন—উপাসনা-কল্পে অত্যন্ত ক্ষীণ,-রিপুর-অধীন।—এত-দিন কি করিলাম?—মিথ্যা কাল হরিলাম?—স্থিরচিত্তে তোমাকে ভজিলাম না,—তোমার ভক্তিরসে মজিলাম না,—দিন দিন দিন যতই নিকট হইতেছে, কাল ততই দেহের বল হরণ করিয়া লইতেছে।

হে অনাথনাথ—জগন্নাথ! তোমার এই ভাবময় ভবভাণ্ডারে যাহা

দর্শন করি—যাহা সম্ভোগ করি—তা হাই কি আশ্চর্য্য আহা মরি মরি!—এই জগতের বিচিত্র শোভা, কি মনোলোভা!—আহা! কি অদ্ভুত কালের সৃষ্টি!—শরদ, শিশির, বসন্ত, নিদাঘ, বৃষ্টি,—এই সকল কাল কি মনোহর! জীবের পক্ষে কি শিবকর! এই গ্রীষ্ম ভীষ্ম হইয়া যদিও দেহির দেহ দহে,—তথাচ গ্রীষ্ম ভীষ্ম হইয়া ভীষ্মই নহে,—এই নিদাঘে ধরা কি মনোহরা হইয়া আপন হৃদয়ে নানারূপ শস্য, মুল, ফল, নির্ম্মল-জল ধারণ করিতেছেন,—আমাদিগের ক্ষুধা তৃষ্ণা হরিতেছেন,—আহা! বর্ষা সময়—কি রসময়!—সুধার-সুধার বৃষ্টি করিয়া সৃষ্টি রক্ষা করিতেছে।—অবনীর সকল সন্তাপ হরিতেছে।—সুখময় শরদ—জীবের পক্ষে কি বরদ!—এই কালে ধরণী জননী শস্যশালিনী হইতেছেন,—আমাদিগের জীবিকার ভার লইতেছেন।—হিমঋতু—কি সুখের হেতু!—নিশির শিশির কৃষির পক্ষে কি কল্যাণ করে!—সমুদয় অভাব হরে।—ঋতুকান্ত—কান্ত—যাহার নাম বসন্ত।—সেই কান্ত—কি কান্ত! এই বসন্তে স্বভাব কি সুন্দর স্বভাব ধরে।—শোভায় মানস হরে। কানন পুষ্পরূপ—আনন প্রকাশ পূর্ব্বক গুঞ্জস্বরে—তোমার গুণ ব্যাখ্যা করে।

এই স্থিরকাল চিরকাল সমভাবে স্বস্ব ভাবে ভাব ধরে। কত যুগ, কত বর্ষ, কত অয়ন, রাশিরাশি কত রাশি, লক্ষ লক্ষ কত পক্ষ, বারবার কত বার—দিন দিন কত দিন প্রকাশ করে।—কাল কাল কতই কাল।—ছয় ঋতুয় ছয় কাল,—দিবাকাল,—নিশাকাল,—উষা-কাল,—উষসী-কাল।—এই এই—সেই সেই,—সেই সেই,—এই এই,—এই কাল—সেই কাল—সেই কাল এই কাল,—এইরূপে একাল ওকাল—সেকাল আর কত করিব? কাল-কাল করিয়া আর কত কাল কাল হরিব? যে কাল দিবস-কাল, সেই কাল রাত্রি-কাল, সেই কাল প্রাতঃকাল, সেই কাল সন্ধ্যা-কাল, কাল কাল সেই কাল, সেই কাল মহাকাল।

হে কালপাল কালেশ্বর! এই কালের পরিবর্ত্তনীয় ভাতি কি রমণীয়! ইহার প্রত্যেক কালের কান্তি কি কমনীয়! আহা! বিভাকরের বিভা

দ্বারা কিবা কিবা শোভা ধরিয়াছে! বোধ হয় সুচারু শ্বেতশতদল-সহিত বিমলরক্তোৎপল-মিলিত হার পরিয়াছে।—উর্দ্ধভাগে তপ্তকাঞ্চন রেখা-বৎ কি এক অগ্নিচক্র জ্বলিয়েছে,—খরতর করভঙ্গিমাদ্বারা প্রাণি-পুঞ্জের নয়ন-নীরজকে ছলিতেছে,—দিবাকরের করে পুষ্পপ্রকর প্রফুল্ল হইয়া পবন-হিল্লোলে মকরন্দ-ভরে টলিতেছে,--টলিতেছে,--তাহার বাস পাইয়া বাস ছাড়িয়া পতঙ্গগণ পতঙ্গ-প্রেয়সীর অন্বেষণে চলিতেছে,—বনে বনে কত কলিকা দলিতেছে,—কুহু-কুহু-কলরবকারি-কলরব কদম্ব কি সুধাস্বরে কুহুকুহু কলিতেছে!—তচ্ছ্রবণে প্রেমিকপুঞ্জ প্রেমরসে গলিতেছে,-নিরন্তর বিশুদ্ধ-বদনে তোমাকে সাধু সাধু বলিতেছে।—তাহারদিগের চিত্তরূপ-বৃক্ষশাখায় বাঞ্ছা-ফল ফলিতেছে।

হে হরি!--মরি মরি! বিভাবরী কি সন্তোষকরী! এই যামিনী মনুষ্য সুখদায়িনী-সর্ব্বদুঃখ সংহারিণী-তুষ্টিকারিণী-সুপ্তিপ্রসবিনী। জগতের তিমিরহর-শোভাকর-সুধাকর সুধাকর নিশাকর কি মনোহর! এই কুমুদ-বিকচকর শশধর কি বিনোদ-ভা প্রকটন করে!—মনের সকল অ কার হরে। শ্রান্তির শান্তি করে,-কান্তির-দ্বারা নয়নের ভ্রান্তি হরে। যখন আকাশে ঈক্ষণ করিয়া দেখি সুচারুরূপে নক্ষত্র সকল উঠিয়াছে তখন অনুমান হয়, বিশ্ববৃক্ষের উ শাখায় ফুল সকল ফুটিয়াছে।—যখ দৃষ্টি করি, চক্রাকারে চন্দ্রমণ্ডল জ্বলি য়াছে, তখন বোধ হয়, এই পরম ক্রমের চরম-শাখায় একটি ফ ফলিয়াছে।

ত্রিপদী।

কোথা হে ভবের পতি, কি হবে আমার গ
পাপে পূর্ণ মানসের-পুর?।
দৃষ্টি করি আমা পানে, দেখা দিয়া দয়া-দানে
দুখিনীর দুঃখ কর দূর॥
ভাবের ভাবনা ভরে, যে তোমার ভাব ধরে,
সাধু সাধু, সাধু তারে কই।
তেমন যে সাধু হয়, তারে বলি সদাশয়,
আমি তার কেনা-দাসী হই॥
কি ভাবে ভাবিব ভাব, কি ভাবে তোমায় পা
ভাবিয়া না বুঝি হিতাহিত।
প্রভু হে প্রণাম লহ, অহরহ দেহে রহ
কথা কহ, মনের সহিত॥
দেহ সার উপদেশ, উদ্দেশেতে হোক্ ক্লেশ
দেশ দেশ ভ্রমিতে না হয়।

কৃপণের পিতা যিনি, পুত্রহীন কাজে তিনি,
কখনো কি কন ইনি, তনয় আমার? ॥
ধন-ভোগ নাহি করে, পাপ-ভোগ ভুগে মরে
কৃপণ আপন নাহি, হয় আপনার।
অদাতা অধম জন, মাটি খুঁড়ে পোতে ধন,
তার মাঝে প্রয়োজন, কত আছে তার ॥
কা পোতে লোকে কয়, মাটি খোঁড়া সেতো নয়
অধ-গমনের পথ, করে পরিষ্কার।
"কমলা" বচন ধর, সকলের দুখ হর,
অচলা হইয়া কর, জগতে বিহার ॥
প্রকাশিয়া নিজ-স্নেহ, ধন, ধান্য দেহ দেহ,
কভু যেন নাহি কেহ, থাকে অনাহার।
সমভাবে ববে সব, কারো না বিপদ ভবে,
উথুলে উঠুক ভবে, সুখ-পারাবার ॥
লক্ষ্মীহীন, যত দীন, কত কষ্টে কাটে দিন,
সংসারে তাদের হয়, সকলি অসার।
লক্ষ্মীছাড়া সবে কয়, সমাদর নাহি রয়,
পূজ্য সেই বিশ্বময়, লক্ষ্মী আছে যার ॥
ধন বলে বল ধরে, দরিদ্রের দুঃখ হরে,
হিতকর কর্ম্ম করে, অশেষ প্রকার।
ধনেতে ধর্ম্মের যোগ, ধনে হয় স্বর্গ-ভোগ
এই ধন সুবিমল, সুখের আধার।
কৃপা কর যারে, ভোগ, মোক্ষ, দেহ তারে
কর তার একেবারে, ত্রিতাপ সংহার ॥
লক্ষ্মি! তাই কই, "লক্ষ্মীছাড়া" যদি হই
"দয়াময়ী" নামে হবে, কলঙ্ক অপার।
তা কর কেন?, "কৃপা দৃষ্টি" রাখ হেন,
"লক্ষ্মীছাড়া" নাম যেন, না হয় প্রচার ॥

[চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া।]

হে সজলা-নদি, নদ, সরোবরাদি জলাশয় সকল! আমি তোমাদিগকে প্রণাম করি,—আহা! ধন্য ধন্য, তোমারদিগের করুণার কথা কি কহিব? তোমরা কত কত জলচরকে বক্ষঃস্থলে স্থানপ্রদান পূর্ব্বক অভ্যন্তরে ধারণ, পালন, চালন করিতেছ, তোমরা জীবন-বহন করিয়া জীবের জীবন রক্ষা করিতেছ। মানবগণ তোমারদিগের কৃপায় ও সম্পূর্ণ সাহায্যে নৌকাযোগে শত শত নিজ নিজ অভিলষিত এবং কত শত দেশহিতজনক-মাঙ্গলিক-কর্ম্ম সুসম্পন্ন করিয়া সুখ-সৌভাগ্য-সম্পদ করত সানন্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। হে জলনিধি রত্নাকর! তুমি স্বভাবে যেমন স্বয়ং অপার, সেইরূপ তোমার কৃপাও অপার হইয়াছে।

হে প্রভাকর! তোমাকে প্রণাম করি, তোমার তুল্য করুণাময় আর কাহাকেও দেখিতে পাইনা, তুমি সদাসাক্ষী লোকলোচন-জ্যোতির্ম্ময় হইয়া এই চরাচর বিশ্ব-সংসার প্রচার করিতেছ, তুমি সহস্র করে লবণ সমুদ্রের জলাকর্ষণ পূর্ব্বক বাষ্পাকারে মেঘ সঞ্চারদ্বারা পুনর্ব্বার সুধা বৃষ্টির সৃষ্টি করিয়া সৃষ্টি রক্ষা করিতেছ,—

তুমি অচল সচল সকল পদার্থেই সমান রূপে প্রকাশ করিতেছ, তুমি আপনি অন্ন হইয়া সুপর্য্যাপ্ত-অন্ন জল প্রদান করিয়া প্রাণিপুঞ্জের প্রাণ রক্ষা করিতেছ।—নিশাকর সুধাকর কেবল তোমার কৃপাতেই সুধার আধার হইয়া রজনীর অন্ধকার সংহার এবং আর আর অশেষ প্রকার উপকার-সাধন করিতেছেন।

হে জননি-ধরণি! তোমার ধারণা শক্তি, সহ্যগুণ, ধৈর্য্যগুণ, দাতৃত্বগুণ, তুলনা-রহিত হইয়াছে। এত অত্যাচার সহ্য করিয়া কখনই বিরক্ত হওনা, অনবরত কেবল দান করিতেছ। তুমি দাতব্যের ভাণ্ডার খুলিয়া বসিয়াছ, যে যত পারিতেছে, ততই লইতেছে, কি আশ্চর্য্য! ইহাতে ক্ষণমাত্র কাতর হওনা। মাগো! তুমিই সাক্ষাৎ করুণাময়ি ব্রহ্মরূপা।

হে ভাই তরু সকল! হে ভগিনি লতা-সকল! তোমরা এই পরমপ্রিয় প্রচুর-প্রেমকর করুণার কার্য্য কাহার নিকট শিক্ষা করিয়াছ? মূলের ছালের, ডালের-পত্রের, ফুলের ও ফলের ভাণ্ডার মুক্ত করিয়া সমস্ত জীবের অশেষবিধ উপকার করিতেছ। সাধু সাধু, তোমারদিগের এই কারুণ্যগুণে আমার অন্তঃকরণ কৃতজ্ঞতা-রসে আর্দ্র হইতেছে। আহা! আহা! তোমারদিগের আশ্রয়ে বিশ্রাম করিয়া পথশ্রান্ত জনেরা অসহ্য ক্লেশ নিবারণ পূর্ব্বক সময় বিশেষে কি পরম-সন্তোষ লাভ করিতেছে? ইহার অপেক্ষা আর অধিক মহত্ত্ব কোথায় আছে? যাহারা অস্ত্রাঘাতে সংহার করিতেছে, তোমরা তাহারদিগেরো বিবিধ বিধায়ে কল্যাণ-বিধান করিতেছ।

পয়ার।

ভাবি বিনা, স্বভাবের ভাব কেবা ধরে?।
জ্ঞানি বিনা, জ্ঞানপথে কেবা আর চরে?॥
বর্ষা বিনা, সাগরের উদর কে ভরে?।
মাতা বিনা, সন্তানের আদর কে করে?॥
রবি বিনা, জগতের ধ্বান্ত কেবা হরে?।
দাতা বিনা, দরিদ্রের দুঃখে কেবা মরে?॥

প্রভাতে উঠিয়া করি, হাস্য পরিহাস।
সে-দিন করিতে হয়, যদি উপবাস॥
যায় যায় উপবাসে, দিন যাবে যাবে।
সাধু সহ সদালাপে, কত সুধা খাবে॥
অমৃত-ভোজন করি, যদি যায় দাঁত।
হরিগুণ লিখিয়া, সদাপি যায় হাত॥
যায় দাঁত, যায় হাত, ক্ষতি কিছু নাই।
লেখ লেখ, হরি গুণ, সুধা খাও ভাই॥

লক্ষ্মীছাড়া যদি হও, খেয়ে আর দিয়ে।
কিছু মাত্র সুখ নাই, হেন লক্ষ্মী নিয়ে॥
যতক্ষণ থাকে ধন, তোমার আগারে।
নিজে খাও, খেতে দেও, সাধ্য-অনুসারে॥
ইথে যদি কমলার, মন নাহি সরে।
"প্যাচা" নিয়ে যান্ তাড়া, কৃপণের ঘরে॥

গীত।

রাগিণী খাম্বাজ। তাল ঝাঁপতাল।

জানা গেল যত, করুণাময়, করুণা তোমার হে।
নামের মহিমা যদি না ধরিবে,
কাতরে করুণা যদি না করিবে,
জীবের যাতনা যদি না হরিবে,
অনাথ ভবে হে কেমনে তরিবে,
তোমা বিনে আর কাহারে স্মরিবে,
বলনা কে আছে আর হে? ১

ভবের ব্যাপারে হয়েছ ব্যাপারী,
বিষম-ব্যাপার বুঝিতে না পারি,
মূলধন কোথা মনে না বিচারি,
লাভের ব্যাপারে মানিলাম হারি,
অসার-সংসারে করেছ সংসারী,
কেমনে পাইব সার হে? ২

মলেম্ মলেম্ হলেম্ মাটি,
পায়ের বন্ধন কেমনে কাটি,
নিয়ত মারিছে মাথায় লাটি,
কারাগারে পোড়ে কেবলি খাটি,
খাটাখাটি কোরে খেটে মরি শুধু,
খাটি কর একবার হে। ৩

গৃহস্থ করেছ দিয়ে গৃহ ঘর,
সকলি আপন, সকলি-তো পর,
নিজ নিজ ভাবে কহে পরস্পর,
কারে বলি নিজ, কারে বলি পর,
জনক, জননী, সুত, সহোদর,
শত শত পরিবার হে। ৪

ভোগের সম্ভব থাকিতে ভবে,
বিষম-ব্যাকুল কেন হে তবে,
কি হোলো, কি হোলো, কি হবে, কি হবে,
কারে দিব ভার, কে ভার লবে,
দেখ আহা সবে, আহা, হাহা রবে,
কত করে হাহাকার হে। ৫

সকলেরি দেখি মলিনমুখ,
বিপুল-বিষাদে বিদরে বুক,
ঐহিক-সম্পদ ভোগের সুখ,
তাহাতে দিতেছ দারুণ দুখ,
ভোগেতে বঞ্চনা, যোগেতে বঞ্চনা,
লাঞ্ছনা হইল সার হে। ৬

বিষয়ী করিয়া দিলেনা বিষয়,
তায় কি আছে বিশেষ বিষয়,
এই বড় নাথ দুখের বিষয়,
বুঝিতে পারিনে তোমার বিষয়,
ভারী হোয়ে ভার নানিলে যদি,
কারে দিব তবে ভার হে? ৭

দিলেনা, হোলোনা, সুখের সুভোগ,
ভোগ করি শুধু, আপন কুভোগ,
এখনো রয়েছে যোগের সুযোগ,
সে যোগে কেন হে, না হয় সুযোগ,
ভোগে কম্মভোগ, যোগে অনুযোগ,
এ যোগাযোগ কার হে? ৮

ভোগের সুভোগ আর তো ধরিনে,
যোগের সুযোগ আর তো করিনে,
অসার আশায় আর তো মরিনে,
বাচরে আমি আর তো চরিনে,

আমি ছাড়ি আমি, তাই কর তুমি,
যা হয় সুবিচার হে। ৯
আর কি হে, আমি, এ, আমি রব,
আর কি করিব, এ, আমি, রব,
আর কি তোমারে, আমি হে কব,
একেবারে নাথ, শেষ কোরে সব,
মুখে আমি ভব, ভব নাম লব,
সুখে হব ভব-পার হে। ১০

শান্তি।

[কাঁদিতে কাঁদিতে।]

মা জননি শ্রদ্ধে!—তুমি এখন্ কোথায়? ওমা, মাগো, তুমি কোথায়! তুমি কোথায় আছ গো?—জননি একবার আমাকে দেখা দও। স্নেহের বচনে আমাকে তৃপ্ত কর। গাভী চণ্ডালের হস্তে পতিত হইলে সে কি আর জীবিত থাকে? তুমি এখনো কি বেঁচে আছ মা? আমি তোমাকে সর্ব্বত্র অন্বেষণ করিতেছি, যে কাননে ব্যাধ নাই, হিংসা নাই, পাপের প্রসঙ্গ মাত্রই নাই।—হরিণাদি মৃগ সকল নির্ভয়ে নব নব শ্যামল দুর্ব্বাদল ও নির্ম্মল-শীতল-জল আহার করিয়া মনের সুখে চরণ করে। মুনি ঋষিদিগের যাগ যজ্ঞের আশ্রম। সুপবিত্র গঙ্গাদ্বার। বারাণসী প্রভৃতি পুণ্যক্ষেত্র তীর্থ সকল। এই সমস্তই ভ্রমণ করিলাম। ওমা! মাগো! আমি বুঝি এতদিনে মাতৃহীন হইলাম! আমি তোমা ভিন্ন ক্ষণার্দ্ধকাল প্রাণ ধরিতে পারিনা। এখন আর আমার এ জীবনে কি প্রয়োজন? আমার কপালে কি এই ছিল! মাগো! তুমি আমাকে এক মুহূর্ত্ত না দেখিলে স্থির থাকিতে পারনা। আমি না খেলে খাওনা, না ঘুমালে ঘুমাওনা, আমা ছাড়া তোমার স্নান ভোজনাদি কিছুই হয়না। হায় কি বিড়ম্বনা! কি বিড়ম্বনা! আমি জননীশোকে ত্রিভুবন শূন্য দেখিতেছি, সকলি অন্ধকারময়। আরে ও পাপ প্রাণ! তুই এখন্ আর কেন আমার এই দেহে থাকিস্! এখনি বিদায় হ। বিদায় হ। আমার জননী যে পথে গমন কোরেছেন, আমি সেই পথে গমন করি।

হে সখি করুণে! তুমি শীঘ্রই চিতা সজ্জা কর। আমি তাহাতে প্রবেশ করিয়া এখনিই প্রাণ পরিত্যাগ করি। আর আমি এই দুঃসহ মাতৃ-বিচ্ছেদ-শোকানলে দগ্ধ হইতে পারিনে।

করুণা।

সজলনয়নে।

হে সখি!—তুমি আর কেন এই বিষমতর বিষবাক্যের যাতনায় আমাকে জর জর কর? তোমার কথায় আমি অত্যন্ত কাতর হইতেছি। আর মন প্রবোধ মানেনা, স্থির হইয়া ধৈর্য্য ধরিতে পারিনে। সই, আমাতে আর আমি নাই, মৃতবৎ হইয়াছি। সখি শান্তি! তুমি স্থির হও, স্থির হও। মন্‌কে প্রবোধ দেও। তোমার কোন ভয় নাই। তোমার জননীর কোন অমঙ্গল হয়নাই, বোধ করি তিনি প্রবল-শত্রু মহামোহের ভয়ে কোন বিশুদ্ধ-স্থান বিশেষে গোপনে অবস্থান করিতেছেন, তুমি ক্ষণকালমাত্র ধৈর্য্য ধরিয়া এইখানে বাস কর, আমি একবার সুন্দররূপে সর্ব্বত্র তাঁহার অনুসন্ধান করি।

শান্তি।

ত্রিপদী।

বল সই কোথা যাবে, কোথা গেলে দেখা পাবে
কোথায় করিবে অন্বেষণ?।
তীর্থ আদি সব ঠাঁই, কিছু আর বাঁকি নাই,
সমুদয় করেছি ভ্রমণ॥

বানপ্রস্থ, ব্রহ্মচারী, যতি আর গৃহধারী,
ঘুরিলাম সবার আশ্রম।
বনে বনে স্থলে জলে, শূন্য আর রসাতলে,
কতই করেছি পরিক্রম॥
চোখে দেখা থাক্ দূরে, ত্রিভুবন ঘুরে ঘুরে,
কোনখানে সন্ধান না হয়।
সবারি নিদয়-দেহ, একবারমুখে কেহ,
ভুলে তাঁর নাম নাহি লয়॥
গঙ্গাতীর আগে যত, দেখিয়াছি শত শত,
মুনিগণে ছিল সুশোভিত।
কি কহিব আহা, আহা, এখন কেবল তাহা,
তৃণ আর কণ্টকে পূরিত॥
কোথা যজ্ঞ, কোথা যাগ, কোথা সেই অনুরাগ,
ভোগ-রাগে শুধু অভিলাষ।
কোথায় যজ্ঞের ধূম, রন্ধনে পড়েছে ধূম,
সেই ধূম ব্যাপেছে আকাশ॥
মা জননী শ্রদ্ধা যিনি, আর কি আছেন তিনি,
আর কি দেখিব তাঁর মুখ?।
মিছে কেন দেহ ধরি, সলিলে ডুবিয়া মরি,
সহেনা সহেনা আর দুখ॥
জননী না থাকে যার, এ সংসার মিথ্যা তার,
দেখে সব অন্ধকারময়।
ক্ষুধায় সুধায় ডেকে, রক্ষা করে বুকে রেখে,
আর কি তেমন্ কেহ হয়?॥
কত কষ্টে দশ-মাস, গর্ভবাসে দিয়ে বাস,
কত কষ্টে করেছে প্রসব।
কতরূপ কষ্ট নিয়া, স্তনের অমৃত দিয়া,
বাঁচায়েছে শরীর-বিভব॥
কিছু পীড়া হোলে পরে, কত মাথা-খুঁড়ে-মরে,
জলবিন্দু নাহি করে পান।
ভাল হোলে পুজা নিয়া, কালীর মন্দিরে গিয়া,
বুকচিরে রক্ত করে দান॥

সন্তানের সুখে সুখী, সন্তানের দুখে দুখী,
সন্তান বাঁচিলে বাঁচে প্রাণ।
যার কাছে যথা যাই, যেদিগে ফিরিয়া চাই,
কেহ নাই মায়ের সমান ॥
দিবাকর, নিশাকর, তোমাদের ধরি কর,
বল বল, যাই কার কাছে?।
বল মাতা-বসুমতি, কোথায় করিব গতি,
আমার প্রসূতি কোথা আছে? ॥
লতা আর তরুবর, সহোদরা, সহোদর,
পরস্পর পর কেহ নও।
তোমরা আমার মার, জান যদি সমাচার,
মাতা খাও, সত্য তবে কও ॥
অচল, সচল যত, চরাচরে শত শত,
সকলেতো করিছ বিহার।
বল বল সবিশেষে, কোন বেশে, কোন্ দেশে
রয়েছেন্ জননী আমার? ॥
ওগো ওগো, মাগো মাগো, জাগো জাগো,
মনে জাগো, আছ তুমি কোথায় এখন্?।
দেবতার একি দ্বেষ, এই কি হইল শেষ,
আর কি পাবনা দরশন"? ॥
একবার দেখা দিয়ে, শান্ত কর কোলে নিয়ে,
দুখিনীর জুড়াও জীবন।
জনমের মত মাতা, দিয়ে ফুল, বেলপাতা,
পূজা করি তোমার চরণ ॥
তুমি মম, মা-জননী, গুরু ব্রহ্মসনাতনি,
ভোগ-মোক্ষ প্রদায়িনী মাতা।
মাতা সম কেবা আছে, কখনো মায়ের কাছে,
তুল্য নন, হরি, হর, ধাতা ॥
যে করে মায়ের সেবা, তার চেয়ে সাধু কেবা,
কপালে যে লেখেনা এই সুখ।
অকস্মাৎ বজ্রাঘাত, নাহি হয় সুপ্রভাত,
নিদারুণ বিধাতা বিমুখ ॥
চণ্ডাল পাষণ্ড যারা, তোমায় করেছে সারা,
আর কি রেখেছে তারা প্রাণ?।
চরাচর ঘুরে মরি, যাহারে জিজ্ঞাসা করি,
কেহ কিছু বলেনা সন্ধান ॥
যদি নাহি দেহ দেখা, যেপথে গিয়েছ একা,
সেইপথে কর আকর্ষণ।
মহাবৈদ্যে, দেহ দিয়া, মহানিদ্রা, যাই গিয়া,
একেবারে মুদিয়া নয়ন ॥
ওরে প্রাণ! মিছে স্নেহে, এখনো আছিস্ দেহে,
পাষাণ না দেখি তোর মত।
যেখানে জননী আছে, এখনি তাঁহার কাছে,
হও গিয়ে পদতলে নত ॥
ওলো প্রাণ সহচরি! করুনা, করুণা করি,
শীঘ্র দেহ চিতে সাজাইয়া।
দেহে আর কাজ নাই, মায়ের নিকটে যাই,
অনলেতে প্রবেশ করিয়া ॥

করুণা।

গীত।

রাগিণী বাগেশ্রী। তাল আড়া।

ভেবনা, ভেবনা সখি, মিছে, ভেবনাকো আর।
অজরা, অমরা, সেই, জননী তোমার ॥
সাত্ত্বিকী-সে শ্রদ্ধা মাতা, বিশ্বমাতা বিশ্বত্রাতা,
কার্ সাধ্য তোলে মাতা, কাছে এসে তার?।
বিধি-ধাতা, শিব-ত্রাতা চারিমাতা, পাঁচমাতা,
মাতা বোলে, মাতা-খুঁড়ে, করে নমস্কার ॥
নাম শুনে ভয়ে হারে, নিকটে কি যেতে পারে,
কেমনে পাষণ্ড তারে, করিবে প্রহার?।
কটাক্ষে করিলে দৃষ্টি, প্রলয় অনল-বৃষ্টি,
শত শত রিপু সৃষ্টি, তখনি সংহার ॥

কোথা সেই মিথ্যাদৃষ্টি, করে যাগী মিথ্যা-দৃষ্টি,
ভোগ করে মায়া-রিষ্টি, শত্রু-পরিবার।
তুইতো সে মার মেয়ে, প্রিয় সখি দেখ্ চেয়ে,
এখনো কি বেঁচে আছে, কাম দুরাচার?॥
কোথা লোভ, কোথা ক্রোধ, হৃদয়ে উদয় বোধ,
ভোগ করে মহামোহ, মোহ-কারাগার।
সই কই, সার কথা, শ্রদ্ধার নিবাস যথা,
পাষণ্ড কি কভু তথা, পায় অধিকার?।
কেঁদোনা কেঁদোনা দুখে, জননী মনের সুখে,
সাধক-হৃদয়-মাঝে, করিছে বিহার॥

শান্তি।

পদ্য।

যা বলিলে প্রাণ সই, সত্য সমুদয়।
সময় বিগুণ হোলে, সকলিতো হয়॥
সময়ের দোষে সখি, সব হোতে পারে।
বিধাতা-বিমুখ যারে, কে বাঁচাবে তারে?॥
দেখনা "পাতালকেতু" নামে দৈত্যরাজ।
সময়ে প্রবল হোয়ে, করিল কি কাজ?॥
"মদালসা" নামে কন্যা, গন্ধর্ব্ব রাজার।
হরণ করিল তারে, দুষ্ট দুরাচার॥
"বেদত্রয়রূপা" যিনি, মাতা ভগবতী।
দানবে হরিয়া তাঁর, করিল কি গতি॥
ব্রহ্মময়ী মহাদেবী, শঙ্করের সতী।
তদবধি হোলো মার, পাতালে বসতি॥
"দ্রৌপদী" প্রধানা সতী, কৃষ্ণা, বলে যারে।
নারায়ণী রূপা যিনি, বিখ্যাতা সংসারে॥
"দুঃশাসন" দুঃশাসন, বিষম বিশাল।
বসন হরিল তাঁর, ধরি কেশজাল॥
সভা-মাঝে এনে তাঁরে, কি দশা করিল।
"কুরুপতি" উরুদেশে, বসায়ে রাখিল॥
বলিতে দুখের কথা, চোখে ঝরে জল।
যে সময়ে বনবাসে, যান রাজা নল।
পতিব্রতা সাধ্বী নারী, "দময়ন্তী" সতী।
রাজকন্যা, রাজভার্য্যা, রূপগুণবতী॥
অসময়ে সুখফল, কভু নাহি ফলে।
দগ্ধ-করা মরা-মাচ, পলাইল জলে॥
স্বামি সহ এক বস্ত্রে, দুখে নিদ্রা যান।
অর্দ্ধ বাস ছিঁড়ে নল, করিল প্রস্থান॥
নলের বিরহানল, হৃদয়েতে ধোরে।
বনে বনে ফিরেছেন, হাহাকার কোরে॥
সময়-বিগুণে হয়, স্বজন বিরূপ।
বিপক্ষ বিরূপ হবে, নহে অপরূপ॥
জানকী রামের প্রিয়া, জানকী জানকী।
জানকীর কথা তুমি,জান কি? জান কি?।
প্রতিজ্ঞপালন পেয়ে, পিতার আদেশ।
ধরিলেন জটাধারী, ব্রহ্মচারী-বেশ।
হৃদয় বিদীর্ণ হয়, হোলেপরে মনে।
কোথা রাম, রাজা হন, কোথা যান বনে॥
অনুজ লক্ষ্মণ সহ, আইলেন বন।
সীতা সতী সঙ্গে তাঁর, করিল গমন॥
পঞ্চবটী বনে রাম, কুটির করিয়া।
যত সব পশু, পাখি, প্রতিবাসী নিয়া॥
ব্রহ্মচর্য্য ধর্ম্ম-বলে, বিভু-গুণ গেয়ে।
সুখেতে করেন বাস, ফল, মূল খেয়ে।
সূর্পনখা, রাক্ষসী, আসিয়া সেই বনে।
বিবাহ করিতে চাহে, শ্রীরাম, লক্ষ্মণে॥
সীতা ধোরে খেতে যায়, দিতে যায় পেটে
লক্ষ্মণ দিলেন তার, নাক, কাণ, কেটে।
খোনারবে, খাঁদানাকী, নাকে [illegible]।
কহিল সকল কথা, রাবণেরে [illegible]।

হইল মহাজ্ঞানী লোক, রাবণের মন্ত্রে।
মারিচিকে পাঠাইল, সীতার হরণে॥
মারিচি ভাবিল মনে, এরূপ তখন।
গেলে পরে, বধে "রাম", না গেলে "রাবণ॥"
আর কি, স্বর্ণমৃগ, হোলো নিশাচর।
রাবণ হইল, মায়া-ব্রহ্মচারী নব॥
সীতার হইল লোভ, মৃগ পুষিবারে
ধনু লোয়ে গেল রাম, ধরিবারে তারে॥
মৃত্যুকালে মায়ামৃগ করিল চিৎকার।
"কোথায় প্রাণের ভাই, লক্ষ্মণ আমার?॥"
সে রবে ব্যাকুল হোয়ে, দেবী অবশেষে।
পাঠালেন, লক্ষ্মণেরে, রামের উদ্দেশে॥
সেই যোগে দশানন, দণ্ডী-ছলে ছোলে।
দাঁড়ালো দেবীর কাছে, ভিক্ষা দেও বোলে॥
দণ্ডী দেখে, গণ্ডি ছেড়ে, ভিক্ষা দিতে যান।
অমনি হরিয়া তাঁরে, করিল প্রস্থান॥
রাজীবলোচন রাম শুনে সে বচন।
সজললোচনে বনে, করেন রোদন॥
হরিণ নাশিতে যান, হাসিতে হাসিতে।
আসিতে আসিতে পথে হা সীতে! হা সীতে!
নারায়ণী সনাতনী, হোবে দশাননে।
কত শোক দিলে তাঁরে, অশোকের বনে॥
সময়ের ভোগ সই, কব আর কায়!।
অসিতা হোলেন সীতা, হায় হায় হায়॥
আমার আয়ের দশা, হতেছে তেমন।
রাবণের ঘরে লো, করি অন্বেষণ॥

করুণা।

তাই চল তবে, তাহাই কর্ত্তব্য বটে।
[পরে উভয়ে রঙ্গভূমি পরিত্যাগ করিলেন]

পথে যেতে যেতে একটা ভয়ঙ্কর
বিকটাকার মূর্ত্তি দেখিয়া।

করুণা।

[সভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে।]

পদ্য।

ওদিগেতে যেতে আর, না হয় সাহস্।
রাক্ষস্ আসিছে ওই, রাক্ষস্, রাক্ষস্॥
এ দিগেতে চুপিচুপি, যাই চল সোরে।
যদ্যপি দেখিতে পায়, খাবে শেষ ধোরে॥

শান্তি।

একি একি, রাক্ষস্, রাক্ষস্, প্রাণ সই।
রাক্ষস্ দেখিলে কোথা, কই কই কই?॥

করুণা।

দেখ দেখ, রাক্ষস্, আসিছে প্রাণ সোই।
ওই ওই, ওই দেখ, ওই ওই ওই॥
বিষম বিকটাকার, বিষ্ঠা গায়-মাথা।
হাতে কোরে আনিতেছে, ময়ূরের পাখা॥
ভয়ঙ্কর দিগম্বর চল গুলো এলো।
খেলে খেলে, খেলে বুঝি এলো ওই এলো॥
ধর ধর, ভয়ে মরি, এ কোন্ বালাই।
ভালাই ভালাই চল, পালাই পালাই॥

শান্তি।

রাক্ষস্-তো নয়, এটা, রাক্ষস-তো নয়।
রাক্ষস্ হইলে কেন, বীর্য্যহীন হয়?॥

করুণা।

কি, এটা, তা কও, যদি, নয় নিশাচর?।
যতই নিকটে আসে, তত হয় ডর॥

শান্তি।

রাক্ষসের মূর্ত্তি নয়, দেখ দেখি তবে
বোধ হয়, প্রিয় সখি, পিচাশ এ হবে ॥

করুণা।

প্রচণ্ড সূর্য্যের তাপে, দগ্ধ হয় সবে।
পিচাশের গতি তবে, কিরূপে সম্ভবে ? ॥

শান্তি।

তবে বুঝি, নারকী, হইবে এই জন।
নরক হইতে কোথা, করিছে গমন ॥

[ক্ষণকাল বিলক্ষণরূপ দৃষ্টি করিয়া।]

সখি, আমি জেনেছি জেনেছি, চিনেছি চিনেছি, এটা সেই রাজা-মহামোহের প্রেরিত দিগম্বর-সিদ্ধান্তই হইবে,—তাহাতে কোন সংশয় নাই। সই, এ অতি পাপাত্মা, ইহার মুখাবলোকন করা আমারদের উচিত হয়না।

[উভয়ে বিমুখী হইয়া রহিলেন।]

করুণা।

সই, এসো কিঞ্চিৎকাল এইখানে থাকিয়াই শ্রদ্ধা-মাতার অন্বেষণ করি।

[উভয়ে তথায় ঐরূপেই অবস্থান করিলেন।]

অনন্তর দিগম্বরসিদ্ধান্ত রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিলেন।

দিগম্বর-সিদ্ধান্ত

হে গুরো ! তোমায় প্রণাম করি
নমো অর্হতে।
জয় অর্হৎ কি জয়। জয় অর্হৎ কি জয়।
অর্হৎ, অর্হৎ, অর্হৎ*।

ভজন

অরহৎ অরহৎ, শির্ কো অরহৎ,
মেরা গুরুজী অরহৎ।
তোম্ সব্ লোগ্ নিস্তার্ হোয়েগা,
লেহ এহীকা মৎ।
বাবা লেহ এহীকা মৎ ॥ ১

কহি জাৎকো নামানো বাবা,
নামানো দেবী, দেবা
এক্‌মন্‌সে, অর্হৎ জী কো,
পাওমে করো সেবা।
বাবা পাওমে করো সেবা ॥ ২

যব্‌ছি যেসা, আয়ে মন্‌মে,
তেস্‌সে করো ভোগ্।

---

* অর্হৎ—অর্থাৎ দিগম্বরসিদ্ধান্তের মতের আদি প্রবর্ত্তক গুরু, ইহার উদ্ভব-স্থান দক্ষিণ-কর্ণাট দেশের কোঙ্ক বেঙ্কট নগরের কুটকাচল নামক পর্ব্বত।

ছোড়্ দেও অব্ ধূর্ত্তকো বাৎ,
ভুকা যাগ্ যোগ্॥
বাবা ভুকা যাগ্ যোগ ॥ ৩

আব্ কি নারী পর্ কি নারী,
যেস্কি লাগলে সঙ্গ।
নেহি ছোড়্ দেও, কাঁ খুসি হ্যায়,
কাম্ দেও-কি রঙ্গ।
বাবা কাম্ দেওকি রঙ্গ ॥ ৪

এসে পাপ্, ওসে পুণ্য, এহো ধূর্ত্তকী বাৎ,
মরণসে সব্ মুক্ত হোয়্ তব্,
পাপ্ যায়্ কোন্ সাৎ।
বাবা পাপ্ যায়্ কোন সাৎ ॥ ৫

দিন দিন দিন্ গাত্তমে ঢালো, সবহু গঙ্গাজল্।
তবু তেরে কি শোধন্ হোবে, জঠর ভরা সব্ মল্॥
বাবা জঠর্ ভরা সব্ মল্॥ ৬

কাম্ বাজার্ সে, লুট্ করো সব্,
কাঁহে রহোতো ভাঙ্গা।
এহি লোগ্ মে, ভোগ্ করো সব্,
কাঁহা পরলোগ্ কাঙ্গা॥
বাবা কাঁহা পরলোগ্ কাঙ্গা॥ ৭

অর্হৎ মেরা, প্রাণ-পেয়ারো, অর্হৎ মেরা জান্।
অর্হৎ পাওমে প্রণৎ করো সব্,
আয়োর নাজানো আন্।
বাবা আয়োর নাজানো আন্॥ ৮

হে স্বাত্তিমতত্তেক! আমি তোমাকে প্রণাম করি।

[সভ্যগণের প্রতি বক্তৃতা।]

আহা! এই সকল লোক অন্ধ হইয়াছে; চক্ষু থাকিতে কিছুই দেখিতে পায়না, হিতাহিত কিছুই জ্ঞাত হইলনা, শরীরের সার্থকতা কিছুই করিলনা, ভ্রান্তি-বশতঃ সকলে হস্তস্থিত-প্রত্যক্ষ-সঞ্চিত-সুখে বঞ্চিত হইয়া অনর্থক পাপরূপ-কষ্ট ভোগ করিতেছে।

এই নবদ্বার-গৃহ মধ্যে একমাত্র পরমাত্মা প্রজ্জ্বলিত-দীপের ন্যায় রহিয়াছেন।—তিনিই এই সংসারে পরমার্থ-সুখ এবং অন্তে মোক্ষ প্রদান করিয়াথাকেন।—আমার গুরু আমাকে এইরূপ উপদেশ দ্বারা কৃতার্থ করিয়াছেন!

(আর এক দিগে চাহিয়া।)

ও ভাই সাধু সকল! তোমরা ও কি করিতেছ? তোমারদিগের এই ভ্রম, সামান্য ভ্রম নহে। এই শরীর বিষ্ঠা-রাশিতে পরিপূর্ণ, ইহা জলের দ্বারা কি কখনো শুদ্ধ হইতেপারে? অতএব দেহের শুদ্ধি কদাচই হয়না।

কিন্তু ভাই দেহের অশুদ্ধিতে আত্মা কখনই অশুদ্ধ হয়েননা, কারণ তিনি নির্ম্মল-স্বভাব,—হে ভাই! তোমরা নিশ্চয় জানিবা, মল-মূত্র গাত্র মধ্যে লেপন করিলে কেহই অশুচি হয়না, শুচি আর অশুচি, এটা কেবল তোমারদের মনের ভ্রম মাত্র।

অপিচ যে স্ত্রীতে যাহার অভিরুচি হইবে, সে স্বচ্ছন্দে তাহাতেই গমন করিবে, ইহাতে পুণ্যই হয়, পাপ হয়না, এ বিষয়ে ঈর্ষা করা কর্ত্তব্য হয়না, কারণ ঈর্ষাই অতিশয় পাপের কারণ। অভিলষিত-সুখ-সম্ভোগকেই পরমার্থ, পুণ্য, এবং স্বর্গভোগ কহিতে হইবে, ঈর্ষার নাম পাপ এবং কষ্টভোগের নাম নরক।

ও ভাই-কাশীবাসি মানবগণ! তোমরা আর কবে ভাবের ভাবিক হবে? স্বভাবে কেন অভাব করিতেছ? মনে কর, যখন তোমরা জননীর গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হও, তখন কিরূপ অবস্থায় আগমন করিয়াছ! তোমারদের এই শরীর কিছু তৎকালে বস্ত্রের দ্বারা আবৃত ছিলনা, সকলেই উলঙ্গ ছিলে, অতএব বস্ত্রের কি প্রয়োজন? অনর্থক-কেন একটা মিছে কাচ্ কাচিতেছ?

হে প্রিয়ে শ্রদ্ধে! তুমি আমার সম্মুখে এসো।

তামসী শ্রদ্ধা।

সভ্যগণের প্রতি গীতচ্ছলে বক্তৃতা।

মনেরে পবিত্র সবে, কর কর ভাইরে।
মুখে এক্, মনে আর্, সে, বড় "বালাইরে।"

ধুয়া।

"নিজ-অভিমত" যাহা, "পরব্রহ্ম" বস্তু তাহা,
অভিমত বিনা আর, "ব্রহ্ম" নাই, নাইরে।
সবারি অশুদ্ধ-মন, সাঁচা, নহে এক জন,
ভিতরে বাহিরে বাটা, খাটি কোথা পাইরে? ॥
লোকাচারে হোয়ে রত, ভ্রান্তি-মদে মত্ত যত,
স্বেচ্ছাচার-শাস্ত্রমত, কারে বা বুঝাইরে?।
যত নারী, যত নরে, পরস্পরে দ্বেষ করে,
ভেদভাব কেন ধরে? ভেবে মরি তাইরে ॥
কেন করে খোঁচাখুচি? মূল মাত্র অভিরুচি,
স্বভাবে সবাই শুচি, দেখি সব ঠাঁইরে।
ভিতরে মলের ভার, বাহিরেতে পরিষ্কার,
সদাচার, কদাচার, মিছে শুচি-বাইরে ॥
সোজাপথে নাহি চলে, সোজা কথা নাহি বলে,
হায় এই ধরাতলে, খেপেছে সবাইরে।
ইচ্ছামত-কর্ম্ম করে, ইচ্ছামত ধর্ম্ম-ধরে,
ইচ্ছাপথে সুখে চরে, তার গুণ গাইরে ॥
অন্ধ সব অভিমানে, সত্য নাই কোনোখানে,
মুখ্ তুলে কার্ পানে, ফিরে আমি চাইরে?।
মানুষ কোথায় আছে, মন্ খাটি করিয়াছে,
আহা আমি কার কাছে, জুড়াইতে যাইরে? ॥
মানবের দেহ ধরে, মর্ম্ম ছেড়ে কর্ম্ম করে,
ইনি, তিনি, ঘরে ঘরে, ভস্ম আর ছাইরে।

এভব বেলায় রঙ্গে, কত কাজে, কত সাজে,
কেহ-বা"গোঁসাই" সাজে, কেহ সাজে সাঁইরে॥
বিষয়ে করিয়ে হেলা, সবাই করিছে খেলা,
কেহ কেহ হয় "চেলা" কেহ হয় "চাঁইরে,,।
ওরে তোরা বল বল্, ঈর্ষা কোরে কিবা ফল!
ঈর্ষাহীনপথে চল, সুখেতে বেড়াইরে॥
কষ্ট-ভোগ মহারোগ সে ভোগ, নরক-ভোগ,
সুখ-ভোগ, স্বর্গ-ভোগ, সেই ভোগ চাইরে।
ছিলে তুমি কার্ ছেলে, মনে কর কোথা এলে,
আসিয়া কেমনে খেলে, জননীর "মাইরে,,!॥
যখন্ যাইবে সবে, শূন্য-দেহ পোড়ে রবে,
তখন্ কি দশা হবে, কারে বা সুধাইরে!।
যত খল, কোরে ছল, মানাতেছে কর্ম্ম-ফল,
এ পাপ্ শঠের হাত, কেমনে এড়াইরে?।
ভেদ ভাব নাহি যার, সমুদয় আপনার,
দাসী হোয়ে আমি তার, পদধূলি খাইরে॥

হে প্রভো! আজ্ঞা করুন, কি করিতে হইবে?

শান্তি।

[তামসী-শ্রদ্ধাকে দেখিয়া কাঁপিতে কাঁপিতেই মূর্চ্ছা।]

দিগম্বরসিদ্ধান্ত।

প্রেয়সি শ্রদ্ধে—নাস্তিকেরা তোমা-ভিন্ন এক-মুহূর্ত্তকাল প্রাণ ধরিতে পারেনা, তুমি তাহারদিগের প্রেম-বর্দ্ধিনী হও।

তামসীশ্রদ্ধা।

যে আজ্ঞা প্রভু—তাহাই হইবে।

[এই বলিয়া রঙ্গভূমি পরিত্যাগ করিলেন।]

করুণা।

[আঁচলের-দ্বারা শান্তির গায়ে বাতাস এবং মুখে জল প্রদান।]

হে সখি!--তুমি মূর্চ্ছা-ত্যাগ কর, উঠো উঠো, শ্রদ্ধার নাম শুনিয়াই কেন ভয় কর! কেন এত কাতর হও!—তুমি অহিংসাদেবীর মুখে কখনো কি শ্রবণ করনি, যে, পাষণ্ড-দিগের "তামসী" নামে এক"শ্রদ্ধা" আছে? এই শ্রদ্ধা, সেই শ্রদ্ধা, এ তোমার মা নহে।

শান্তি।

হাঁ সখি!--এখন বিবেচনা করিলাম তাহাই বটে,—আমার জননী সাত্ত্বিকী—অতি সদাচারা, পবিত্রা, এই তামসী,—অতি কদাকারা, কদাচারা।

এসো আমরা বৌদ্ধদিগের মধ্যে মায়ের অনুসন্ধান করি।

[এই বলিয়া শান্তি এবং করুণা চতুর্দিক্ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।]

তদনন্তর—পুস্তক হস্তে করিয়া মুণ্ডিতমুণ্ড-কাষায়বস্ত্র-পরিধারণ-ভিক্ষুক-বেশধারী-বুদ্ধাগম রঙ্গভুমিতে প্রবেশ করিলেন।

ভিক্ষুক।

জয় গুরুদেব-বুদ্ধ! তোমাকে প্রণাম করি।

মন্ত্র।

তোটকচ্ছন্দঃ।

সুবিনাশিত-হিংসিত-ধর্ম্মচয়ং।
বিনিবারিত-ভাবিত-ভক্তভয়ং॥
পরলোক-নিরাকৃতি যুক্তিকরং।
প্রণমামি গুরুং মম-বুদ্ধবরং॥

যাহাতে পশুহিংসা আছে, এমত ঘৃণিত-নির্দ্দয় যাগ-যজ্ঞাদি কর্ম্ম যিনি রহিত করিয়াছেন, আর ভক্ত সকলের ভয় যিনি নিবারণ করিয়াছেন, এবং পরলোক নাই, এবিষয়ে যিনি প্রচুর প্রমাণ প্রয়োগপূর্ব্বক অপ্রত্যক্ষবাদি শাস্ত্রবক্তাদিগকে পরাভব করিয়াছেন,--আমি সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরমগুরু বুদ্ধ-দেবের চরণে প্রণাম করি।

গীত।

রাগিণী আলেয়া। তাল রূপক।

হায় হায়, কি অধর্ম্ম, মুখে বলে ধর্ম্ম ধর্ম্ম,
ছেড়ে ধর্ম্ম, করে কর্ম্ম, মর্ম্ম বোঝা ভার।
"অহিংসা-পরমধর্ম্ম" করেনা প্রচার!।
কাল্পনিক-আচরণে, হিংসা করে যত জনে,
কিছুমাত্র নাহি মনে, দয়ার সঞ্চার।
রচনা করিয়ে বেদ, যাগ, যজ্ঞ, পরিচ্ছেদ,
করিতেছে পশুচ্ছেদ, বিবিধ-প্রকার।
হত্যা কোরে পুণ্য হয়, এই কিবে শাস্ত্রে কয়?
ওরে তোরা দুরাশয়, অতি দুরাচার। ১।

অধর্ম্মেতে ধর্ম্ম-লাভ, বিপরীত এই ভাব,
নিষ্ঠুরতা আবির্ভাব, অন্তরে সবার।
পাপি যদি নর হয়, রাক্ষস্ কাহারে কয়?
সাপের অধিক এরা, পাপের আধার। ২।

এতদূর ভ্রান্ত সবে, যজ্ঞ করি পুণ্য হবে,
পুণ্যবলে স্বর্গে রবে, পেয়ে অধিকার।
কিসে পাবে স্বর্গফল, গোড়া কেটে ডালে জল
পাপ্ কোরে, পুণ্য বল্, কবে হয় কার? । ৩।

চিরস্থায়ী, "আত্মা" নয়, মোলেই-তো মুক্তি হয়
পরলোক কেন কয়? যুক্তি কোথা তার!।
মিছে করি, যাগ, যোগ, ভোগে কষ্টভোগ রোগ
দেহ গেলে ভোগাভোগ, কিসে হবে আর? ৪

অতি শঠ দুষ্ট যারা, ভোগায় ভোগায় তারা,
হোয়ে সবে আলো-হারা, দেখে অন্ধকার।
"আত্মা" নাথাকিলে আর, ভোগ তবে হবে কার?
আহা কেহ একবার, করেনা বিচার। ৫।

কেন তোরা কষ্ট পোয়ে দুখে কেন নষ্ট হোস্,
বুদ্ধমন্ত্র [illegible], ভাবনা কি আর।

হংসা পাপে ভোগ হয়, সুখ মোক্ষ হাতে পাবি
একেবারে দূর হবে, মনের বিকার। ৬।
যে, নারীতে, যে, সময় ভোগের বাসনা হয়,
সেই নারী, সে সময়, ভোগ্যা আপনার।
সে, যে, প্রিয়া, তুমি, প্রিয়, উভয়েই "রমণীয়,
স্বীয় আর পরকীয়, কোরোনা বিচার। ৭।
সুপাদ্, সম্পর্ক, যেটা, কাল্পনিক মিছে সেটা,
এখনি হতেছে সৃষ্টি, এখনি সংহার।
গড়িয়া অলীক মত, বালীক বঞ্চক যত,
অন্ধ কোরে রাখিয়াছে, অখিল সংসার। ৮।

আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য।--আহা আহা! এই পুস্তকখানিকে সকলে প্রণাম কর,--এমন সংশয়চ্ছেদক সুখ-মোক্ষ-ভেদক প্রত্যক্ষ-প্রমাণ-পরিপূরিত-সাধুসন্দর্ভ সূচক জ্ঞানগর্ভ-গ্রন্থ আর কুত্রাপিই নাই,--আমারদিগের এই সৌগতধর্ম্ম অর্থাৎ বৌদ্ধধর্ম্ম, সকল ধর্ম্মের সার ধর্ম্ম,--অতি সুন্দর কেননা ইহাতে সুখ এবং মোক্ষ উভয়ি তুল্যরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে,--কারণ এই মতে মৃত্যুই মুক্তি, মুক্তি আর কিছু একটা স্বতন্ত্র পদার্থ নহে, এই মুক্তির জন্য কোনরূপ সাধনের আবশ্যক করেনা, অতএব জীবদ্দশাতে যত সুখভোগ করিতে পার তাহাই কর,--তাহাতে কোন নিরাকরণ নাই, যেহেতু আত্মা চিরস্থায়ী নহেন,--পরলোক নাই, স্বর্গ নাই,--অহিংসা-পরম-ধর্ম্ম,—হিংসা করাই পাপের কর্ম্ম, দশদণ্ড সময়ের মধ্যে সুখসেব্য সামিগ্রী সকল তৃপ্তি পূর্ব্বক ভোজন কর, মুনিকন্যা প্রভৃতি দিব্যাঙ্গনা সকল স্বচ্ছন্দে সানন্দে সম্ভোগ কর। যাহা ইচ্ছা তাহাই কর,--এই ভাবময় ভব কেবল ভোগের ভবন,--ভোগ কর,--ভোগ কর। আমরা ভিক্ষুক,--আমরা যদি পরাকান্তাধরামৃত--পানানন্দে প্রেম প্রাপ্ত হই তবে যেন কেহ তাহাতে ঈর্ষা করেনা,—বিরক্ত হয়না,—কারণ সকল পদার্থের ক্ষণেক্ষণে উৎপত্তি ও ক্ষণেক্ষণেই বিনাশ হইতেছে, সুতরাং যখন যে পুরুষ যে স্ত্রীতে গমন করে, তখন সেই স্ত্রী সেই পুরুষের স্বজাতীয় ভোগ্যা হয়, পরক্ষণে আর সে সম্বন্ধ গন্ধ থাকেনা। অতএব অজ্ঞান-লোকেরা কেন স্বীয়া, পরকীয়া, ভেদ রাখিয়া ভ্রান্তিক্রমে ঈর্ষা করে,--এই ঈর্ষা কেবল চিত্তের মল।

[রাজঘরের-দিগে দৃষ্টি করিয়া।]

প্রিয়তমা অদ্ধা-তুমি একবার আমার নিকটে এসো।

শ্রদ্ধা।

গীত।

রাগিণী বাহার। তাল খেমটা।

প্রাণে, বোল্‌তে হোলেই, বোল্‌তে হয়।
পোড়া দেশের লোকের, আচার দেখে,
চোল্‌তে পথে করি ভয়॥
ঢুকে কারাগারে, সাধু হোলো চোর,
বন্দি-গুলো ফন্দি কোরে, পালায় ভেঙ্গে দোর,
এক ফাকা-ঘরে,সোল্‌তে জ্বলে,
জোর বাতাসে সে, কি, রয়?। ১।

ওরে. "পাঁচ্‌ঘরা" আর "দশ্‌ঘরার মেলা,
সাৎগাঁয়ের লোক্ "এক্ গাঁয়েতে,
কোর্ত্তেছে খেলা।
জোরে ঢলাঢলি দশ্‌দিগেতে,
ঢোল্‌তে থাকে সমুদয়। ২

এরা, অগ্রদ্বীপের মেলা কোরে সায়,
নেড়া হোয়ে নবদ্বীপে, চোলে যেতে চায়,
কেটা জলের ঘরে আগুন্ জ্বালে?
সহজ বড় সহজ নয়। ৩॥

হয়, দেখ্‌তে দেখ্‌তে সাৎ সমুদ্র পার,
কাছে থাক্‌তে পারে, রাখ্‌তে পারে,
শক্তি আছে কার,
ওরে, মুখের বাহির হোলে পরে,
সাধা কি আর কথা কয়?। ৪।

সুখে, প্রেমানন্দ-হাটে কর হাট্,-আমার,
আমার, তোমার্ তোমার্,ছাড়ো মিছে ঠাট্,
এই ভাঙাহাটে, ঢেঁড়্‌রাপিটে,
মিছে কারে পরিচয়?। ৫।

দেখি সমভাবে, সব্-গুলো অন্ধ
কেউ বেঁচেথেকে সুখ হোলোনা, মোরে হকে বন্ধ
যার মাথা নাই তার মাথা ব্যথা, খেপেছে
সব্ জগৎময়। ৬।

হে নাথ!—আমি এই এসেছি,
আজ্ঞা করুন, কি করিব?।

ভিক্ষুক।

প্রিয়ে! তুমি এই সকল উপাসক
ও ভিক্ষুককে গাঢ়রূপে আলিঙ্গন
কর।

শ্রদ্ধা।

যে আজ্ঞা-নাথ। তাহাই করি,

[এই বলিয়া রঙ্গভূমি পরিত্যাগ করিলেন]

শান্তি।

করুণা, করুণা, ঐ দেখ,-ঐ দেখ,
এই শ্রদ্ধাও তামসী-শ্রদ্ধা।

করুণা।

সই-তাই-বটে, তাই বটে, ঐ যে,
দেখি অতিশয় কদাকারা কদাচারা।

দিগম্বরসিদ্ধান্ত।

ভিক্ষুককে দেখিয়া হাত নাড়িয়া
উচ্চৈঃস্বরে।

ওরে ভিক্ষুক! এখানে আয়, আ-

আর কাছে আয়, তোরে কিছু জিজ্ঞাসা করি।

ভিক্ষুক।

[ক্রোধপূর্ব্বক ।]

আ! পাপ-পিচাশ!-আমি তোর নিকটে যাব? দূর্ দূর্,-এ, যে, তোর্ ঘোর্ প্রলাপ্।

ক্ষপণক, অর্থাৎ দিগম্বর।

মর্ মর্-ভিখারি-আমি শাস্ত্রের কথা জিজ্ঞাসা করিব, তোর্ এত রাগ কেন?।

ভিক্ষুক।

[হাসিতে হাসিতে।]

হাঃ হাঃ-ন্যাংটা তুই শাস্ত্রের কথা জানিস্, ভাল ভাল,-এ,যে বড় সুখের কথা, আমি সকল শাস্ত্রেই মূর্ত্তিমন্ত।

[নিকটে গিয়া]

বল্ বল্, তোর কি প্রশ্ন আছে বল্ দেখি?।

ক্ষপণক।

ওরে, ভিখারি। ক, দেখি ক, এই শরীর ক্ষণবিনাশী, এখনি নাশ হইবে, তুই কি জন্যে এরূপ কঠিন ব্রত আচরণ করিতেছিস্।

ভিক্ষুক।

শোন্ ন্যাংটা, শোন্। আমারদিগের এই ব্রতের ফল তোরা কি, জানিবি? এইরূপ বেশ ধারণ পূর্ব্বক বিষয়-সুখ-সম্ভোগাসক্তর দেহ নিপাত হইলেই মুক্তি হয়।

ক্ষপণক।

ওরে মূর্খ,! ওরে নেড়া!—তোর্, যে, ভেড়ার্ মত বুদ্ধি দেখি। যদিস্যাৎ মরিলেই মুক্তি হয়, তবে তোর্ এপ্রকার্ কঠিন-ব্রত ধারণ-করণের প্রয়োজন কি? তোরে এই অসৎপথের উপদেশ কে দিয়াছে,? বল্ দেখি?।

ভিক্ষুক।

কি মূঢ়! এই পথ অসৎ পথ? সর্ব্বজ্ঞ-বুদ্ধদেব আমাকে এরূপ উপদেশ করিয়াছেন।

দিগম্বরসিদ্ধান্ত।

ওরে অজ্ঞান! বলি তবে শোন্। যদি কেবল এক নাম-মাত্রেই সর্ব্বজ্ঞ হয়, তবে এজগতে সকলেইতো সর্ব্বজ্ঞ। আমি দিব্যজ্ঞানে দেখিয়াছি তোমা পিতা পিতামহ প্রভৃতি যে

পুরুষের সহিত আমার ক্রীতদাস। আমি তোদের প্রভু।

ভিক্ষুক।

[ঘোরতর ক্রোধ পূর্ব্বক]

কি পিচাশ! যত দূর মুখ, তত-দূর কথা, আমি তোর দাস-রে, আমি তোর দাস?।

আর তোর মুখ দেখবনা, তোর সঙ্গে আর কথা কবনা।

ক্ষপণক।

হাসিতে হাসিতে।

ওরে শাস্ত্রের বিচারে ক্রোধ করিলে কি হবে রে? তুই এখনি এই মত পরিত্যাগ করিয়া আমারদের অহৎ-মত গ্রহণ কর্।

ভিক্ষুক।

ওরে অধম!--তুই আপনি নষ্ট হোয়ে আবার পরকে নষ্ট করিতে চাস্। আমি এই সাম্রাজ্য-সুখ পরি-ত্যাগ পূর্ব্বক কেন তোর ন্যায় পিচাশরূপ ধারণ করিব? দুর পাপ্, দুর পাপ্।

গীত।

রাগিণী। ঝিঁঝিট তাল আড়খেমটা।

ওরে, ন্যাংটা, ওরে, ন্যাংটা, ওরে ন্যাংটারে
এই কিরে, তোর ধর্ম্ম?
ছিছি, এই কিরে, তোর ধর্ম্ম?॥
এমন্ মানব্ জনম পেয়ে, করিলি কি কর্ম্ম।
ছিছি, এই কিরে, তোর ধর্ম্ম?॥
ওরে ন্যাংটা, ওরে ন্যাংটা, ওরে ন্যাংটারে
এই কিরে, তোর ধর্ম্ম?।

নিচে, মেখে বিষ্ঠে-গায়, গন্ধে কাছে টেঁকা দায়
কিলবিলি করে "কৃমি, ফুঁড়ে পচা-চর্ম্ম॥
ছিছি এই কিরে-তোর ধর্ম্ম?
ওরে ন্যাংটা, ওরে ন্যাংটা, ওরে ন্যাংটারে
এই কিরে তোর ধর্ম্ম॥ ১

মস্তকেতে মাথা-মল, করিতেছে টলমল,
রবি তাপে তোয়ে জল, মুখে ঢোকে ঘর্ম্ম।
ছিছি এই কিরে, তোর ধর্ম্ম?
ওরে ন্যাংটা, ওরে ন্যাংটা, ওরে ন্যাংটারে
এই কিরে তোর ধর্ম্ম?॥ ২

মূর্ত্তিখানা কদাকার, তাহে অতি দুরাচার,
পিচাশের ব্যবহার, মরি কি অধর্ম্ম
ছিছি, এই কিরে, তোর ধর্ম্ম?।
ওরে ন্যাংটা, ওরে ন্যাংটা, ওরে ন্যাংটারে
এই কিরে, তোর ধর্ম্ম?। ৩

রকেতে ডুবে রোস্, নিজে কভু নব লোস।
রু ধোরে কথা কোস্, কোথা পেলি মর্ম্ম ?॥,
ছিছি, এই কিরে, তোর ধর্ম্ম ?
রে ন্যাংটা, ওরে ন্যাংটা, ওরে ন্যাংটারে,
এই কিরে, তোর ধর্ম্ম। ৪

—•—

শু-পশু-গবা মূর্খ ঘোর বৃথা কিস শোর,
শাস্ত্রের বিচারে তোর, কিসে হবে শর্ম্ম ?।
ছিছি, এই কিরে, তোর ধর্ম্ম ?।
ওরে ন্যাংটা, ওরে ন্যাংটা, ওরে ন্যাংটারে,
এই কিরে তোর ধর্ম্ম ?॥ ৫

—•—

দিগম্বরসিদ্ধান্ত।

[কিঞ্চিৎ ক্রোধ অথচ উপহাস পূর্ব্বক]

গীত।

রাগিণী পরজ। তাল পোস্তা।

ওরে ভিখারি এই কিরে, তোর প্রসঙ্গ ?।
তোর ধর্ম্ম-কথায়, মর্ম্ম-ব্যথায়,
কর্ম্মদোষের আসঙ্গ ॥
এই কিরে, তোর প্রসঙ্গ ?।
দেখ্ যুক্তি মতে, এ জগতে,
স্বভাবে সব উলঙ্গ ॥,,
তুই যখন এলি, ন্যাংটা ছিলি,
খালি ছিল সর্ব্বাঙ্গ ॥ ১
শেষ্ যাবি যখন, ন্যাংটা তখন,
হবি পুন অনঙ্গ।
তুই ভবের নাটে, কাপড় পোরে,
করিস্ মিছে রঙ্গ ?

রাখ্ আমাকে দেখ্, পাগল্ কোরে,
মানস্ মাতাল মাতঙ্গ।
আমার স্বভাবসিদ্ধ-মূর্ত্তি দেখে,
কেন করিস্ আতঙ্ক ?॥ ৩
তোর বুদ্ধধর্ম্ম শুদ্ধ নহে,
মিছে করিস্ কুসঙ্গ ?।
ছিছি, কষ্ট পেয়ে নষ্ট হোলি,
কবে হবে সুসঙ্গ ?॥ ৪
তোর মনে ময়লা কয়লা ভরা,
বাহিরেতে গৌরাঙ্গ।
মিছে বাহির শাদা, ফটিক চাঁদ,
বিষদন্ত-ভুজঙ্গ ॥ ৫
তুই ঘোর তুফানে পোড়ে কেবল,
দেখিস্ তরল্ তরঙ্গ।
ওরে স্থির পানিতে পাতর ভাসে,
জলে কলের শূড়ঙ্গ ॥ ৬
তোর আমার সঙ্গে, প্রেমতরঙ্গে,
দেখ্‌বি কত সুরঙ্গ।
সুখে থাক্‌লে খানিক্ পাবি মানিক,
নাচ্‌বি হোয়ে ত্রিভঙ্গ ॥ ৭
তোর কাঁচাবাঁধন্ খাঁচা ছেড়ে,
উড়ে যাবে বিহঙ্গ।
যে আমার দীক্ষে, কেটে শীক্ষে,
ফেলে ভিক্ষে-করঙ্গ ॥ ৮

ভিক্ষুক।

ত্রিপদী।

ভয়ঙ্কর কলেবর, লজ্জাহীন-দিগম্বর,
কদাকার বিষম অধীর।
গাত্র হোতেছে অনর্গল, পড়িছে বিষ্ঠার-জল,
মল-ভরা সকল শরীর ॥

দারুণ-দুর্গন্ধ গায়, নিকটে দাঁড়ানো দায়,
ঘৃণা করি ডাকেনাকো যম।
নরকে নিবাস করে, কৃমি খেয়ে প্রাণ-ধরে,
পামর পিচাশ, নরাধম॥
ছাড়িয়া পবিত্র-মত, আমি হব তোর মত,
প্রেত সেজে করিব গমন?।
দূর, দূর, মর, মর, কাছে থেকে সর, সর,
কি বলিস্, দাম্ভিক দুর্জ্জন॥

দিগম্বরসিদ্ধান্ত।

[খেদ পূর্ব্বক সংগীত]

রাগিণী আড়ানা। তাল আড়া।

মনরে আমার, কর ভ্রম পরিহার।
না জেনে অহং, কেন, কর অহঙ্কার?।
মিছে আঁচে ভুলে আঁচ, করিতেছ সাতপাঁচ,
কাচিতেছ কত কাচ, অশেষ প্রকার।
পাঁচে করি পাঁচাপাঁচি, আঁচে কর আঁচাআঁচি,
এদিগে, যে, কাছাকাছি, হয়েছে তোমার।
প্রকৃতি বিকৃতি কর, কি প্রকৃতি তুমি ধর?
আকৃতির ভেদে কর, স্বকৃতি স্বীকার?।
অভাবের ভাব ধরে, স্বভাবে অভাব করে
স্বভাবের ভাবে নাহি, চয়ে একবার।
কল্পিত-ভাবেতে সবে, ভ্রমেতে ভ্রমিছে ভবে,
তবে আর কবে হবে, ভাবের সঞ্চার?।
তোমরা মানবযত, রয়েছ-তো শত শত,
অবিরত কত মত, করিছ আচার।
টলিতেছ চলিতেছ, কত ছলে ছলিতেছ
চলিতেছ, বলিতেছ, নরের আকার।
টল টল, চল চল, ছল ছল, যত ছল
কিন্তু তাই বল বল, বল কর কার?।
একাকারে এলে দেশে, একাকারে যাবে শেষে,
একেতেই হবে শেষে, সব একাকার।
দেশ দেশ করে যেষ, বেশ বেশ ধরে বেশ,
দেশেতে বেশের ভেদ, ভাল দেশাচার?।
একেতেই সব হয়, একেতেই সব লয়,
কিছু নয়, কিছু নয়, আকার প্রকার।
যখন এসেছ ভবে, উলঙ্গতো ছিলে সবে,
এখন বসন তবে, সাজে কি প্রকার?।
যখন মরণ হবে, বসন কোথায় রবে?
দিগম্বর হোয়ে সবে, যাবে ভব-পার।
মনে যার থাকে মিষ্ঠে, কি তার, চন্দন, বিষ্ঠে,
এ শুচি, এ, অশুচি, কি, সে করে বিচার?।
[illegible] ভরা মল, মন নহে নিরমল,
নাহি [illegible] জল, কর পরিষ্কার।
হায় একি ভ্রম ধরে, মিছে অভিমানে মরে,
বাহির পবিত্র করে, ভিতর অসার।
যারে বল নিরমল, আগে তাহা ছিল মল,
যত দেখ স্থল, জল, মলের ভাণ্ডার।
অমল কাহারে কয়, মল ছাড়া কিছু নয়,
মলময় সমুদয়, অখিল-সংসার।
খাও অন্ন, খাও জল, খাও মূল, খাও ফল,
পরিণামে হবে মল, সংশয় কি তার?॥
সেই মল পুনর্ব্বার, স্থলরূপে হয় সার,
অসারের মাঝে সার, কে বুঝিবে সার?।
অসারে ভাবিলে সার, অসারেই হয় সার,
এ অসার, এই সার, বিষম-বিকার।
দেহ মাঝে 'আত্মা' যিনি, অতি শুদ্ধ, সার তিনি,
অসারে সারত্ব তাঁর, কে করে সংহার?।
ভুল-পথে সবে ভুলে, পুণ্য, পাপ, কারে বলে?
জলবিম্ব মিশে জলে, হয় জলাকার।

মরিলেই মুক্ত হয়, কিছু আর নাহি রয়,
পরলোক কারে কয়, কারে কষ্ট আর ?।
দেহেই 'আত্মা' যারে কয়, অবিনাশী সেতো নয়,
শরীর হইলে লয় লয় হয় তাঁর।
এই হয়, এই লয়, মোয়ে আর নাহি রয়
স্বপ্নবৎ সমুদয়; কেবা হয় কার ?।
সবাই খেয়েছে মদ, সবা'র টলেছে পদ
পরস্পর ভুলে কয়, আমার আমার।
কেন ভাবে নারী নয়, এ,—আমার এ, যে, পর ?
নয়ন মুদিলে পর, সব অন্ধকার।
কেবা কার হয় যোগ্য, কেবা কার চিরভোগ্য,
যখন যে ভোগ করে, তখনি তাহার।
কারে দিব উপদেশ, ভোগের হইলে শেষ
তখন সম্বন্ধ লেশ, নাহি থাকে আর।
আমিতো আমার নয়, নারী কি আমার হয়
যাহে যার অভিরুচি, করুক বিহার।
দোষ যেন নাহি ধরে, দ্বেষ যেন নাহি করে,
এই দ্বেষ ঘোরতর, পাপের আগার।
পর-কারো নহে কেহ, সমভাবে কর স্নেহ,
রোগের আধার দেহ, ভোগের আধার।]
দ্বেষহীন মহাধর্ম্ম, বুঝে তার সার মর্ম্ম
আত্মহিতে কর কর্ম্ম, ইচ্ছা যে প্রকার॥

শান্তি এবং করুণা।

[পথে যাইতে যাইতে]

শান্তি।

সখি-করুণে.! দেখ দেখ, ঐ সোম সিদ্ধান্ত আসিতেছেন, ইনি মহামো হের-প্রেরিত-অনুচর, ওদিগে দৃষ্টি করা নয়, চল আমরা যাই।

[তদনন্তর সোমসিদ্ধান্ত রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিলেন।]

সোমসিদ্ধান্ত।

[চারিদিগে ফিরিয়া]

হর-হর-হর-হর।—শিব-কাশী,-শিব-কাশী।--জয়-কাশীনাথ। জয়-কাশীনাথ! বম্‌--বম্‌--বম্‌,--বমবম্‌--বম্‌ ।—বম্‌-ভোলা,-বম্‌-ভোলা।—ভোলানাথ । ভোলানাথ,-শিবগুরু-শিবগুরু।-কাশীশ্বর-বিশ্বেশ্বর,--জয় পার্ব্বতীনাথ । হরহর -হরহর,—তাপহর - পাপহর, শোকহর-রোগহর,—হর হর, দুঃখ-হর,—হর-পশুপাশ হর।—হে শঙ্কর পরমেশ্বর! তুমিই গতি,তুমিই গতি, জয় মহাদেব, মহাদেব, তোমাকে প্রণাম করি।

[সংগীতচ্ছলে স্তব ।]

ভজন ।

মুক্তিনিকেতন, বিঘ্নবিনাশক,
সৃষ্টি-পালন-লয়কারি।
নিন্দিত রজত, শ্বেতকলেবর,
ভুজগভূষণ,-জটাধারি॥ ১

সর্ব্বশিবময়, সম্পদসদন,
পঞ্চবদন,-মদনারি।
রক্ষ নিজ-সুতে, মোক্ষপ্রদায়ক,
দক্ষদুহিতামনোহারি॥ ২
সর্ব্ব-শুভঙ্কর, শঙ্কর-সুরেশ,
শুদ্ধ সতত,-সদাচারি।
নির্ম্মল-নির্গুণ, নিত্য-নিরাময়,
ত্বংহি-ত্রিগুণ-ত্রিপুরারি॥ ৩
শাশ্বত-চিন্ময়, বিশ্বপ্রকাশক,
আদ্য-অনাদি-অবিকারি।
সংহর ঈশ্বর-সংসারপিপাসা,
দেহি-চরণ-সুধাবারি॥ ৪

মা কালি-মা কালি, জয়কালি,
কালি।
মা তোমাকে প্রণাম করি।

স্রগতরঙ্গিণীচ্ছন্দ।

জয় কালিকে। গ্রহ-তিথিচালিকে।
ত্রিভুবনপালিকে। মাগো মা।
শশিখণ্ডভালিকে। নবশিরমালিকে।
গিরিরাজবালিকে। মাগো মা॥ ১
অট্ট-অট্টহাসিকে। যক্ষ-রক্ষশাসিকে।
দৈত্যকুলনাশিকে। মাগো মা।
ভবভাবভাবিকে। ভবভাসভাসিকে।
ভববাসবাসিকে। মাগো মা॥ ২
স্বেচ্ছাচারচারিকে। স্বেচ্ছাচারবারিকে।
স্বেচ্ছাচারকারিকে। মাগো মা।
সর্ব্বদুঃখহারিকে। সর্ব্বতাপতারিকে।
সর্ব্বশক্তিধারিকে। মাগো মা॥ ৩
জয়জয় চণ্ডিকে। চণ্ডমুণ্ডদণ্ডিকে।
কালদণ্ডখণ্ডিকে। মাগো মা।
রবিসুতগঞ্জিকে। ভবভয়ভঞ্জিকে।
হরমনোরঞ্জিকে। মাগো মা॥ ৪

গীত।

রাগিণী বেহাগ। তাল আড়া।

নিদ্রাগত কত মন, রহিবেরে আর?।
চৈতন্য সহায় করি, ভাব সর্ব্বসার॥
বিষয়-বাসনাধীনে, জাগিলেনা চিরদিনে,
জাননা যে, দিনেদিনে, যেতে হবে পার॥
নিজপুত্রে রেখে ঘাটে, তপন বসেছে পাটে,
নিশা-নিশাচরী ঠাটে, করিবে আহার।
জ্ঞানেরে জাগাও আগে, নিজে জাগো যোগে-যাগে, এই বেলা দিবাভাগে, কর আত্মসার॥ ১
গুপ্ত-আজ্ঞা, আজ্ঞা ছাড়ি, বায়ুভরে দিয়ে পাড়ি,
নিধ্য পারে গুরু-বাড়ী চল "সহস্রার"।
তবেতো চরমকালে, মিশাবে পরমকালে,
নাহি আর সেই কালে, কাল-অধিকার॥ ২

শিবভক্ত এবং শক্তিভক্তিপরায়ণ সাধকদিগের প্রতি দৃষ্টি করিয়া।

ওহে প্রাণাধিক-সাধক সকল!—শ্রবণ কর,—তোমরা "কুলার্ণব" নিরন্তর, এবং আর আর তন্ত্র সকল শিরোধার্য্য করিয়া তন্মতানুসারে কার্য্য নির্ব্বাহ কর।

স্বয়ংব্রহ্ম পরমেশ্বর ভগবান-মহাদেব "কুলার্ণবে" কহিয়াছেন।

যথা।

কুলাচারপ্রসক্তানাং সাধুনাং সুকৃতাত্মনাং।
সাক্ষাৎশিবস্বরূপাণাং প্রভাবং বেত্তি কো ভুবি

দৃষ্টাদুষ্টৈর্বীতক্লং [illegible] অগরূপাংশ্চ সাধকান্।
মুচ্যন্তে [illegible] কলিকল্মষ দূষিতাঃ ॥
কৌলিকোহি [illegible]কৌলিকঃ শিবএবসঃ।
ইত্যাদি।

(১) হে ভাই কুলসাধকগণ! করুণাময় মহাদেব এরূপ কহিয়াছেন, যে, তোমরা সকলে তাঁহার স্বরূপ, এই জগতের মধ্যে তোমাদিগের মহাত্ম্য, মনুষ্য দূরে থাকুক্, দেবতারাও জ্ঞাত নহেন,—পশুপাশবদ্ধ-অজ্ঞান-জীব সকল তোমারদিগের দর্শন পাইবামাত্রই তখনি অমনি উদ্ধার হইয়াযায়।

(২) জীব সকলকে নিস্তার এবং কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয়ের উপদেশ-করণ কারণ পৃথিবীতে তোমারদিগের অবস্থান হইয়াছে।

(৩) তোমরা কুলাচার এবং মহা-[illegible]প্রভাবে স্বেচ্ছাচারব্রত ধারণ [illegible] জীবন্মুক্ত হইয়াছ।

[illegible]৪) ম্লেচ্ছাদি মানব সকল তো-[illegible]দিগের সংসর্গ-কৃপায় পবিত্র হই-[illegible]।

[illegible]) কুলধর্ম্মের অপেক্ষা উত্তম [illegible] নাই, সদাশিবের এই সুক্তি-

[illegible]য়াপর সাধনের দ্বারা যে ভোগ এবং মোক্ষ প্রাপ্ত হওয়া যায়না, তোমরা কুলধর্ম্ম-সাধন-বলে অনায়াসে অতি সহজেই তাহা লাভ করিতেছ।

(৭) কি ম্লেচ্ছ, কি শ্বপচ, কি কিরাত,-যে সকল সর্ব্বত্যাজ্য-নীচ-জাতি এই কুলচক্রে প্রবেশ করে, তাহারা ব্রাহ্মণ হইতে পবিত্র হয়।

(৮) তোমরা যে স্থানে চক্রারম্ভ কর, তোমারদিগের তেজের প্রতাপে বিঘ্ন সকল ভয়াকুল হইয়া তথা হইতে কোথায় পলায়ন করে।

(৯) যে কোন জল হউক, যেমন গঙ্গাজলে পতিত হইবামাত্রই গঙ্গাজল হইয়াযায়, সেইরূপ তোমাদিগের এই কুলধর্ম্মে যে কোনো ব্যক্তি আসিয়া প্রবেশ করে, সে তৎক্ষণাৎ কৌলপদ প্রাপ্ত হয়।

(১০) যে প্রকার সমুদ্রে নদী সকলের পৃথকভাব বোধ হয়না, সেই-প্রকার কুলধর্ম্ম-প্রাপ্ত মনুষ্যদিগের মধ্যে পরস্পর পৃথক্‌ভাব থাকেনা।

(১১) যে দেশে কুলযোগী পদার্পণ করেন, সেই দেশ পবিত্র হয়, তাঁহাকে দর্শন এবং স্পর্শন করিলে একবিংশতি কুলের উদ্ধার হয়।

(১২) যে কুলে একটী কৌলিক-পুত্রের জন্ম হয়, সেই পুত্রের মাতা ও পিতা সাধু, কেননা সেই কুলের পিতৃলোক সকল মহানন্দে দেবতা-দিগের সহিত বাস করেন।

(১৩) চণ্ডাল ব্যক্তি কুলাচার করিলে ব্রাহ্মণ হইতেও শ্রেষ্ঠ হয়,—যে ব্রাহ্মণ কুলাচাররহিত তিনি চণ্ডাল হইতেও অধম।

(১৪) যেদিগে সূর্য্যের উদয় হয়, সেই দিগকে লোক যেমন পূর্ব্বদিক্ কহে, সেইরূপ কুলযোগিগণ যে যে ব্যবহার করেন, সেই সেই ব্যবহারের পথকেই পরমপথ কহিতে হইবে।

(১৫) যেরূপ বক্র-নদীকে কেহ সরল করিতে পারেনা,—যেমন নদীর স্রোত রোধ করিতে কেহই সমর্থ হয়না,—সেইরূপ কুলযোগির স্বেচ্ছাচারকে নিবারণ করিতে কেহই শক্ত হয়না।

(১৬) সত্যযুগে বেদোক্ত কর্ম্ম, ত্রেতাতে স্মৃত্যুক্ত কর্ম্ম, দ্বাপরে সংহিতা-সম্মত-কর্ম্মদ্বারা মানুষ সকল ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, চতুর্ব্বর্গ—ফল পাইয়া নিস্তার হইয়াছে, কলিতে ব্রাহ্মণাদি বেদ, স্মৃতি, সংহিতা ও পুরাণোক্ত শৌচাচার-বর্জ্জিত, সুতরাং শ্রুতি-সম্মত কর্ম্মের দ্বারা ইহারদিগের ক্রিয়াসিদ্ধ হয়না-একারণ পতিতপাবন করুণাসাগর শিব জীবের দৃঢ়-প্রত্যয় জন্য বারম্বার সত্য করিয়া কহিয়াছেন, যে, আগমোক্ত কর্ম্ম ভিন্ন কলিযুগে আর গতি নাই, এই কলিতে আমার মত ছাড়িয়া যে ব্যক্তি কর্ম্ম করে তাহার ফলসিদ্ধ হয়না,—এবং সেই ক্রিয়াকর্ত্তা নরকগামী হয়।—এই প্রবল কলিযুগে শৈবশাস্ত্র-মত অবলম্বন না করিয়া যে লোক অন্য-মত আশ্রয় করে, সে লোক ব্রহ্মহত্যাজনিত-পাপ-ভোগ করে।

(১৭) জপ, যজ্ঞাদি কর্ম্মে তান্ত্রিক-মন্ত্রই প্রসিদ্ধ ও প্রশস্ত, যেহেতু এই সিদ্ধ-মন্ত্র আশু ফলদ, যে দুর্ম্মতি কলিকালে আগমোক্ত কর্ম্ম না করে, সে কর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া ক্রিমিজন্ম প্রাপ্ত হয়।

(১৮) শিব কহেন—কলিতে আমার মত ভিন্ন, যে, দীক্ষা, সে দীক্ষাই নহে,—সাধকের নাশের কারণ দেবতা কুপিত হন। পুজা, হোম

ব্যর্থ হয়, সর্ব্বদাই বিঘ্ন ঘটে। আগম শাস্ত্র ছাড়িয়া যে ক... মহা-পাতকী হয়।

(১৯) এই সকল শিবের আগ-মোক্ত বিধান ... সুপূজ্য বলিয়া গ্রাহ্য করিয়াছেন।

(২০) ... সাক্ষাৎ শিবস্বরূপ, কুলীন ... কোন দোষ নাই, জিজ্ঞাসা ... স্পষ্ট-প্রমাণপূরিত-... থাকাতেও তো-মরা, ... ঘৃণিত-পশুদিগের ভয়ে ভীত হইয়া কেন স্বধর্ম্মের সঙ্কো-চ করিতেছ? প্রাণান্তেও যাহাদিগের সংসর্গ করিতে নাই, মুখ দেখি-তে নাই, স্পর্শ করিতে নাই, এবং পশুর সহিত কেন ব্যবহার কর?।

(২) ... পশুকে ইচ্ছাপূর্ব্বক দেখিলে, আলাপ করিলে, স্পর্শ ক-রিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়,—পশু-সংসর্গে বীর ... পশু হয়েন।—যে সাধক জ্ঞান পূর্ব্বক পশুর অন্ন ভো-জন করে,—সে নরাধম সহস্র মন্বন্তর অতীত হইলেও নরক হইতে নিষ্কৃতি পায়না, এবং লোভ, মোহ, ভয়-প্রযুক্ত কোন ভক্ত যদি ক-খনো পশুর অন্ন ভোজন করে, তবে লক্ষ পাদুকামন্ত্র জপ, পুনরায় অভি-ষেক,—শ্রীচক্র ও কৌল পূজা করি-য়া পাপ হইতে মুক্ত হয়,—নতুবা নিস্তার নাই,—অতএব তোমরা ম-হাদেবের বাক্য কেন লঙ্ঘন করিতেছ?—কি জন্য পশু সঙ্গে পাপগ্রস্ত হইতেছ? পশুদিগের কোন ধর্ম্ম নাই,—অগ্নিহোত্রাদি বৈদিক-ধর্ম্মের অনুষ্ঠানো জানেনা।— তবে গা, যিত্রী-মন্ত্র মাত্র আছে, তাহারো অর্থ জানেনা, অর্থ না জানিলে ফলসিদ্ধ হয়না, কেননা মন্ত্রের অর্থ ও মন্ত্রের চৈতন্য যে ব্যক্তি না জানে শত শত লক্ষ জপ করিলেও তাহার মন্ত্র সিদ্ধ হয়না।—বিশেষতঃ দেখ, কলিতে পশুধর্ম্ম কোনমতেই নির্ব্বাহ হইতে পারেনা, কেননা "স্মার্ত্তাচার" ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে উঠিয়া দেবতা-স্মরণ, পৃথিবী নমস্কার, দক্ষিণপাদ পুরঃসর গৃহ হইতে বহিস্কৃত হইয়া এক শত ধনু-পরিমিত গ্রামের বাহিরে গিয়া গর্ত্ত খনন ও মুখ-নাসিকা বন্ধন-পূর্ব্বক কোন্ পশু মলমূত্র পরিত্যাগ করিয়া থাকে?—অপিচ সূর্য্যোদয়ের পরে দন্তধাবন করিলে পাপিষ্ঠ পশু বিষ্ণু পূজা করিতেও অধিকারী হয়না

আর আহারের [illegible] এবং দ্র-ব্য-শুদ্ধি করণের যে যে নিয়ম আছে তাহাই-বা কোন্ পশুতে করিয়া-থাকে? অতএব পশুরা এইরূপ বিহি-ত-ধর্ম্ম কর্ম্ম না করিয়া কেবল সর্ব্বধর্ম্ম হইতেই বহিস্কৃত হইতেছে।--পত্র,-পুষ্প, ফল, জল প্রভৃতি সকল পশুরা স্বহস্তে সংগ্রহ করিবে, ব্রাহ্মণেরা শূ-দ্রের মুখ দেখিবেনা, মনেতেও পর-স্ত্রীর স্মরণ করিবেনা, এবং সিদ্ধি, চরস, তামাকু ইত্যাদি মাদকদ্রব্য ও মৎস্যাদি আমিষ, ব্যবহার করি-বেনা, দেখ ভাই,—দেখ দেখ। কোন্ পশু ইহার কি করে? কেনা তামাক খায়? চরস খায়? গাঁজা খায়? মাচ খায়? মাংস খায়! এবং কেনা শূদ্রসেবা করে! কেনা পরস্ত্রী গমন করে! ধর্ম্মহীন এই সমস্ত পশু মহাকাল, ভৈরব বামন, নৃসিংহ, রামচন্দ্র, গোপাল প্রভৃতি এবং কালী, তারা, ত্রিপুরাসুন্দরী, ই-ত্যাদি মহাবিদ্যা-মন্ত্রে উপাসক হই-য়া কুলাচার অনুষ্ঠানের অভাবে ধর্ম্ম-ভ্রষ্ট হইয়া পূর্ব্বাপরের সহিত নরকে বাস করিতেছে। সুতরাং সকলে পশুসঙ্গ পরিহার কর, ভয় পাইয়া কেন কুলাচারধর্ম্ম গোপন [illegible] সত্যের অপহ্নব করিয়া পাপ সঞ্চয় করিতেছ?।

কোন কোন পশু বলে "স্মৃত্যাদি শাস্ত্রমতে মদ্যের দান, পান, গ্র-হণ নিষেধ। ইহাতে ব্রাহ্মণের ব্রা-হ্মণ্য থাকেনা" এ কথা তাহাদিগের প্রলাপ-মাত্র, মদ্য পানাদির যে, নি-ষেধ, সে অসংস্কৃত-মদ্যের বিষয়ে, এবং অনভিষিক্ত-সাধকের প্রতি জা-নিবে, অভিষিক্ত সাধকের সংস্কৃত-মদ্য পান-বিষয়ে আগম শাস্ত্রের স-হিত স্মৃতি, শ্রুতি, পুরাণের কিছুমা-ত্রই বিরোধ নাই।

প্রমাণ।

নিগমকল্পদ্রুমে। অসংস্কৃত-মদ্যাদি মহাপাপ [illegible] ইত্যাদি॥ শ্রুতিঃ সৌত্রা-মন্যাং সুরাং গৃহ্ণীয়াৎ সৌত্রামন্যাং কুলা-চারে ব্রাহ্মণো মদিরাং পিবেৎ।

[illegible] নপুণ্যং নচপাতকং নস্বর্গো [illegible] কৌলিকানাং কুলেশ্বরি

দেখ ভাই, ইহার অপেক্ষা প্রত্য-ক্ষ-প্রমাণ আর কি আছে!—উত্তম, মধ্যম, তৃতীয় এবং কনিষ্ঠ, ব্যবহার ভেদে মহাদেব এই চারি প্রকার সা-ধক নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

যাঁহারা বিধি নিষেধ উপেক্ষা পূর্ব্বক শোধন, সংস্কার, নিবেদনের অপেক্ষা না রাখিয়া কেবল "ব্রহ্মাত্ম ভাবে" আহার বিহারাদি করেন, তাঁহাদিগে উত্তম-কৌল কহিয়াছেন, বেদজ্ঞ জনেরা ইঁহারদিগকেই ব্রাহ্ম কহেন। কারণ এই অবস্থাই লয়ের অবস্থা, ধ্যান ধারণাদি অবলম্বন থাকেনা, কেবল ব্রহ্ম-স্বরূপে অবস্থিতি হয়।

যিনি পূজা, ধ্যান, ন্যাসাদির প্রয়োজন না রাখিয়া দর্শন, স্পর্শন, ঘ্রাণদ্বারা জলাশোধন পূর্ব্বক "ব্রহ্মার্পণমস্তু" এই বাক্যে অর্পণ করিয়া সর্ব্বদা আনন্দে কালক্ষয় করেন তাঁহাকে মধ্যম-কৌল কহেন।

যিনি পূর্ণাভিষিক্ত হইয়া ধ্যান, পূজা, জপাদি পূর্ব্বক তত্ত্বসংস্কার করিয়া সর্ব্বদা আপনাকে দেবতারূপ ভাবিয়া নিবেদিত নৈবেদ্যের পান ভোজনদ্বারা কালক্ষয় করেন, তাঁহাকে তৃতীয় কহেন।

যিনি শাক্তাভিষিক্ত হইয়া আপনার ইষ্টদেবতা পূজা পূর্ব্বক দ্রব্যাদি-শোধন করত নিবেদিত-প্রসাদ যথাবিধিক্রমে মন্ত্রোচ্চারণ পুরঃসর গ্রহণ করিয়া ভজন সাধন দ্বারা কাল-যাপন করেন, তিনি কনিষ্ঠ-কৌ

ইহাঁরা সাধু, সাক্ষাৎ শিব, ব্রহ্ম, কেননা ব্রহ্মাত্মকমন্ত্রের দ্বা তত্ত্বশোধনাদি কর্ম্ম করিয়া সব দ্রব্যকেই ব্রহ্মময় ভাবনা করি থাকেন।

দিগম্বরসিদ্ধান্ত।

ওরে ভিখারি! দেখ্‌তেছিস্‌,-যে পুরুষ, কাপালিকব্রত ধারণ রেছে, চল্‌না কেন আমরা উভয়ে উহার নিকটে যাই।

দিগম্বর এবং ভিক্ষুক দুই জনে সোমসিদ্ধান্তের নিকট গমন।

দিগম্বর।

কাপালিক পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা।

ওরে কাপালিক! বল্‌ দেখি তোর মতে সুখ এবং মোক্ষ কিরূপে সাধন হয়!।

সোমসিদ্ধান্ত।

ও উলঙ্গ! আমাদিগের মত শ্রবণ কর।

আমরা মহাবলি প্রদান পূর্ব্বক নরমাংস-শোণিত এবং ঘৃতের দ্বারা

মহাভৈরবের পুজা করিয়া-প্রসাদ গ্রহণ করি।

ভিক্ষুক।

দুই কর্ণে হস্ত দিয়া।

হে বুদ্ধ! হে বুদ্ধ! আমাকে নিস্তার কর, এদের এই ধর্ম্ম কি ভয়ঙ্কর?।

দিগম্বর।

হে অভিমত-দেবতা! তোমাকে প্রণাম করি।

আরে! কোন্ পাপাত্মা তোরে এই জঘন্য নিষ্ঠুর ধর্ম্মের উপদেশ করেছে?।

সোমসিদ্ধান্ত।

ক্রোধ পূর্ব্বক।

ওরে পাষণ্ড! তোরা কি বলিস্,-এক ব্যাটা ন্যাংটা প্রেত, এক ব্যাটা ধামাধরা-নেড়া,-এরা আবার আমার এই পরমধর্ম্মের নিন্দা করে।-ওরে দুরাচার দেবনিন্দক! শোন্, চতুর্দ্দশ-ভুবনের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কর্ত্তা ভগবান ভবানীপতি মহাদেব, যাঁহার মহিমা বেদান্তসিদ্ধান্ত সিদ্ধান্ত করণে অক্ষম, তাঁহার প্রভাব দর্শন করাই, আমি এখনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু প্রভৃতি প্রধান প্রধান দেবতাদিগ্যে এখানে আনিতে পারি; আকাশের নক্ষত্র সকলের গতি রোধ করিতে পারি, পৃথিবীকে জলপূর্ণা করিয়া পুনর্ব্বার সেই জল এক চুমুকেই পান করিতে পারি।

দিগম্বর।

ও উন্মত্ত মাংসাসি রাক্ষস!-ওরে দাঁতাল্! ও মাতাল্! তুই অলীক ঐন্দ্রজালিক-বিদ্যা দ্বারা আকাশ পাতাল্ চালিবার কুহক দেখাস্।

সোমসিদ্ধান্ত।

ক্রোধে খড়্গ ধারণ পূর্ব্বক।

ত্রিপদী।

পুন পুন দুরাচার, নিন্দা করি দেবতার,
উপরকে ইন্দ্রজালী কয়।
উচিত সে প্রতীকার, এখনিই করি তার,
পাপাত্মার প্রাণ রাখা নয়॥
বলি বলি, তবে বলি, এখনিই দিয়ে বলি,
কোরে তোর রুধির গ্রহণ।
মুণ্ড দিয়ে পদসেবি, মহাদেব, মহাদেবী,
উভয়ের করিব তর্পণ॥
দিয়েছিস্ হাতনাড়া, যাবি কোথা, দাঁড়া দাঁড়া,
খাঁড়া ধোরে দিই যমালয়।
তোর মাংসে দিগম্বর, পুজি দুর্গা, দিগম্বর,
দেখুক্ সাধক সমুদয়॥
নরাধম নরপশু, নিয়ে আজ্ তোর অসু,
বসুধারে করাই ভোজন।

হর হর বোলে মুখে, প্রসাদ খাইবে সুখে,
যত বীর কুলযোগিগণ ॥

খাঁড়া ভুলিয়া কাটিতে উদ্যত।

ক্ষপণক।

প্রাণভয়ে থর থর কাঁপিতে কাঁপিতে।

অহিংসা-পরমধর্ম্ম। অহিংসা-পরমধর্ম্ম। হে ভিক্ষুক! প্রাণ যায়, প্রাণ যায়, আমি তোমার শরণ লইলাম, আমাকে বাঁচাও, বাঁচাও।

ভিক্ষুক।

উপহাস পূর্ব্বক।

ওহে ধার্ম্মিক সোমসিদ্ধান্ত!—তোমার এ কেমন্ ধর্ম্ম? কৌতুক পূর্ব্বক বাক্ কলহ, ইহাতে তপস্বিকে হত্যা করা কি তোমার কর্ত্তব্য হয়?

সোমসিদ্ধান্ত।

পরমেশ্বর ইষ্টদেবতার নিন্দা, এ আবার কৌতুক কোথায়? আমি এখনিই ইহার মুণ্ডপাত করিতাম্, কেবল তোমার কথায় এবার ক্ষমা করিলাম, এই আমি অসি ফেলিতেছি।

দিগম্বরসিদ্ধান্ত।

ও মহাশয়! এত ক্রোধ কেন? স্থির হউন, এখন্ অস্ত্র ফেলেছেন, অতএব বিরক্ত হবেননা, বিনয় পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করি। শান্ত হইয়া উত্তর করুন। আপনারদের পরমধর্ম্মতো শ্রবণ করিলাম, চক্ষেও কিছু দেখিলাম, এখন্ বলুন্ দেখি, এ ধর্ম্মে সুখ এবং মোক্ষ কি প্রকার?

সোমসিদ্ধান্ত।

শোন্ নাস্তিক শোন্। বিষয় ভিন্ন কখনই সুখ হয়না, তবে কেন তোরা এরূপ মুক্তির প্রার্থনা করিতেছিস্।

আনন্দ ও জ্ঞানরহিত যে মুক্তি তাহাতে সুখ কি আছে? যেহেতু পাষাণস্বরূপ হইয়া অবস্থান করিতে হয়। অতএব তোদের মতসিদ্ধ এইরূপ যে মুক্তি, সে মুক্তিই নয়।—যাহাতে দুঃখের লেশ মাত্র নাই, অথচ দিব্যাঙ্গনা-সম্ভোগজনিত যে সুখ তাহারি নাম মুক্তি,—আগমশাস্ত্রে স্বয়ং মহাদেব এইরূপ মুক্তির নির্দ্দেশ করিয়াছেন।—এবং তিনি চিরকাল জীবন্মুক্ত হইয়া মহামায়া পার্ব্বতীর সহিত ক্রীড়া করিতেছেন।—এইতো সাক্ষাৎ মুক্তি, বল্ দেখি অমৃত হওয়া ভাল? না অমৃত ভোজন করা ভাল!

ভিক্ষুক।

ও মহাশয়! তোমার এই মোক্ষ শ্রদ্ধার যোগ্য নহে, যেহেতুক ইহা রাগিদিগের-সম্মত-ধর্ম্ম।

দিগম্বরসিদ্ধান্ত।

ওরে কাপালিক!—যদি তুই বিরক্ত না হোস্,তবে কিছু বলি, ওরে! যে শরীরী, সে কিরূপে মুক্ত? যে ব্যক্তি বন্দী হইয়া কারাগার ভোগ করে, তাহাকে তুই কি প্রকারে অব্যাহতিপ্রাপ্ত সাধুর ন্যায় কহিতেছিস্?

সোমসিদ্ধান্ত।

[ক্ষণকাল নীরব হইয়া মনে মনে বিবেচনা]

এই দুটো পশুর মন অতি অপবিত্র, ঘোরতর অশ্রদ্ধায় পরিপূর্ণ, ভাল আমি শ্রদ্ধাকে আহ্বান করি, প্রেমময়ী প্রাণেশ্বরী শ্রদ্ধা এখন্ কোথায় আছেন্? তাঁহার কৃপাকটাক্ষ ভিন্ন ভ্রান্ত-দিগের ভ্রান্তি দূর হইবেনা।

[কাপালিনী-বেশধারিনী রাজসী-শ্রদ্ধা]

গীত।

রাগিণী বেহাগ। তাল একতালা।

কেরে, বামা,-বারিদবরণী;
তরুণী ভালে ধরেছে তরণি,
কাহারো ঘরণী আসিল ধরণী,
করিছে দনুজ-জয়।
হের হে ভূপ, কি অপরূপ,
অনুপ রূপ, নাহি স্বরূপ,
মদননিধনকরণকারণ,
চরণ শরণ লয়॥
বামা, হাসিছে ভাষিছে, লাজ না বাসিছে,
হুহুঙ্কাররবে, সকল শাসিছে,
নিকটে আসিছে, বিপক্ষ নাশিছে,
গ্রাসিছে বারণ, হয়। ১
বামা, টলিয়ে চলিছে, লাবণ্য গলিছে,
সঘনে বলিছে, গগনে চলিছে,
কোপেতে জ্বলিছে দনুজ দলিছে,
ছলিছে ভুবনময়॥ ২
কেরে, ললিতরসনা, বিকটদশনা,
করিয়ে ঘোষণা, প্রকাশে বাসনা,
হোয়ে শবাসনা, বামা বিবসনা,
আসবে মগনা রয়। ৩

হে নাথ আজ্ঞা করুন্! আমি কি করিব!

সোমসিদ্ধান্ত।

হে প্রিয়ে।—এই দুরহঙ্কৃত ভিক্ষুককে এখনি আলিঙ্গন কর।

রাজসীশ্রদ্ধা।

[ভিক্ষুককে স্পর্শ করিয়া]

গীত।

রাগিণী ঝিঁঝিট। তাল আড়া।

দনুজদলনী দুর্গা, জননী যাহার রে,
জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে, কি ভয় তাহার রে?॥

ভিক্ষুক এবং দিগম্বর।

হাঁ প্রভু!—আমরা এই দুইজনে পবিত্র হইয়া আসনে বসিলাম।

সোমসিদ্ধান্ত।

প্রথমে মহাদেবকে প্রণাম কর।

ভিক্ষুক এবং দিগম্বর ভুমিষ্ট হইয়া প্রনাম।

প্রণাম মন্ত্র।

পঞ্চচামরচ্ছন্দ।

শ্মশানভস্মলেপনং ভুজঙ্গভোগভুষণং।
পিনাক-শূলধারিণং,স্বভক্তপাপহারিণং।
শশাঙ্কখণ্ডশেখরং, হিমালয়াত্মজাবরং,
সমস্তলোকশঙ্করং নমামি দেবশঙ্করং॥ ১

কালিকাকে প্রণাম কর।

প্রণাম মন্ত্র।

প্রমাণিকাছন্দ।

বিপক্ষপক্ষনাশিনীং, মহেশহৃদ্বিলাসিনীং।
নৃমুণ্ডজালমালিকাং, নমামি ভদ্রকালিকাং॥১

হে প্রিয়ে কাপালিনি! অদ্য বড় আনন্দের দিন, তোমার অনুকম্পায় ইহারা দুটি আমার শিষ্য হইল, তুমি পূজার আয়োজন কর, এবং নৈবেদ্য কর।

হর-হর হর জপিতে জপিতে।

আঙুল্ নাড়িয়া-হুঁ ঐ-মন্ত্র,—হুঁ-ঐ পাত্র,হুঁ-ঐ জপের মালা।

পুনর্ব্বার ঘাড় নাড়িয়া চক্ষের ভঙ্গিমায়।

হাঁ—এখানে এখানে,-হুঁ-রাখো, রাখো।

হর হর হর হর, বম বম বম।

কাপালিনী।

হে হৃদয়েশ!—সমুদয় প্রস্তুত। পঞ্চমকার—পানপাত্র পরিপূর্ণ।

সোমসিদ্ধান্ত।

যথা ভঙ্গিতে পানপাত্র ধারণ পূর্ব্বক নয়ন মুদিয়া ধ্যান করিতে করিতে মন্ত্র-জপ।

এক চুমুক্ অগ্রে আপনি খাইয়া।

লও বাপু লও, তোমরা এই প্রসাদ পাও—এই পাত্রপুরিত পরমামৃত সংসার স্বরূপ ব্যাধির মহৌষধ, এবং ভাব, রূপ, রসের সৃজন আর পশুপাশ ছেদনের কারণ এই কারণ। শিবের আনন্দকাননে, আসিয়াছ, কেবল আনন্দ কর,—কালী গুণ গান কর—নামামৃত পান কর।

দিগম্বরসিদ্ধান্ত এবং ভিক্ষুক।

বিমর্ষ হইয়া দুজনে চুপি চুপি, কাণাকাণি, কুস্ কুস্।

[দি।—প্রথমে নাকে কাপড় দিয়া মুখ বাঁকাইয়া।]

হুঁ বড় গন্ধ, ভর্ ভর কোরে গন্ধ ছুট্‌ছে।—হুঁ—কেমন্ কোরে খাব?—আমাদের মতে সুরাপান বড় নিষেধ,—বড় নিন্দা। আগে কি জানি, যে, মদ খেতে হয়? তা হোলে কি মন্ত্র নিই!

[ভি।—ঘৃণা-পূর্ব্বক বিকট-ভঙ্গিমায় শিহুরে উঠিয়া।]

একেতো মদ অপেয়, তাতে আবার কাপালিকের এঁটো করা, মুখের লাল, আগা, দেখিইতো গা ঘিন্ ঘিন্ করে আমাকে মেরেই ফেলুক, আর কেটেই ফেলুক, আমিতো প্রাণ, গেলেও খেতে পার্ব্বনা।

সোমসিদ্ধান্ত।

[আড় চক্ষে চাহিয়া।]

আঃ, তোমরা দুজনে চুপি চুপি কি বলিতেছ? আমি বুঝেছি। হাহাঃ কাপালিনি! এখনো এ দুজনের পশুত্ব দূর হয়নাই। তীর্থবাসিরা কহে, স্ত্রীমুখ সর্ব্বদাই শুচি, মনের বিকারে এঁটো বলিয়া অমৃতপানে ঘৃণা করে, তুমি প্রসাদ করিয়া স্বহস্তে প্রদান কর।

তামসীশ্রদ্ধা।

বটে, এমন্'—অমৃত খেতে অরুচি, এখনো বিকার যায়নি।

[যথা নিয়মে দক্ষিণহস্তে পাত্র লইয়া এক ঢোঁক্ খাইয়া।]

আঃ কি ভ্রম! কি ভ্রম! হুঁ, এঁরাতো মন্দ নন, রামো বলেন, কাপড়ো তোলেন। হে ভক্তি তুমি অনুকূলা হও।

গীত।

কতদিনে জীব তুমি, শিব হবে আর?।
এখনো রয়েছে মনে, বিষম-বিকার॥
এ কারণ, কি কারণ, সেই জানে সে কারণ,
কারণকারিণী-কালী, মনে জাগে যার।
ওরে অভিমান-সুধা, এ সুধা কেমন্ সুধা,
যে খেয়েছে, তারে গিয়ে, সুধা একবার॥
বিষ্ খেয়ে বিষ্ করে, অমৃতে অরুচি ধরে,
কিসে সুখ, কিসে দুখ, করেনা বিচার।
সুরপ্রিয়া এই সুরা, অতিশয় সুমধুরা,
এমন্ মধুর মধু, কোথা আছে আর?॥
সামান্যতো অন্ধ নয়, আলো দেখে অন্ধ হয়
অন্ধকারে অন্ধ নয়, করে হাহাকার।
ভোগি জনে দেয় ভোগ, যোগি জনে দেয় যোগ
ভোগের আধার, এযে, যোগের আধার॥

চল চল পানপাত্রে, গ্রহণ করিবামাত্রে,
পুলক প্রকাশে গাত্রে, আনন্দ অপার।
নিগমে নিগূঢ় উক্তি, সাক্ষাৎ জীবন-মুক্তি,
এখনি প্রমাণ পাবে, করি ব্যবহার॥
খায় যেই এই মদ*, নাহি টলে তার পদ,
পদে থেকে পায় পদ, নেসা কোথা তার?।
এ মদ না খায় যারা, মদের মাতাল তারা,
তাদের নেসার ঝোঁক্, না হয় সংহার॥
কখনো না খায় মদ, খেয়ে মদ টলে পদ,
সে মদের মত্ততার, নাম অহঙ্কার।
যারা ভালবাসে মদ, তারা নাহি করে মদ,
সদাই মনেতে মদ, স্বভাবে সঞ্চার।
যারা নাহি খায় মদ, তারা কয় মদ মদ,
মদ নয় এই মদ, মদের ব্যাপার।
পূর্ণসুখ-ষোলকলা, পুণ্য, পাপ, দেখে কলা,
কুলযোগি খায় কলা†, রেখে কুলাচার॥
কুলীনের শুদ্ধ কুল, কুলহীন অনুকূল,
আপনার তিনকুল, সে করে উদ্ধার।
লোকের কেমন ভুল, কুলের না জেনে মূল,
কুল কুল কোরে দেখে, অকূল পাথার॥
যেনা আসে এই কূলে, দাঁড়াবে সে কোন্ কূলে,
একূল, ওকূল তার, দুকূল আঁধার।
ভক্তিভাবে করি ভর, শিব কালী জপ কর,
সকলের মূল শ্রদ্ধা, সর্ব্বমূলাধার॥
এই শ্রদ্ধা যার মনে, আত্ম, পর, সে কি গণে,
এক ভাবে সমুদয়, করে একাকার।

স্নান করি শ্রদ্ধা-জলে, শুচি সদা কুতূহলে,
তার কাছে কোথা আছে আচার বিচার।
ব্রহ্মরূপ নিজে হয়, দেখে সব ব্রহ্মময়,
ব্রহ্মানন্দে মুগ্ধ রয়, জপিয়া ওঁকার।
অধোবায়ু করি ধ্বংস, সোহং, সোহং, হংস হংস,
ওঁকারেতে, কুণ্ডলিনী চালে সহস্রার॥
যে করে "অজপা" বোধ, সে পেয়েছে তত্ত্ব বোধ
সশরীরে মুক্ত সেই, মৃত্যু নাই তার।
ভবসিন্ধুপার হেতু, কুলাচার-শুদ্ধ-সেতু,
সে সেতুর ওপারেতে, তত্ত্ব-পারাবার॥
তাহার মাঝেতে চর, জ্যোতির্ম্ময় তাহে ঘর,
সেই ঘরে পরাৎপর, করেন বিহার।
মূল মাত্র এক আঁক, সেই আঁকে দিলে ফাক,
এক আঁকে লাক লাক, হাজার হাজার॥
টানো সেই এক আঁক, ফাকেই থাকিবে ফাক
কোথা কোটি, কোথা লাক, সব ফক্কিকার।
না জানিয়া বস্তু এক, ভ্রমে ধরে নানা ভেক,
শ্রদ্ধাজলে অভিষেক, শুদ্ধ সদাচার॥
চেঁচায়োনা ছেড়ে গলা, বাহিরে আচার কলা,
মনের ভিতরে মলা, কর পরিষ্কার।
এই জল, এই ফল, কারে তুমি এঁটো বল,
এঁটো-ছাড়া খাবে তুমি, কি আছে তোমার?
বায়ু, বারি, বহ্নি, ধরা, সমুদয় এঁটো-করা,
কেবলি এঁটোর চেটো, এ তিন সংসার।
কত মদে মত্ত রয়, মাতালে মাতাল কয়,
হেতু চেয়ে নাহি আর, হাসির ব্যাপার॥
ছাড়িয়া সকল তত্ত্ব, তত্ত্ব রসে হও মত্ত,
খাও খাও নাচো, গাও, ইচ্ছে যত যার॥

সুরাপাত্রে চুমুক মারিয়া হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক।

---

* মদ।—মদ্য। দর্প। হর্ষ

† কলা।—বরাহমাংস কুলচক্রে এই মাংস প্রসিদ্ধ॥

হে ভিক্ষুক !—লও লও, প্রসাদ পাও।

ভিক্ষুক।

[আহ্লাদে আটখান। হইয়া দেও দেও বলিয়া গ্রহণ পূর্ব্বক অমনি চুমুক — লোমাঞ্চিত।]

আরে এ, কি রে। কি-রে !—হা বুদ্ধ ! হা বুদ্ধ ! তোমার দিব্য, তোমার দিব্য, আমি শরীর-ধারণে এমত সুমধুর পরমামৃত কখনই পান করিনাই, আহা, সমস্ত শরীর তৃপ্ত হইল, আঘ্রাণে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত আমোদিত হইল।

আবার এক চুমুক।

[আহা অহং ব্রহ্ম। অহং ব্রহ্ম।]

[ইসৎ নাচিয়া।]

সুরাদেবি, তোর নামে, ভাবে গদগদ রে।
শুঁড়ির আমানি দেখি, অমৃতের হ্রদ রে॥
পানপাত্র করে করি, তুচ্ছ ব্রহ্মপদ রে।
বলিহারি, তোর গুণে, হায় হায় মদ রে॥

দিগম্বর।

ওরে ভিক্ষুক !—ও পেটুক !—কাপালিনীর অধরামৃত তুই একাই সকল খাবি, দে দে, আমায় দে।

ভিক্ষুক।

[হাত, বাড়াইয়া টলিতে টলিতে]

নেস্বে—নেস্বে নেস্বে নেস্বে, খাখা-লা নে, স্বে, ধ-ধ্ব ধ-ব্ব ধ্বর্।

দিগম্বর।

প্রথম চুমুকে—আঃ।

দ্বিতীয় চুমুকে ষাঁড়ের ন্যায় প্রথমে নীচে, ঘাড় নাড়িয়া পরে উপরে,- "না"এই শব্দে ঘাড়নাড়িয়া সর্ব্বশেষে আবার নীচু পানেই মুখ করিলেন।

প্রথম-নীচু পানে মুখ। এই কামিনী, এই কামিনী, অর্থাৎ এই কাপালিনী কামিনী এবং এই সুরা কামিনী, ইহাই কি স্বর্গ,—ঊর্দ্ধে মুখ, অর্থাৎ উপরেই বুঝি স্বর্গ। সর্ব্বশেষ ঘাড় নাড়িয়া অধোদেশে মুখ,-না, উপরে স্বর্গ নয়—নীচেই স্বর্গ,—এই কামিনী, এই কামিনী, এই স্বর্গ, এই স্বর্গ, আর সমুদয় উপসর্গ।

হায়,—দেবতারা কি খায় ! ছাই খায়। তারা যে সুরা খায়, তাতেত কাপালিনীর অধরামৃতের সংশ্রব নই।—আহা—আহা ! এতদিন ভণ্ড এক গুরুর মতে ভ্রান্ত হইয়া এই সুখ মোক্ষ-সাধন-স্বরূপা সুমধুর তত্ত্ব হতে বঞ্চিত ছিলাম।

[পুনর্ব্বার পান করিয়া]

হে ভিক্ষুক ! আমার পাটা, যে, টস্

মন করুছে। মুখে কথা এড়াচ্ছে। ভাই আমি খানিকক্ষণ শয়ন করি।

ভিক্ষুক।

আমিও বড় অস্থির হয়েছি, পড়ি পড়ি, আমায় ধর-ধর,—এসো আমারা দুজনেই ঘুমুই!

[পপাত ধরণীতলে।]

সোমসিদ্ধান্ত।

হে প্রেয়সি,—হে হৃদয়রঞ্জিনি-কাপালিনি! অদ্য বিনামূল্যে এই দুটি দাস লাভ হইল, এসো আমরা নৃত্য করি, গান গাই।

সোমসিদ্ধান্ত এবং কাপালিনীর নৃত্য।

ডুগুড়্, ডুগুড়্. ডুম্ ডুম্ ডুম্। ডুডুম্ ডুডুম্। ডুম্ ডুম্ ডুম্। তিনাক্ ধাঁধা তিনাক্ ধাঁধা।—ধাঁ ধাঁ ধাঁ-তিতুড়্ তিতুড়্।-ধাঁ ধাঁ ধাঁ-তিতুড়্, তিতুড়্। ধিন্তাক্তা, তিন্তাক্তা, ধিন্তাক্তা তিন্তাক্তা। ঝিঝিড়্ ঘিসা, ঝিঝিড়্ ঘিসা! ঝেড়াক্ ঝেড়াক্,-ঝাঁ ঝাঁঃ। ধেই ধেই ধেই, তাধেই, তাধেই। ধিন্তাক্তা,-তিন্তাক্তা। ধিন্তাক্তা, তিন্তাক্তা।

মুখামুখী ও হাত-ধরাধরি করিয়া।

গীত।

আনন্দধামেতে সবে, আসিয়াছ ভাই রে।
কেবল আনন্দ কর, নিরানন্দ নাই রে॥
ক্ষুধাহরা-সুধা দেবে, তৃপ্ত হোয়ে খাই রে।
আহা আহা, মরি মরি, বলিহারি যাই রে॥

নৃত্য।

ধেই ধেই ধেই। তাধেই, তাধেই।
ধেই ধেই ধেই। তাধেই, তাধেই।
ধিন্তাক্তা তিন্তাক্তা। ধিন্তাক্তা, তিন্তাক্তা

[আর একদিগে মুখ করিয়া।]

গীত।

অন্নপূর্ণা অন্ন-রাঁধে, খেতে যেন পাই রে।
মায়ের প্রসাদ বিনে, কিছু নাহি চাই রে॥
নিজ-ধামে বোসে থাকি, কোথাও না যাই রে।
নেচে কুঁদে, হেসে খেলে, কালীগুণ গাই রে॥

নৃত্য।

ধেই ধেই ধেই। তাধেই তাধেই।
ধেই ধেই ধেই। তাধেই তাধেই
ধিন্তাক্তা তিন্তাক্তা। ধিন্তাক্তা তিন্তাক্তা।

[আর একদিগে মুখ করিয়া।]

গীত।

তারানাম বড় মিঠে, পুলি পেটে ছাই রে।
গানে, পানে, মুক্ত হবি, বলি তোরে তাই রে॥
ডেকে ডেকে, হেঁকে হেঁকে, মুখে তোলো খাই রে
আর না হইবে খেতে, জননীর মাই রে॥

নৃত্য।

ধেই ধেই ধেই। তাধেই তাধেই।
ধেই ধেই ধেই। তাধেই তাধেই।
ধিস্তাক্তা,তিস্তাক্তা। ধিস্তাক্তা,তিস্তাক্তা

[আর একদিগে মুখ করিয়া।]

গীত।

তারাতত্ত্ব-সাগরেতে, ভাল কোরে নাই রে।
এ সাগরে, জলচরে, নাহি করে ঘাই রে।
একেবারে ডুবে যাব, নাহি পাব থাই রে।
ডুবেছিতো ডুবে দেখি, পা তাল্ যদি পাই রে॥

নৃত্য।

ধেই ধেই ধেই। তাধেই তাধেই।
ধেই ধেই ধেই। তাধেই তাধেই।
ধিস্তাক্তা,তিস্তাক্তা। ধিস্তাক্তা,তিস্তাক্তা
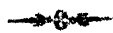
দিগম্বরসিদ্ধান্ত।

ওরে ভিখারি! ওট্ ওট্, দেখ্ দেখ্। ঐ দেখ্। কত্তা, গিন্নী নাচ্‌তেছে, গাইতেছে। এসো এই সঙ্গে আমরাও নাচি, আমরাও গাই।

[উভয়ে উঠিয়া অস্থিরচরণে নৃত্য।]

ক্ষণে কান্না। ক্ষণে হাসি।
একবার ওঠে, একবার পড়ে।

সোমসিদ্ধান্ত ও কাপালিনী পুর্ব্বার পান পূর্ব্বক শিব দিগ্যে প্রসাদ দিয়া চারিজনে হাত-ছেক্‌লা-ছিক্‌লি করিয়া তালে তালে নৃত্য।

তিস্তাধিনা,তিস্তাধিনা। তিস্তাধিনা, তিস্তাধিনা। তাঁকুড়্ তাকুড়্, তিনিতা তাকুড়্। ধাঁকুড়্ ধাঁকুড় ধিঁনিতা ধাঁকুড়্। ধিনিতা ধাকুড়্। তিস্তাধিনা,তিস্তাধিনা। পাক লোনা, মণ্ডা ছানা, চিনির পানা, কোসে খানা। পাকুড়্,পাকুড়্,উচ্ছেকাঁকুড়্। ধিন্ ধিন্ ধিন্, বাজা খুড়ো। রান্না আছে পাঁটার্ মুড়ো। বম্ বম্ বম্, ববম্ ভোলা। সিদ্ধিগোলা, ভাজা ছোলা। তিস্তাধিনা, তিস্তাধিনা

নাচিতে নাচিতে তালে তালে গান।

গীত।

দুর্গাবাড়ী, দুর্গাপুজা, ভাল দেখি জাঁক্ রে।
মঙ্গলেতে মঙ্গলার, যাত্রি বাঁকে ঝাঁক্ রে॥
দামা বাজে, কাড়া বাজে, বাজে ঢোল্ ঢাক রে।
তুরী বাজে,ভেরী বাজে, বাজে ঘণ্টা শাক্ রে॥
রেখেছে ছাগল্ কেটে, রক্ত গায়ে মাখ্ রে।
বাবা রক্ত গায়ে মাখ্ রে।
কালী কালী কালী কালী, কালী বোলে ডাক রে
ডাক্‌রে, ডাক্‌রে, ডাক্‌রে,শ্যামামারে ডাক্‌রে ১

এখনো রয়েছ কেন, হোরে তীর্থকাক্ রে।
যত পার, তত খাও, মধুভরা, চাক্ রে॥

মুখে দিলে, দুদ্ধি বাড়ে, শুদ্ধি-টুকু চাক্ রে।
কেন বাছা,থাকো কাঁচা,ভালকোরে পাক্ রে
নিজে তুমি সিদ্ধ হবে, সিদ্ধ হবে বাক্ রে।
বাবা সিদ্ধ হবে বাক্ রে॥
কালীকালীকালীকালী,কালী বোলে ডাক রে
ডাকরে,ডাকরে,ডাকরে,শ্যামামারেডাক্ রে॥২

মাচ আছে,মাংস আছে,আছে অম্ল শাক্ রে।
বিচার কোরোনা কিছু, কে কোরেছে পাক্ রে
সুধাতে পড়েছে মাচি, বস্ত্রদিয়ে ঢাক্ রে।
রয়েছে মজার ভাজা, টুকি টুকি টাক্ রে॥
হুঁ হুঁ হুঁ কুটো পড়ে,থালা দিয়ে ঢাক্ রে
বাবা থালা দিয়ে ঢাক্ রে।
কালীকালীকালীকালী,কালী বোলে ডাক্ রে।
ডাক্ রে,ডাক্ রে,ডাক্ রে,শ্যামামারেডাক্ রে৩

নিন্দাগারে যেথনাকো,সে যে,পচা পাঁক রে।
নিন্দাকারি যারা,তারা,পুড়ে হবে খাক্ রে॥
শিব সম শাদা মনে, শাদা হোয়ে থাক্ রে।
শাদার উপরে কালী, কিছু নাহি ফাক্ রে॥
ছেড়নাকো কটু কথা,নেড়নাকো নাক্ রে।
বাবা নেড়নাকো নাক্ রে॥
কালীকালীকালীকালী,কালী বোলে ডাক্ রে
ডাকরে ডাকরে ডাকরে,শ্যামামারেডাক্ রে॥৮

লাকে লাকে,থাকে থাকে,কেন বাঁধো থাক্ রে
চাতকের মত হোয়ে,উর্দ্ধেচেয়ে থাক্ রে।
নবনীল কাদম্বিনী, শ্যামারূপ ডাক্ রে।
দেজল, দেজল, বোলে, উচ্চস্বরে ডাক্ রে॥
এখনি করিবে বৃষ্টি, শুনে তোর হাঁক্ রে।
বাবা শুনে তোর হাঁক্ রে॥

কালীকালীকালীকালী,কালীবোলে ডাক্ রে
ডাক্ রে,ডাক্ রে,ডাক্ রে,শ্যামামারেডাকরে॥৫

তারা-তত্ত্বে মত্ত হোয়ে, নেচে দে ও পাক্ রে
যত ভক্ত, অনুরক্ত, তারাগুণ গাক্ রে॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম, কর্ম্মাকর্ম্ম, শিকে তুলে রাখ রে।
পবিত্র হৃদয় পটে,তারামূর্ত্তি আঁক্ রে॥
পড়িলে ফাঁদের মুখে,কোথা রবে বাঁক্ রে।
বাবা কোথা রবে বাঁক্ রে।
কালীকালীকালীকালী,কালীবোলে ডাক্ রে।
ডাকরে ডাকরে ডাকরে,শ্যামামারেডাকরে।

দিগম্বরসিদ্ধান্ত।

নৃত্য গীত।

ওমা—দিগম্বরি, নাচোগো, শ্যামা, রণমাজে
পতির বুকেতে পদ, যোগিনী [illegible]
মাগো,মা, দেখে, মরি লাজে॥

[illegible] বসন নাই, কাপের ভূষণ [illegible],
[illegible] ভঙ্গি মরি মরি, দিগম্বর দিগম্বরী।
[illegible] কাপোড়-পরা, আমারে কি [illegible]
ওমা, দিগম্বরি, নাচোগো, শ্যামা, রণমাজে

ভিতরেতে সার শর্ম্ম, কে বুঝে নিগূঢ় [illegible]
মা বাপের এই ধর্ম্ম, পাগলের মত কর্ম্ম,
দেখে শুনে পাগল হয়েছি, আমি কাজে [illegible]
ওমা-দিগম্বরি, নাচোগো, শ্যামা, রণমাজে

এ দুখ কাহারে কব, মুখে [illegible] বিহ্বল
ভবধব হলে শব, পদে [illegible] ভব,

হায় হায়, আমার বুকেতে যেন, লাঠি বাজে।
ওমা-দিগম্বরি, নাচোগো, শ্যামা, রণমাঝে॥৩

কালীমূর্ত্তি দৃষ্টি করিয়া।

সেচ্ছাছন্দ।

তোমার দুটি চরণ সবে।
যা বাঞ্ছা করে ভবে॥
শুধু সন্তানে সম্ভবে। ছি ছি, হেসেরে মা,
জুড়িয়ে সে পদ, দাঁড়িয়ে আছো শবে?॥
এসে এই ভবে। আমার কি হবে।
তৃপ্ত হব কবে?
যদি রাঙ্গাপদে, ঠাঁই দিলেনা,
কার কাছে যাই তবে॥১

...নখেয়ে হয়েছ কালী, আমার যে, হাড়কালী
কালী কালী বোলে কারে, ডাকি উচ্চরবে?
...নক হোলেন মড়া, তুমি হোলে মড়াহাড়,
আমার গলায় দড়া, কাজে কাজে তবে॥
...গো পাষাণের মেয়ে, মা আমার মাথাখেয়ে,
একবার দেখ চেয়ে, মেলে তিন আঁখি।
...সত নয় এ তনয়, ছাড়িবার এত নয়,
...আগা দিয়ে ভগবতী, কারে দেবে ফাঁকি?॥
...তৃধনে অংশ গেলে, কার কাছে মা যাবো।
...তৃধনে অংশী হোলে ছাইআছে তাইপাবো২

...র বেরয়োনা মা,বেরয়োনা মা,বেরয়োনা মা,
অন্তরে পুরেছি ...মায়, বেরয়োনা মা॥
...হামায়া কেন তুমি, এত মায়া ধর?।
...জীকরের মেয়ের মত, বাহ্ন কেন কর?॥

এই দেখি মা আছো তুমি, মনের ঘর জুড়ো
আবার তুমি,শিকলিকেটে,কোথা যাওমাউড়ে
ওমা..আর উড়োনা, আর উড়োনা॥
আরবেরয়োনা মা,বেরয়োনা মা,বেরয়োনা মা
অন্তরে পুরেছি তোমায়, বেরয়োনা মা॥

হর হর হর, ভোলামহেশ্বর, বধেছ ত্রিপুরাসুর
ভবানী ভবানী, ভাঁড়েমা ভবানী,
এইতো ভবানীপুর॥
আর বেরয়োনা মা,বেরয়োনা মা,বেরয়োনা মা
অন্তরে পুরেছি তোমায়, বেরয়োনা মা॥

ভিক্ষুক।

ঘোর নেসায়।

মা গঙ্গে—তুমি যদি হও ভঙ্গে।
তা ডুবকি ডুবকি খাই—চুমকি চুমকিখাই॥
পরে কিঞ্চিৎ চেতন পাইয়া।
মত্ততা ছলে গীত।

দূর দূর দূর শুঁড়ি, দূর দূর দূর।
চিনির বলদ শুঁড়ি, দূর দূর দূর॥
মর বাটা লক্ষীছাড়া, মূর্খ নাই তোর বাড়া,
নেচে খাস গুল্লি ছাড়া, এমন মধুর।
নিস কিনা তত্ত্ব, মদ, যে মদে না থাকে মদ,
নিস কিনা ধনমদ, হোয়ে অতি ক্রুর॥
যে মদে বাড়ায় মদ, তারে লোকে বলে মদ,
অভিমান অহঙ্কার, মদ করে দুর॥
এর ক্রম কতক্ষণ, নেসা বলে কোন জন,
শোক, তাপ নিবারণ, স্বভাবে অক্রুর।
দুর দুর দুর শুঁড়ি, দুর দুর দুর।
চিনির বলদ শুঁড়ি, দুর দুর দুর১॥

হ্যাঁদে শুঁড়ি আমি সোম, তুই ব্যাটা বড় সোম,
নেসা দিতে নেসা দিস, করিয়া ভাণ্ডুর॥
দিসশুধু জোলোজোলো, তবু-মুখতোলোতোলো,
অলো মলো, মন্ত্রে তোর, কেবল প্রচুর॥
দানের না জান নাম, জোরে নেও দুনো দাম,
জাননা এখনি কবে, যেতে যমপুর।
কেবল চিনেছ টাকা, "ফাক্কি,, দিতে মুখ বাঁকা,
এক দিন দেবে দেবো, হাড় কোরে চূর॥
দর দুর দর শুঁড়ি, দুর দুর দুর।
চিনির বলদ শুঁড়ি, দুর দুর দুর॥২

সাধক-তো জ্ঞানী নই, বাক্যানন্দ প্রজ্ঞা নই,
কেবল কিঙ্কর আমি, সে যাব প্রভুর।
আমার আনন্দ হাট, গুরু-শিষ্য নাহি পাট,
সমভাব সমুদয়, ঠাকুর কুকুর॥
অভিমান অহঙ্কার, কিছু মাত্র নাহি যার,
আমি তার, সে আমার, বাপের ঠাকুর।
নিজ বলে হই বলী, জোর কোরে ডেকে বলি
কোথা শূর, কোথা সুর, কোথায় অসুর॥
জয় জয় কালী জয়, কারে নাহি করি ভয়,
ত্রিভুবন জুড়ি জয়, একা বাহাদুর।
মনের আনন্দে খাই, যথা তথা নিদ্রা যাই,
না চাই, বালিস, গদি, না চাই মাদুর॥
কিছু নাই উপসর্গ, যেখানে সেখানে স্বর্গ
করতলে চতুর্বর্গ, কোথা স্বর্গপুর।
বিষ্ণুর বৈকুণ্ঠ ধাম, কোথা সেই, মিছে নাম,
সেখানেতে পরিতোষ, কি আছে প্রচুর॥
এই থলি, এই ঝুলি, ইথে সব ঝুলোঝুলি,
হোলেপরে খোলাখুলি, নাহি থাকে ভুর।
দেবরাজে ডেকে সুধা, শচীতে কি আছে সুধা
কাপালিনী সোমবধূ, নিজে মধুপুর॥
চাঁদের সে, সুধা, ছাই, তাতে এত মিষ্ট নাই,
কোথাও পাবেনা ভাই, খুঁজে ত্রিপুর।
ত্রিভুবন টলমল, মুখে [illegible] খলখল,
হাতে কোরে দেয় জল, অতি [illegible]॥

ওরে তোরা, কেরে কেরে, বল বল, এরে এরে
দেরে দেরে, এনে দেরে, পায়ের নূপুর।
আমি খুব সুখে আছি, ধেই ধেই নাচি নাচি,
ধর ধর দিগম্বর, তুই ধর, সুর॥
খেয়েছি অধিক সুধা, হয়েছে বিষম ক্ষুধা,
চাট করি, দেরে দেরে, দুটো চানাচুর।
নিলে আর, এক পাপ, ভিখারির নাচি পাপ
ভিক্ষে কোরে নিয়ে আয়, খাজিন, আঙ্গুর॥

আস্বাদনে মন হরে, সৌরভে আমোদ করে,
জিনিয়া বকুল ফুল, [illegible]।
অতিশয় সুখময়, এমন কি আর হয়,
দক্ষিণে [illegible]॥
[illegible] ছোটো ছোটো মুখ [illegible]
[illegible] কেটো [illegible]।
[illegible] জিনি রূপ ছবি,
কান্তিরে ছাড়িয়া দেয়, আপন [illegible]॥
ঈশ্বরের কিবে লীলে, প্রেমে জন্ম হয় [illegible],
একফোঁটা মুখে দিলে, মজা [illegible]।
দর দর দর শুঁড়ি, দুর দুর দুর॥
চিনির বলদ শুঁড়ি, দুর দুর দুর॥

সোমসিদ্ধান্ত।

হে বাপু তোমরা স্থির [illegible],
এই কারণের কারণ জানে।

[মুখের পান উভয়কেই প্রদান। দুইজনে প্রসাদ পাইয়া সুস্থচিত্তে] আঃ--কৃতার্থ হইলাম।

হে গুরো! হে আচার্য্য হে পরম-পূজ্য! আমারদিগের দিব্যজ্ঞান লাভ হইয়াছে. এইক্ষণে অনায়াসেই অভিলষিত ফল ভোগ করিতে পারি।

সোমসিদ্ধান্ত।

ইহার আশ্চর্য্য কি পর্য্যন্ত তাহা দেখ। অভিলাষ মাত্রেই কোন বিষয়ের অভাব থাকে না। সুখসেব্য, সুখাদ্য, দিব্যাঙ্গনা-ভোগ, একো সামান্য কথা, অক্লেশেই অনিমাদি অষ্টসিদ্ধি সিদ্ধি হয়; সিদ্ধিযোগ হইয়া বশীকরণ, সম্মোহন, স্তম্ভন, প্রক্ষোভণ, এবং উচ্চাটন ইত্যাদি অতি সহজেই সিদ্ধ করা যায়। সুতরাং ত্রিভুবনে এমত বস্তু কিছুই নাই আমরা এই বিদ্যার দ্বারা যাহা আকর্ষণ করিতে না পারি।

ভিক্ষুক।

এই সকল নিন্দক পাষণ্ডেরা নিন্দা করিতেছে, হাসিতেছে,-তুমি মদিরার যে যথার্থ গুণ তাহা প্রকাশ করিয়া দুরাত্মা দুর্জ্জনদিগের মনের ভ্রান্তি হরণ কর।

সোমসিদ্ধান্ত।

ওরে লোক সকল! তোরা কি কৌতুক দেখিতেছিস্? ভগবান্ ভবানীপতির অতি প্রিয় এই মনোহরা, সুমধুরা সুরা। শাস্ত্রকর্ত্তারা ইহার গুণ ও মহিমা প্রত্যক্ষ দর্শনপূর্ব্বক ভিন্নভিন্ন রূপে অভিধানে অভিধান প্রদান করিয়াছেন।

ওরে পশু শোন-তোরা শোন।
শোন শোন। সুরার নাম।
মদিরা-সুরা। হলিপ্রিয়া। পরিশ্রুৎ।
বরুণাত্মজা। গন্ধোত্তমা। কাদম্বরী। প্রসন্না। পরিশ্রুতা। কশ্য;
মদ্য। মানিকা। কপিশী। গন্ধমাদনী। মাধ্বী। কত্তোয়। মদ।
মত্তা। কাপিশায়ন। বারুণী।
সীতা। চপলা। কামিনী। প্রিয়া।
মদগন্ধা। মার্দ্বীক। মধু। সন্ধান।
আসব অমৃতা। বীরা। মেধাবী।
মদনী। সুপ্রতিভা। মনোজ্ঞা।
বিধাতা। মোদিনী। হলী। গুণারিষ্ট। সরক। মধুলিকা। মদোৎকটা। মহানন্দা। সীধু।
মৈরেয়। বলবল্লভা। কারণ। তত্ত্ব। কৈত। মদিষ্টা। পরিপ্লুতা।
কল্প। স্বাদুরস। শুণ্ডা। হার-

হূর মার্দ্বীক। মদনা। দেবসৃষ্টা।
কাপিশ। অব্‌জিজা। অলি।
মণ্ডা। মধূল।

কামিনী ভোগ ॥

গদগদ প্রেমভরে, তোয়ে প্রিয়া প্রিয়া।
মধুকালে, মধুমূলে, করে ক্রিয়া ক্রিয়া* ॥
মত্ত হোয়ে মধুকোষা† বৃষ্টি করে মধু।
মধুর আলাপ করি, সৃষ্টি করে মধু ॥
দূর করে সব দুখ, সুখের সন্ধান।
অরসিক যারা তারা, কি জানে সন্ধান ॥
কত পুণ্য হয়, হোলে, বারুণীর ভোগ।
তার কাছে, কোথা আছে, বারুণীর যোগ
অক্ষয়-বারুণী‡প্রেতি, প্রীতি নাই যার।
করুক্ সে মাঠে গিয়া, বারুণী আহার ॥
নানাগুণে গুণবতী, দেখিয়া চপলা।
গগনেতে অভিমানে, মরিছে চপলা ॥
যে সময়ে নিজ প্রভা, প্রকাশে কামিনী।
সে সময়ে কোথা থাকে, কামের কামিনী ॥
কামিনীর হার দিয়া, কামিনীর গলে।
কামিনী যদ্যপি দেও, তার করতলে ॥
[illegible] তুষ্টি করি, কামিনা কামিনী।
দাস হও, ছেড়ে কাম, আপন কামিনী ॥
কপাল প্রসন্ন যার, কোন কালে নয়।
প্রসন্না, প্রসন্না তারে, কখনো না হয় ॥
ভক্তিভাবে হয় যেই, কাদম্বরী দাস।
কাদম্বরী এসে তার, কণ্ঠে করে বাস ॥

কাদম্বরী কৃপা-বলে কণ্ঠ [illegible]।
শিক্ষা হেতু কাদম্বরী*, [illegible] হয় ॥
জগৎ হোয়েছে শুধু, কারণ [illegible]।
কারণ কারণ শুধু, যানেন কারণ।
কারণ ধরিয়া যেই, না লয় কারণ।
বৃথায় কারণ তার, বৃথায় কারণ ॥
কারণ না জেনে যেই, দোষে অকারণ।
এখনি ধরিয়া তারে, করহ কারণ ॥
সাধু সাধু সাধু সেই, বিশ্বের কারণ।
যাঁহার প্রসাদী এই, সুখের কারণ ॥
কারণের গুণে কর, কারণ [illegible]
ছেড়োনা কারণে কেউ, ছেড়োনা কারণ ॥
এই মহানন্দা যদি, মহানন্দে [illegible] হয়।
মহানন্দে ভাসে তবে, ত্রিভুবনময় ॥
সার-তত্ত্ব আছে যার, তত্ত্বজ্ঞানী সেই।
তত্ত্বী হোয়ে এ তত্ত্বের, [illegible] করে [illegible] ॥
তত্ত্বের যে তত্ত্ব [illegible] তাঁর [illegible]।
তত্ত্বের না লয় তত্ত্ব, [illegible] ॥
কত রস, কত গুণ, [illegible]।
সে [illegible] একমাত্র, জানেন বিধাতা ॥
এই [illegible] কল্পতরু||, আশ্রিত যে [illegible]।
[illegible] কোনরূপে, সুখী নাহি হয় ॥

---

* ক্রিয়া—লীলা। পদার্থ। বিভূতি। বুধ। পণ্ডিত। গৌরবিত।

† মধুকোষ—কোকিল।

‡ বারুণী—সুরা। পশ্চিম দিক্। দূর্ব্বা।

* কাদম্বরী—মদিরা। কোকিলা। সরস্বতী।

† কারণ—হেতু। বীজ। নিমিত্ত। প্রত্যয়। করণ। বধ। ইন্দ্রিয়। দেহ সাধন কর্ম্ম। কায়স্থ। বাদ্যভেদ। গীতভেদ।

‡ মহানন্দা—মদ্য। মহানন্দানদী। [illegible] দাহের নীচে যে নদী।

§ কল্প—বিধি। প্রলয়। বিকল্প। [illegible]

|| কল্পতরু। শাস্ত্রবিশেষ। [illegible]

যে জন হোয়েছে মত্ত, মদনার পায়।
মদনা তাহাকে নিয়া, মদনা পড়ায়॥
স্বাদুরসা, স্বাদুরসা, মোহিনী মদনী *।
এর কাছে কোথা আছে, কুলবতী মদনী॥
কিবা রূপ, কি লাবণ্য, ধোরেছে মাধুরী।
প্রেমহীন কি জানিবে, তাহার মাধুরী॥
সে জন মেধাবী নয় যে হয় মেধাবী।
মেধাবী + [illegible] নন, সেই. না নয় মেধাবী॥
বলের বল্লভা দেবী শ্রীবলবল্লভা।
মানুষ কোথায় আছে. দেবের দুর্লভা॥
সুখময়ী সুরূপসী. অতি সুমধুরা।
শিবদাত্রী সুরপ্রিয়া, নাম তাই সুরা॥
সুরা (১) হোয়েছে না করে, সুরার সেবন।
বৃথায় জীবন তার, বৃথায় জীবন॥
হৃদয়েতে বিকসিতা, সদা এই সীতা।
দাসরথী সীতা নিয়, পরিহরি সীতা॥
মথুরায়, দ্বারকায়, বৃন্দাবনে হলী।
পুলকে প্রমত্ত হোয়ে, [illegible] করে হলী॥
হলির বলাই দাদা, [illegible] সে হলী।
কি জানে হলীর গুণ, [illegible] যেই হলী (২)॥
মণ্ডার মহিমা কেবা, স্বরূপে প্রকাশে।
মণ্ডাপানে মণ্ডা দেবী, দৈত্যকুল নাশে॥
মণ্ডার মধুর রস, পেটে যার যায়।
শ্রাদ্ধবাড়ী [illegible] লোক, মণ্ডা তার খায়॥
যে জানে অলির গুণ, সেই রাখে পেটে।
অলির কি গুণ গুণ, অলির নিকটে॥

---

* মদনী—মদ্য। কস্তুরী।
+ মেধাবী—সুরা। পণ্ডিত। শুকপক্ষী।
(১) সুরা—বলবল্লভা। মনস্কাম। মদ্য।
(২) হলী—মদ্য। বলদেব। ক্ষেত্রী। কৃষক।

করে করে মদ যেই, মদ * খায় তার।
একেবারে করে মদ, মন অধিকার॥
সকলি বিপদযুক্ত, কেহ নাই পদে।
মদমত্ত যত লোক, নিন্দা করে মদে॥
সুনিয়মে শুদ্ধ মনে, মদ খায় যারা।
মদ নাহি খায় তারা, মদ খায় তারা॥
তোমার মাতাল মন, মাতিয়াছে মদে।
কেন বাপু মিছে তুমি, দ্বেষ কর মদে॥
এই মদে, স্থির পদে, নাহি রাখে যারে।
সেতো নাহি মদ খায়, মদ খায় তারে॥
অমৃত অমৃত হোয়ে, চারি যুগ আছে।
অমৃত যাহারে বল, মৃত এর কাছে॥
দেবসৃষ্টা, দেবসৃষ্টা, নাম হোলো তাই।
ত্রিজগতে তুল্য তার, কিছু আর নাই॥
বীর আর বীরভোগ্যা, তন এই বীরা (১)।
দয়া, জ্ঞান-প্রদায়িনী, নাম তাই বীরা॥
এ বীরা হইলে ভোগ, কেবা চায় বীরা।
তুচ্ছ করি বাসরের, বিদ্যাধরী বীরা॥
[illegible] বীরার, দ্বেষ করে যেই।
অবীরার দাস হোয়ে, বীরা থাক্ সেই॥
মনোজ্ঞ (২) মনোজ্ঞ, সাধে, অভিধানে কয়।
মনোজ্ঞা ইহার কাছে, দাসী সম নয়॥
অকারণে কাবণের, মিছা পরিবাদ।
স্বার্থ হেতু, স্মার্ত (৩) এত, কোরেছে প্রমাদ॥

---

* মদ—দর্প। হর্ষ। মত্ততা। মানিকা।
(১) বীরা—সুরা। পতিপুত্রবতী। রম্ভা। মদিরা।
(২) মনোজ্ঞা-মনঃশিলা। রাজপুত্রী। মদিরা।
(৩) স্মার্ত্ত—স্মৃতিসম্বন্ধীয়। স্মৃতিশাস্ত্রব্যবসায়ী। স্মৃতি শাস্ত্রোক্তকর্ম্ম।

স্বরূপ সম্বন্ধে যার, স্থির আছে স্মৃতি।
শ্রুতি তার সুখে থাক্, মানিবেনা স্মৃতি ॥
বিধি বিধি * কোরেছেন, বিধি অনুসারে।
সে বিধি অ'বিধি আর, কে করিতে পারে ॥
ক্রম ক্রমে, চারু ক্রমে, করে যেই বিধি।
"প্রসন্ন" প্রসন্না তারে, অনুকূল বিধি ॥
দেবভোগ্য সুরানিধি, করি এই বিধি।
আপনি মোহিনী-রূপ ধরিলেন বিধি ॥
অতিশয় হিতকর, জানিয়া বিধাতা।
আপনার নামে নাম, রাখিল "বিধাতা" ॥
কেমন বিপাক (১) তায়, না ভাবে বিপাক।
এমন বিপাক বস্তু, না করে বিপাক ॥
ভ্রমে কম খেলে পরে, যাইবে বিপাক।
ইথে কি বিপাক হয়, বাড়ায় বিপাক ॥
সুখে সবে ভোগ কর, এই মহানিধি।
গুন দেখে বিধি করি, জেতে জানি "বিধি" ॥
অন্ধকারে আলো করে, রাত্রি করে দিবা।
এ জগতে এর চেয়ে, শুভকরী কিবা ॥
ছলগ্রাহি খল যত, ছাড়ে তারা ছল ॥
বোদ্ধা পায় বুদ্ধি, জ্ঞান, যোদ্ধা পায় বল।
যোগী পায় যোগ-বল, ভোগী পায় ভোগ ॥
রোগির থাকেনা ইথে, কোন রূপ রোগ।
ছবির প্রভাস বাড়ে, রূপের নিলয়ে।
রবির প্রেয়সী ফুটে, কবির হৃদয়ে ॥

* বিধি—ব্রহ্মা। ভাগ্য। ক্রম। বিধান। কাল। প্রকার। নিয়োগ। বিষ্ণু। কর্ম্ম। গজান্ন। বৈদ্য। যোগোপদেশক গ্রন্থ। ভারতকৃত-কোষ। ইত্যাদি।

(১) বিপাক—পচন। স্বেদ। পরিণাম। দুর্গতি। স্বাদু। জাতি। আয়ু। ভোগ।

কুরূপের কুরূপ, থাকে না কিছু আর।
বৃদ্ধের শর রে হয়, যৌবন সঞ্চার ॥
অতি [illegible] মুক মুক যেই, ফুটে তার মুখ।
মুখপ্রিয়া দেবী * বরে, [illegible] ॥
অরসিক যে জন, সে হয় [illegible]।
ভাবির মনে কত, ভাবের উদয়।
বধিরের কর্ণ ইনি, অন্ধের নয়ন।
অকবের কর ইনি, খঞ্জের চরন ॥
বাসব আসব পেলে, শচী দেন ছেড়ে।
কেশব ছাড়িয়া প্রিয়া, প্রিয় [illegible] কেড়ে ॥
সদাশিব সদা শিব, পান নিশি দিবা।
শিবের অশিব নাই, নাহি [illegible] শিবা ॥
সমরূপে এক ভাব, স্বর্ণ আর [illegible]।
ভূপতির সিংহাসন, ভিখারির ঝুলি ॥
কৃষির লাঙ্গল যন্ত্র, কুবেরের ধন।
ইন্দ্রের অমরাবতী, নিষাদের বন ॥
বক্তা যদি হবে কেউ, [illegible]।
দোক্তার দোকান [illegible] ॥
[illegible] ॥
ডেপুটা দেখিতে পেলে, [illegible] ॥
[illegible] কর, [illegible] বসু (১)।
[illegible] করি চুক ওনাকো, [illegible]
[illegible] সেবন কর, সুশীতল বসু।
[illegible] দেহের বর্ণ, ঠিক যেন বসু ॥
[illegible] হও, [illegible] হও, হোওনাকো পশু।
কভু যেন দোষ ঘোটে, নাহি যায় অসু।

* সুরার এই নাম নুতন স্থাপিত হইল।

(১) বসু—ধন। বকবৃক্ষ। অনল। রশ্মি। অষ্টবসু। শ্যাম। হাটক। জল।

এ মধু মধুর অতি, স্বাদে পরিতোষে।
এ মধু*, মধুর হয়, ব্যবহার দোষে॥
অভিমান অহঙ্কার, দ্বেষবিনাশিনী।
স্বভাবেই শুচিরূপা, অশুচি হারিণী॥
ভোগ মোক্ষ-প্রদায়িনী, ভোগ মোক্ষ হরা।
একাকারময়ী দেবী, একাকারকরা॥
দুখের আধেয় ইনি, সুখের আধার।
নীরাকার হোয়ে যেন, নিত্য নিরাকার॥
নীরাকারে মূর্ত্তিমতী, ভুবনভাবিনী।
মহানন্দা মহানন্দ, পদ প্রদায়িনী॥
পরমপদার্থপ্রদা, জ্ঞানরূপিণী।
শুদ্ধ শুদ্ধময়ী বরা, নিকল্পনাবিনী॥
রোগ, শোক, তাপ আদি, সর্ব্ব-দুঃখনাশা।
নিষে কিন্তু বহুবিধ, বিপদের বাসা॥
আপনি বিপদ নন, দ্বিপদের স্থানে।
সে করে বিপদ, যেই, ব্যাভার না জানে॥
পরিমিত পরিমাণ, না থাকিলে পরে।
আপনার কার্য্য-দোষে, আপনিই মরে॥
ছাড়িয়া ঘরের কড়ি, কেনে দেও মলে।
দেখো দেখো, কেহ যেন, মাতাল না বলে॥
সাঁতার না জানে যেই, তার ঘটে দায়।
বাপের পুকুরে ডুবে, প্রাণে মোরে যায়॥
যদি না রাখিতে পার, স্থির পরিমাণ।
কেন তবে নষ্ট হও, করি বিষ-পান॥
ছাড় ছাড় ছাড় মিছা সুখ-অভিলাষ
ধন, মান বুদ্ধি, বল কেন কর নাশ॥
কখনো না সহ্য হয়, পর-পরিবাদ।
প্রমোদের কর্ম্মে কেন, ঘটাও প্রমাদ॥
যে বিধি, এ নিধি, তোরে, দিয়াছেন ভবে।
তাঁরে কর নিবেদন, নিবেদন হবে॥

কমল জিনিয়া চারু, তোমার বদন।
শুনীর সন্তান যেন, না করে চুম্বন॥
পালঙ্কে হইবে স্থিত, যে দেহ তোমার।
সে দেহ না করে যেন, ধূলায় বিহার॥
যে মুখ প্রসব করে, অমিয় বচন।
সে মুখে না হয় যেন, বিষ-বরিষণ॥
যে কর রচনা করে, করে উপহার।
সে করে কাহারে যেন, করেনা প্রহার॥
কোরোনা অনিষ্ট কারে, হোরোনা সম্পদ।
পদে রাখ পদ, যদি, পাইয়াছ পদ॥
যে কাণে শুনিছ তুমি, জ্ঞান উপদেশ।
সে কাণে শুনোনা কারো, নিন্দা আর দ্বেষ॥
যে নয়নে হেরিতেছ, ভবের ব্যাপার।
সে নয়নে বিষদৃষ্টি, কোরোনা হে আর॥
লোচন পেয়েছ যদি, জ্বালো গৃহমণি*।
চিনেলও মহামণি, কোথা চিন্তামণি॥
আছে নেত্র যত তত্ত্বে, নেত্র মেলে লও।
পাত্র হোয়ে পাত্র লোয়ে, স্বত্র(১) কেন হও॥
পেয়েছ ইন্দ্রিয়বাজি, মহাশয়, মন।
সে মন হইলে বশ, দেয় মহাধন॥
সে মন যদ্যপি থাকে, কারণের বশে।
কারণের কর্ত্তা হোয়ে, আর নাহি বসে।
আপনিই আপনার, হইলে অবশ।
কারণ শাসিবে কিসে, হইয়া অবস॥
এক মদ, দুই মদ, তিন মদ, পেয়ে।
অবস(২) কিরূপ তাহা, দেখিলেনা চেয়ে॥

* মধুর—অমৃত। এবং বিষ।

* গৃহমণি—প্রদীপদীপ। দীপক। জ্যোৎসা-বৃক্ষ। শিখাতরু। স্নেহাশ। নয়নোৎসব

(১) স্বত্র—অন্ধ।

(২) অবস—সূর্য্য। রাজা।

মড়ার মাথায় দিয়ে হাত।
বলতো বাবা, বৈদ্যনাথ॥
ওমা কালী দেও কুল।
গণনায় হোলে ভুল॥
তোর নামে কলঙ্ক রবে।
শঙ্কর [illegible]

দেখি দেখি।

ক অক্ষরে [illegible] বাশি ক [illegible]
জীব, [illegible] [illegible] জীব

[illegible]—সোনা, রূপা, পিতল, কাঁশা, [illegible]—ধাতু নয়, ধাতু নয়।

তবে কি? মূল, মূল-মূল। বিছানা, বালিশ, কড়ী, দড়ী।—না না তা নয়, তা নয়।—তবে বুঝি জীব। জীব জীব-জীব। জীবের মধ্যে কি? কৃমি, কীট, কি পতঙ্গ। গো-অজা কি মাতঙ্গ। সিংহ, ব্যাঘ্র, কি কুরঙ্গ। উষ্ট্র, ঋক্ষ, কি তুরঙ্গ। তা নয় তা নয়। তবে কি মানুষ? মানুষের মধ্যে কি বিচারি? পুরুষ কিম্বা হবে নারী।

পুরুষ [illegible] নয়।
[illegible]॥
সে [illegible]।
সদাচার। [illegible]।
মিথুন লগ্নে [illegible]
সেটা কিছু একা নয়॥
কার সঙ্গে কোথা রয়।

দিতে হবে পরিচয়॥
মড়ার মাথায় দিয়ে হাত।
বলতো বাবা বৈদ্যনাথ॥
হুঁ হুঁ হুঁ—স্থির করেছি।
ঠিক বটে ঠিক বটে।

তোমরা প্রশ্ন করেছ? সেই স্বাত্বিকী শ্রদ্ধা কোথায় এখন?

শান্তি।

করুণা—শুন শুন শুন, এই দিগম্বর সিদ্ধান্তদিগের মুখে আমারদের মঙ্গল আলাপ শুনা যাইতেছে, অতএব মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর।

করুণা।

হাঁ সই, এ বড় ভাল কথা।—এসো আমরা দুজনে অতি মনোযোগ পূর্ব্বক গোপনে সমুদয় শ্রবণ করি।

সোমসিদ্ধান্ত।

হাঁ বাপু, সাবাস, সাবাস, সাবাস। তুমি ভাল গণক, জ্ঞানের ব্যাটা জান বটে। ওহে জান। বাবাজান, তুমি জান, সেই সর্ব্বনাশী রাঁড়ী এবং নিষ্কামধর্ম্ম এখন কোথায় আছে?

দিগম্বরসিদ্ধান্ত

২	৪	১৫	৯০	৭২
২০		৭২	২৭	৩২

পর্য্যন্ত পণ করিয়া চেষ্টা করা কর্ত্তব্য হইয়াছে।—কাপালিনী—আমাকে সুরা দেও—সুরা দেও। আমি পূজা এবং জপ আরম্ভ করি। ও দিগম্বর ও ভিক্ষুক। বাপু তোমরা পান করিয়া স্থিরচিত্তে মন্ত্র জপো, হে প্রেয়সি! তুমি মহাদেবের ধ্যান করিয়া মহাদেবীর স্তব পাঠ পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রসন্না কর। আমরা সাত্বিকী-শ্রদ্ধার আকর্ষণের নিমিত্ত মহাভৈরবীকে প্রেরণ করি।

তদনন্তর ভিক্ষুক এবং দিগম্বর আসনে বসিয়া সে মসিদ্ধান্তের দত্ত মহাদেব এবং মহাদেবীর মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন।

সোমসিদ্ধান্ত মহাভৈরবীর ধ্যান করিয়া আকর্ষণী-মন্ত্র চালনা করিতে লাগিলেন।

রাজসীশ্রদ্ধা তন্ত্রশাস্ত্র-সম্মত মহাকালীর স্তব আরম্ভ করিলেন।

স্তব করিতে করিতে দিব্যজ্ঞানের উদয়।

ত্রিপদী।

পরাপরজ্ঞী পরা, পরামৃতপদাপরা,
পরমা-প্রকৃতি সর্ব্বসারা।
বিহরসি সহস্রারে, হ-ল-ক্ষ মণ্ডলাকারে,
শরচ্চন্দ্রাদিত্যানলাকারা॥
প্রণব পৃথক্ করা, বরা বরা ভয়করা,
অসিকরা অসিতবরণী।
মূলাধারে সর্পাকারে, স্বয়ম্ভূ হৃদ্দরাগারে,
সুপ্তা শ্যামা-শঙ্করঘরণী॥
সীধুপানে সদা সুখী, উচ্চপুচ্ছ অধোমুখী,
লোহিতাঙ্গী, মুদ্রিতলোচনী।
মেরুদণ্ডে চতুর্দ্দলে, বিষতন্তু তন্ত্রে বলে,
জ্ঞানগম্যা কুলকুণ্ডলিনী॥
ইড়াদি পিঙ্গলাদ্বয়, সুষম্না বিজ্ঞানালয়,
চিত্রিনী প্রভৃতি নাড়ী বাহে।
তার মধ্যে 'ব্রহ্মনাড়ী', বিশেষে বিশ্রামবাড়ী
ছেড়ে ব্রীড়া কর ক্রীড়া তাহে॥
ডাকিনী শক্তির সহ, গজ-পৃষ্ঠে পিতামহ,
আধারাখ্য সরোরুহরাজে।
পারিজাত শতশত, বেদ বিধি, নানা মত,
কত শোভা কর্ণিকার মাঝে॥
বাদি,—শান্ত, কামবীজ, বেদবর্ণে সরসীজ,
আদিচক্র ত্রিকোণ-আকার।
তদূর্দ্ধে কমল-ব-ল, ছয় বর্ণে ছয় দল,
স্বাধিষ্ঠান,—লিঙ্গ, নীরাধার॥
তার ঊর্দ্ধে দশদল, ডাদি-ফান্তানল স্থল,
মণিপুর, নাভি, নিরূপণ।
তদূর্দ্ধে হৃদয়স্থল, কাদি-ঠান্ত বারোদল,
অনাহত পদ্ম-সমীরণ॥
তথা কল্পতরুতলে, কমলকর্ণিকা-দলে,
গুপ্তভাবে জীবাত্মার বাস।
তার ঊর্দ্ধে ষোলদল ষোলস্বর, কণ্ঠস্থল,
বিশুদ্ধাখ্য, শব্দাধারাকাশ॥
ভ্রূ মধ্যে মনের ধাম, চিন্তামণিপুর নাম,
হ-ক্ষ, বর্ণে দুই দল বথা।
কলেবর রত্নাকর, গুরুবাক্যে করি ভর,
চিন্ময়ী ভাব-চিন্তা তথা॥

দিয়েছ যে অস্থির চিত্ত, তার দায়ে মরি নিত্য,
উপদেশ কথা নাহি মানে।
পাপে [illegible] নত বোধ হত, অবিরত, সুখে রত,
পদকান্তাবরামৃত পানে ॥
এই হয় তত্ত্বজ্ঞান, একভাবে করি ধ্যান,
ক্ষণপরে বিপরীত ভাব।
সে ভাব কোথায় যায়, হৃদয়ে প্রকাশ পায়,
প্রেমিকের প্রেমের প্রভাব ॥
[illegible] কাশ নহে বশ, লোকে করে অপযশ,
দিক্‌দশ ডুবিল কলঙ্কে।
থর থর স্মরশর, থরথর কলেবর,
জরজর [illegible] ক্রের আতঙ্কে ॥
আসিয়াছি এক পথে, সুপান সম্পর্ক মতে,
মন হয় সহোদর ভাই।
থাকি বটে এক ঘরে, এক দিবসের তরে,
তার সঙ্গে দেখা মাত্র নাই ॥
প্রবৃত্তি প্রেয়সী সঙ্গ, থাকে মন অহরহ,
মায়ারূপ অন্ধকার ঘরে।
তার পুত্র রিপু ছয়, দুরাশয় অতিশয়,
সবে মেলে পুরী দগ্ধ করে ॥
সাকার-প্রকৃতি ভাগে, অনুরাগে যোগেযাগে
যদি মন জাগে একবার।
তবে আর ভয় নাই, নিত্যানন্দ ধামে যাই,
বিষয়বারিধি হই পার ॥
মিছামিছি করি রোষ, মনের কি দিব দোষ,
সে যে, নিজে দুখী নিজ দুখে।
ইচ্ছা বায়ু অনুসারে, যেমন নাচাও তারে,
তেমনি সে নৃত্য করে সুখে ॥
দেহ-যন্ত্র তুমি যন্ত্রী, [illegible] তন্ত্র তুমি তন্ত্রী,
মন রাজা, তুমি মন্ত্রী তার।
চালাও, বলাও, বলে, যে পথে, চলাও চলে।
তারে বাধ্য করে সাধ্য কার ॥
ক্ষণেক যদ্যপি জীব, চিন্তা করে নিজ শিব,
আনিব মটাও তায় এসে।
মোহ দিয়ে নানারূপে, বিষম বিষের কূপে,
একেবারে ফেলে দেও শেষে ॥
বিষম বিষয়ে ভাল, পাতিয়াছ মায়াজাল,
কার সাধ্য কাটিতে তা পারে।
মহাযোগী মহাকাল, পরাইয়া ব্যাঘ্র ছাল,
গৃহধর্ম্ম ধরাইলে তারে ॥
দেব দেব বিভু যেই, তাহার দুর্দশা এই,
ইহাতে মানব কোন ছার।
জন্মজন্মান্তর, [illegible] মুরলি ধর,
মায়া ছাড়া গতি আছে কার ॥
কি মায়া ধরেছ মায়া, আত্মারাম, কৃষ্ণ [illegible]
মায়ানদী [illegible]
তবে পার কর নদী, তুমি মা শিখাও যদি,
শ্রীরামপ্রসাদ [illegible] তার ॥
পাশযুক্ত হন জীব, পাশমুক্ত সদাশিব,
শিববাক্য না হয় বিফল।
কর্ম্মপাশ করি ছেদ, ঘুচাও অভেদ ভেদ,
ভেদ কর কমলাদিদল ॥
কটাক্ষে করুনা করি, [illegible]
বায়ুভরে ক্রমে উর্দ্ধে [illegible]
আসি দশশূন্য দলে, [illegible] কুতূহলে,
মিশাই পরম হংস সনে ॥
তাপিত তনয়ে রাখি, পতিতপাবনী থাকি,
পরমেশী প্রপন্নপালিনী।
দুর্গে দুর্গে বলি দুর্গে, শুনিছি মা [illegible]
পাষাণের কুলে জনমিলি ॥
পদতলে পড়ে থাকি, কেবল তোমায় ডাকি,